পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 191 Friday, 12 June, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৯১ সংখ্যা ❋ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, শুক্রবার, ১২ জুন ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

রাজ্য বিধানসভার আধুনিকীকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুনঃ রাজ্য বিধানসভাকে আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং জনমুখী করে তুলতে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের ঘোষণা করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। বিধানসভায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, আগামী ১০০ দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাকে সম্পূর্ণ কাগজবিহীন বা পেপারলেস প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। অধ্যক্ষ জানান, ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে বিধায়ক এবং সাধারণ মানুষ সরাসরি বিধানসভার বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন। পাশাপাশি প্রশ্ন, মতামত এবং পরামর্শ জানানোরও সুযোগ থাকবে। তিনি আরও জানান, আসন্ন বাজেট অধিবেশন থেকেই বিধানসভার কার্যক্রমের সরাসরি সম্প্রচার শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নবনির্বাচিত বিধায়কদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে বিধানসভা কর্তৃপক্ষ। রথীন্দ্র বসু বলেন, ‘‘২০০ জনেরও বেশি নতুন বিধায়ক প্রথমবার বিধানসভায় এসেছেন। তাঁদের জন্য বাজেট অধিবেশনের পর দুই দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হবে। সেখানে রাজ্যের অভিজ্ঞ প্রবীণ বিধায়কদের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের প্রবীণ বিধায়করাও প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট সংসদীয় বিশেষজ্ঞরাও কর্মশালায় অংশ নেবেন।’’ বিধানসভা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ আরও জোরদার করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে জানান অধ্যক্ষ।

আজ মালদায় প্রশাসনিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুনঃ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উত্তরবঙ্গের মালদায় আরও একটি প্রশাসনিক বৈঠকে বসতে চলেছেন। আগামীকাল দুপুরে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য মালদা ছাড়াও দুই দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদের পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তা, জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, সব বিধায়ক, সাংসদদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে মালদায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

পুনরায় যাচাই করা হবে কৃষক বন্ধু তালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুনঃ রাজ্য সরকার কৃষক বন্ধু এবং বাংলা শস্য বীমা প্রকল্প দুটিকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মন্ডল আজ বলেন কৃষক বন্ধু প্রকল্পটি কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মাননিধি যোজনা এবং বাংলা শস্য বীমা প্রকল্পটি কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় পরিবর্তন করা হবে। রাজ্যের কৃষক বন্ধু প্রকল্পে উপভোক্তার তালিকায় অনেক ভুয়ো নাম থাকার সম্ভাবনা থাকায় সেই তালিকা পুনরায় যাচাই করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। কৃষক বন্ধু প্রকল্পের তালিকায় থাকা উপভোক্তাদের কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে পুনরায় আবেদন করতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি সারের কালোবাজারি রুখতে এবং চাষীদের কাছে সঠিক সময় বীজ পৌঁছে দিতেও নজরদারি চালানো হবে বলে কৃষিমন্ত্রী জানান।

রামকৃষ্ণ ঘাটে ‘কলকাতা আই’, তৈরি হবে ৬০ ফুটের দুর্গা কাঠামোও

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১১ জুনঃ হাওড়া রামকৃষ্ণপুর ঘাটে হবে ‘কলকাতা আই’। একই সঙ্গে তৈরি হবে ৬০ ফুটের ধাতব দুর্গা কাঠামো। পাশে থাকবে দু’টি ধাতব ধুনুচি।

সম্পূর্ণ হয়েছে টেন্ডার প্রক্রিয়া। দ্রুত শুরু হবে কাজ। চলতি বছর দুর্গাপুজোর আগেই কাজ শেষ করতে চাইছে রাজ্য। এ ছাড়াও একাধিক ঘাটের সৌন্দর্যায়নের কাজও হবে। প্রাথমিক ভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে ১.৮ কোটি টাকা। কী ভাবে এই সৌন্দর্যায়ন হবে তা দেখতে বৃহস্পতিবার বিকেলে কলকাতা বন্দরের আধিকারিক ও রাজ্য সরকারের ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে রামকৃষ্ণপুর ঘাটে যান প্রতিমন্ত্রী তথা উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রাই। কলকাতা বন্দরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে ‘কলকাতা আই’ তৈরি পাশাপাশি দুর্গা কাঠামো নিয়ে উমেশ রাইয়ের বক্তব্য, সৌন্দর্যায়নের মধ্যে দিয়ে দুর্গা মায়ের শক্তিকে দেখানোর জন্যই দুর্গামূর্তি করা হচ্ছে। খুব দ্রুত এই কাজ শেষ হবে। পুজোর সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যে এলে তিনিও এই দুর্গামূর্তি দর্শন করতে পারেন। এ ছাড়াও রামকৃষ্ণপুর ঘাটের কাছে একটি বড় হাসপাতাল করার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে এ দিন জানান মন্ত্রী। উমেশ বলেন, ‘‘হাওড়া শহরকে কুলি শহর বলে অনেকে কটাক্ষ করেন। আমি হাওড়া শহরের এই বদনাম ঘুচিয়ে একে আধুনিক বিকশিত শহর করার পরিকল্পনাতেই এগচ্ছি।’’ এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে কলকাতা আই তৈরি করা হবে বলে জানানো হয়। প্রথমে গঙ্গার (হুগলি নদী) পশ্চিম পাড়ে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন্সে গড়ার কথা হলেও পড়ে গঙ্গার পূর্ব তীরে মিলেনিয়াম পার্কে এটি গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু কাজ সেই ভাবে হয়নি। এবার হাওড়ায় কলকাতা বন্দরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কলকাতা আই তৈরির কথা জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই।

গৃহবধূদের ‘বেতন’ এ বার মাসে ৩০ হাজার! ঐতিহাসিক রায় শীর্ষ আদালতের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ জুনঃ ‘বিয়ে করা মানেই ঘরে একজন পরিচারিকা নিয়োগ করা নয়’। সমাজ ও পরিবারে মহিলাদের অবদান নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, যাঁরা ঘর সামলান, তাঁদের শুধু ‘হোমমেকার’ বা গৃহবধূ বললে তাঁদের অবদানকে খাটো করা হয়। ঘরের চার দেয়ালের বাইরেও সমাজ গঠনে তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই তাঁদের আসলে ‘নেশন বিল্ডার’ বা দেশ গড়ার কারিগর বলা উচিত। পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক গৃহবধূর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার এক মামলার রায় দান করতে গিয়েই এ দিন শীর্ষ আদালত এই ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ করেছে। মোটর ভেহিকল অ্যাক্টের অধীনে ওই গৃহবধূর দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে যে ক্ষতিপূরণ ধার্য করেছিল নিম্ন আদালত, তা অপর্যাপ্ত মনে করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর পরিবারবর্গ। এ দিন এই মামলার রায়দানের সময়ে হোমমেকার বা গৃহবধূদের পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু বা আঘাতের প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ দাবির নতুন নীতি স্থাপন করেছে শীর্ষ আদালত। এর আগে আগে এই ধরনের মামলায় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে হোমমেকার বা গৃহবধূদের নোশনাল ইনকাম বা কাল্পনিক আয়, অদক্ষ বা আধা-দক্ষ শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি অনুযায়ী হিসেব করা হতো। যা সাধারণত খুবই কম, মাসে ৮,০০০-১৫,০০০ টাকার আশেপাশে বা তারও কম। এ দিন বিচারপতি সঞ্জয় করোলের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করেছে, গৃহবধূদের অবৈতনিক ঘরোয়া শ্রম প্রথাগত অর্থনীতিতে অদৃশ্য থাকলেও তা ● এরপর ৬ পাতায়...

কাঁচরাপাড়ার স্কুলে রাতভর তল্লাশি, উদ্ধার ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ও কন্ডোমের প্যাকেট!

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১১ জুনঃ উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ার একটি বেসরকারি স্কুল থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ টাকা। বুধবার গভীর রাতে বীজপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কাঁচরাপাড়ার ফোরম্যান কলোনি এলাকার হারনেট বিদ্যালয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়। রাতভর খোঁজাখুঁজির পর বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা একটি ঘর থেকে উদ্ধার হয় ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া অর্থের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে তা গোনার জন্য তিনটি টাকা গোনার যন্ত্র নিয়ে আসতে হয়। ভোর পর্যন্ত চলে গণনার কাজ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে টাকা গণনা শেষে নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। তল্লাশির সময় বিদ্যালয়ের সিক রুমের একটি আলমারি থেকে গর্ভনিরোধকের প্যাকেটও উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে। নগদ অর্থ উদ্ধারের পর বিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অভীক নাথ এবং সহকারী হিসাবরক্ষক সায়ন ঘোষকে আটক করে বীজপুর থানার পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, এত বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ বিদ্যালয়ে কীভাবে এল এবং কেন তা ব্যাঙ্কে জমা না করে বিদ্যালয়ের ঘরে রাখা হয়েছিল, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি তাঁরা। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁদের বক্তব্যে অসঙ্গতিও ধরা পড়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এলাকার বিধায়ক সুদীপ্ত দাস এবং বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র চিকিৎসক অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় দাবি করেছেন, উদ্ধার হওয়া অর্থ বিদ্যালয়ের নয়। তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা কাঁচরাপাড়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কমল অধিকারীর এই অর্থ সেখানে রাখা ছিল। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে কমল অধিকারী বা অন্য অভিযুক্তদের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিকাশচন্দ্র পালের দাবি, উদ্ধার হওয়া অর্থ ছাত্রভর্তির ফি

বাবদ জমা পড়া টাকা। তাঁর বক্তব্য, কয়েক মাস ধরে সেই অর্থ জমা ছিল এবং তা ব্যাঙ্কে পাঠানোর কথা ছিল। তবে অসুস্থদের বিশ্রামকক্ষে গর্ভনিরোধকের প্যাকেট কীভাবে এল, সে বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না বলে দাবি করেছেন। পুলিশ এখন উদ্ধার হওয়া অর্থের উৎস, বিদ্যালয়ে নগদ টাকা মজুত রাখার কারণ এবং এর সঙ্গে অন্য কোনও আর্থিক অনিয়ম জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে। তদন্তের অগ্রগতির দিকে নজর রয়েছে প্রশাসনের।

‘ঔদ্ধত্য মানতে পারছি না, ওঁর জন্য দলটা শেষ হয়েছে’

অভিষেকের মামলা থেকে সরলেন কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুনঃ বিধানসভার সই জালিয়াতি মামলাকে ঘিরে নতুন মোড়। এই মামলায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে আর সওয়াল করবেন না দলেরই সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানির আগে তিনি নিজেকে এই মামলা থেকে সরিয়ে নেন। এরপর আদালতে অভিষেকের পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। বিষয়টি নিয়ে কল্যাণ সরাসরি নিশানা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই! তাঁর কথায়, ‘‘ওঁর জন্য তৃণমূল দলটা শেষ হয়েছে। ওঁর ঔদ্ধত্য আর মেনে নিতে পারছি না। তাই এই মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছি।’’ তবে শুধু কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই নন, তাঁর সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকজন আইনজীবীও এই মামলা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন। জানা গিয়েছে, কল্যাণের ছেলে শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ও আর এই মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকছেন না। পাশাপাশি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে

কাজ করা একাধিক জুনিয়র আইনজীবীও মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। বিধানসভার সই জালিয়াতি সংক্রান্ত তদন্তে নিজের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কড়া পদক্ষেপের আশঙ্কা প্রকাশ করে আগে থেকেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তদন্ত প্রক্রিয়ায় আইনি সুরক্ষা বা রক্ষাকবচের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন তিনি। সেই মামলার শুনানিকেই ঘিরে বৃহস্পতিবারের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সামনে আসে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দু’জনেই তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ মুখ। একজন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, অন্যজন দীর্ঘদিনের সাংসদ এবং পেশায় প্রবীণ আইনজীবী। ফলে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় কল্যাণের সরে দাঁড়ানো স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এদিকে, বিচারপতি কৌশিক চন্দ নির্দেশ দিয়েছেন, আদালতের অনুমতি ছাড়া অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা যাবে না। এদিকে, এই মামলায় যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করতে করতে পারবেন তদন্তকারী আধিকারিকরা, এমনই নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। জানানো হয়েছে, চাইলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে তাঁরা। তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে তৃণমূল নেতাকে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি দু’সপ্তাহ পর। তদন্তের যাবতীয় রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

‘ডায়মন্ড হারবার এফসির ম্যাচ ফিক্সিং, মেসিকাণ্ড সব দেখব!’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুনঃ বাংলায় পালাবদলের পর রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছেন একঝাঁক নতুন মুখ। তাঁদেরই অন্যতম পেশায় চিকিৎসক ইন্দ্রনীল খাঁ। বুধবারই তাঁর কাঁধে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ এবং ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রকের গুরুদায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। আর চেয়ারে বসেই ময়দানের ‘অনাচার’ নিয়ে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী। তাঁর সাফ কথা, বিগত তৃণমূল জমানায় যেভাবে শিক্ষা কিংবা স্বাস্থ্যে কেলেঙ্কারি হয়েছে, ঠিক একই কায়দায় লুঠপাট চলেছে ক্রীড়া দফতরেও। এই জঞ্জাল সাফ করে তরুণ প্রজন্মের সামনে বাংলার স্পোর্টস কালচারের একটা স্বচ্ছ ছবি তুলে ধরাই এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য। দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পরেই পূর্বতন সরকারের ক্রীড়া নীতির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মন্ত্রী। ক্ষোভের সুরে ইন্দ্রনীল বলেন, ‘‘গত সরকারের আমলে বাংলার যুব সমাজ স্রেফ বঞ্চনা আর প্রতারণার শিকার হয়েছে। সর্বত্র চলেছে কাটমানি আর সিন্ডিকেটের কারবার। কেন্দ্রের মোদি সরকারের ‘খেলা ইন্ডিয়া’ কিংবা ‘ফিট ইন্ডিয়া’-র মতো দারুণ সব প্রকল্প থেকে এখানকার প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। নতুন ক্রীড়ামন্ত্রীর সংযোজন, ‘‘আজ বাংলার ছেলেমেয়েরা পরিকাঠামো আর সুযোগের অভাবে ভিন রাজ্যে খেলতে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আমাদের ঘরের ছেলেরা সন্তোষ ট্রফি খেলছে উত্তরপ্রদেশের হয়ে! কেউ হকির জন্য ওড়িশা চলে যাচ্ছে, কেউ আবার টেবিল টেনিসের টানে পাড়ি দিচ্ছে ত্রিপুরায়। কারণ, এ রাজ্যে ক্রীড়া দফতরটাকেই অবহেলা করা হয়েছিল। আসলে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে (অরূপ বিশ্বাস) খেলার মাঠের চেয়ে তো বিনোদন জগতেই বেশি সক্রিয় থাকতে দেখা যেত।’’ কলকাতায় আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে নিয়ে আসার নামে যে ঘটনা ঘটেছিল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আইনি জলঘোলা শুরু হয়েছে। যদিও বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হওয়া ওই মামলার জেরে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি পেয়েছেন বিদায়ী ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সেই মেসিকাণ্ড প্রসঙ্গে ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, ‘‘লিওনেল মেসির মতো একজন বিশ্ববন্দিত কিংবদন্তিকে কলকাতায় এনে যেভাবে অসম্মান করা হয়েছিল, তা শুধু মেসিকে নয়, বাংলার মানুষ তথা গোটা দেশকে অপমান করার শামিল।’’ এর পরেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ডায়মন্ড হারবার এফসি’ ক্লাবটিকে নিয়ে এক বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানান, ক্রীড়াক্ষেত্রে সিন্ডিকেট রাজ চালানো হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র ● এরপর ৬ পাতায়...

জল্পনাই হল সত্যি, রাজ্যসভার সদস্যপদ ছাড়লেন কোয়েল মল্লিক

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ জুনঃ রাজনৈতিক মহলে বেশ কয়েকদিন ধরেই জল্পনা চলছিল। অবশেষে সেই জল্পনাই সত্যি হল। রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। বৃহস্পতিবার তাঁর পদত্যাগপত্র জমা পড়ার খবর সামনে আসতেই নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে। এর আগে তৃণমূলের আরও দুই রাজ্যসভার সাংসদ - সুখেন্দু শেখর রায় এবং সুস্মিতা দেব রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। বৃহস্পতিবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন প্রকাশ ও কোয়েল। প্রকাশ এদিন সকাল ১১টায় দেশের উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন। আর তাঁর ইস্তফার পর রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১০-এ, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির কোয়েল মল্লিক, ফলে বর্তমানে সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৯-এ। বিধানসভা ভোট ঘোষণার ঠিক আগেই কোয়েল মল্লিককে রাজ্যসভায় পাঠিয়ে মাস্টারস্ট্রোক দিতে চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংসদ হওয়ার পর বাবা রঞ্জিত মল্লিকসহ গোটা পরিবারকে নিয়ে গিয়ে দিল্লির নতুন সংসদ ভবন ঘুরেও দেখেছিলেন কোয়েল। এমনকি তৃণমূলের হয়ে ভোটের প্রচারেও বেশ কয়েকবার সক্রিয়ভাবে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। কিন্তু ছোট লালবাড়ি (পুরসভা) থেকে শুরু করে দিল্লির সংসদ-চারিদিকে যেভাবে তৃণমূলের দুর্গ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে, ● এরপর ৬ পাতায়...

বসিরহাটের পুকুরে ‘অস্ত্রের খনি’!

এসটিএফের অভিযানে উদ্ধার ১৬টি বন্দুক ও হাজার হাজার কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাট, ১১ জুনঃ বসিরহাট ও বারুইপুরে সাম্প্রতিক তল্লাশি অভিযানের সূত্র ধরে আজ এক বড়সড় সাফল্য পেল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। গত ৬ জুন রুজু হওয়া বসিরহাট ও বারুইপুর মামলার সূত্র ধরে আজ বসিরহাট পুলিশ জেলা এলাকায় একটি বড়সড় সার্চ অপারেশন চালানো হয়। এই তল্লাশি অভিযান চলাকালীন একটি পুকুর থেকে ১৬টি দীর্ঘ আগ্নেয়াস্ত্র এবং ২৩৪৫ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। আজকের এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধারের পর সংশ্লিষ্ট মামলাটিতে মোট বাজেয়াপ্ত হওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদের সংখ্যা একলাফে অনেকটাই বেড়ে গেল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই মামলায় এখনও পর্যন্ত সর্বমোট ৫১টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ২,৭০৫ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আজকের এই বড়সড় সাফল্যের পর ওই এলাকায় উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ঠিক কী কারণে মজুত করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই চক্রের মূল শিকড় অবধি পৌঁছাতে ওই এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে এবং মামলার পরবর্তী তদন্ত প্রক্রিয়া জারি রয়েছে।

পুলিশের ঘেরাটোপে ফলতায় ফিরল পুষ্পা! হাফ প্যান্ট-গেঞ্জি পরিয়ে রাস্তায় ঘোরানো হল জাহাঙ্গিরকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১১ জুনঃ কখনও কোমরে দড়ি বেঁধে অভিযুক্তকে রাস্তায় ঘোরানো, তো কখনও হাফ প্যান্ট-গেঞ্জি পরা অবস্থায় ধৃতকে নিয়ে এলাকায় তল্লাশি! ধৃতদের ‘পাবলিক প্যারেড’ বা জনসমক্ষে এভাবে ঘোরানো নিয়ে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। কিন্তু সেই বিতর্ক এবং আইনি টানাপোড়েনের মাঝেই এবার খোদ ডায়মন্ড হারবারের ফলতার ‘দাপুটে’ তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানকে নিয়ে নতুন শোরগোল তৈরি হল। তোলাবাজি মামলায় ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতে থাকা জাহাঙ্গির খানকে একটি হাফ প্যান্ট এবং গেঞ্জি পরানো অবস্থায় এলাকায় ঘোরাতে দেখা গেল পুলিশকে। যে ছবি ও ভিডিও সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তদন্তের স্বার্থে বা ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য ধৃতদের ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া পুলিশের চেনা ছক। কিন্তু ফলতার এই প্রভাবশালী নেতার ক্ষেত্রে দৃশ্যটা ছিল বেশ আলাদা। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন পুলিশের গাড়ি থেকে যখন জাহাঙ্গির খানকে নামানো হয়, তখন তাঁর পরনে ছিল অতি সাধারণ একটি হাফ প্যান্ট এবং একটি স্যান্ডো গেঞ্জি। এই অবস্থাতেই পুলিশ তাঁকে এলাকায় ঘোরায়। যাঁকে কদিন আগেও এলাকায় দামি

পোশাকে এবং সমর্থকদের ভিড় নিয়ে ঘুরতে দেখা যেত, তাঁর এই ‘হাফ প্যান্ট-গেঞ্জি’ অবতার দেখে রীতিমতো অবাক স্থানীয় বাসিন্দারা। কয়েক দিন আগেই হাওড়া জেলা পুলিশের একটি পদক্ষেপ নিয়ে তীব্র বিতর্ক দানা বাঁধে। এক দাগি অপরাধী আকাশ সিংকে স্যান্ডো গেঞ্জি এবং হাফ প্যান্ট পরিয়ে খাস হাওড়া শহরের রাস্তায় হাঁটিয়ে ‘ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন’ বা অপরাধের পুনর্নির্মাণ করায় পুলিশ। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ায় ঘটে আরেক ঘটনা। বীজপুরের দাপুটে তৃণমূল যুব নেতা তথা তোলাবাজি ও অস্ত্র মামলায় ধৃত বনিকে কোমরে দড়ি বেঁধে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘোরায় বীজপুর থানার পুলিশ। সেই সময় পুলিশি ঘেরাটোপের মাঝেই ধৃতকে লক্ষ্য করে আমজনতা ‘চোর চোর’ স্লোগানও দেয়। সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের এই ‘প্যারেড’ করানোর প্রবণতা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। যেখানে স্পষ্ট অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, আইন অনুযায়ী একজন অভিযুক্তকে এভাবে কোমরে দড়ি বেঁধে বা অসম্মানজনক অবস্থায় জনসমক্ষে ঘুরিয়ে তাঁর মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের একাধিক নির্দেশিকাতেও ধৃতদের এভাবে প্রকাশ্যে অমর্যাদা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সেই মামলার শুনানির আগেই ফের ঘটল একই ঘটনা। এই নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রসঙ্গত, গত সোমবারই ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকা থেকে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ গ্রেফতার করে ফলতার এই হেভিওয়েট নেতাকে। এরপর মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার আদালত তাঁকে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। তোলাবাজি, জমি দখল ও মারধর সহ একাধিক মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

বিকশিত ভারতের লক্ষ্য পূরণে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ জুন ঃ বিকশিত ভারতের লক্ষ্য পূরণে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিশ্ব যখন অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখনও ভারত আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে দেশের প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে বৃহস্পতিবার নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের একাদশতম বৈঠকে পৌরহিত্যের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য অর্জনের পথে ভারতের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর যৌথ দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, পারস্পরিক সহযোগিতা, আলোচনা এবং আদান-প্রদানই হওয়া উচিত রাজ্যগুলোর মধ্যে সম্পর্কের মূল ভিত্তি। তিনি উল্লেখ করেন, নীতি আয়োগ সহযোগিতার একটি মঞ্চ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যার মাধ্যমে রাজ্যগুলো একে অপরের সঙ্গে ধারণা বিনিময় করতে পারবে এবং 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে যৌথভাবে কাজ করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, গুণমানসম্মত শিক্ষা, চাহিদা-ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের তরুণদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বা 'ইকোসিস্টেম' গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ক্ষমতায়িত তরুণরাই 'বিকশিত ভারত'-এর যাত্রায় চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। তিনি জানান, প্রবৃদ্ধি ও রফতানির নতুন সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ভারত অনেক দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই চুক্তিগুলো এমএসএমই-গুলোর জন্যও এক বড় সুযোগ এর ফলে তারা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলার পাশাপাশি নিজেদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়িয়ে বিশ্ববাজারের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারী-কেন্দ্রিক উন্নয়ন হলো 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যের অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি। তিনি উল্লেখ করেন, কৃষি ও স্টার্টআপ থেকে শুরু করে বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন-সর্বক্ষেত্রেই 'নারী শক্তি' গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মোদী বলেন, নারীদের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এবং ভারতের উন্নয়নের যাত্রাকে এগিয়ে নিতে রাজ্যগুলোর উচিত নারী শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এই বৈঠকে সারা দেশে উদ্যোক্তা সংস্কৃতিকে উসাহিত করা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছা।া, সুশাসন, ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো এবং অংশীদারিত্বের মতো মূল বিষয়গুলোকে কাজে লাগিয়ে বাস্তবায়নের একটি যৌথ রূপরেখা তৈরির ওপরও আলোচনা হয়।

এবার সিঙ্গাপুর থেকে এল অভিনন্দন, মোদীকে শুভেচ্ছা লরেন্সের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ জুনঃ এবার সিঙ্গাপুর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য এল অভিনন্দন বার্তা। ভারতের দীর্ঘতম সময় ধরে একটানা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং। তিনি এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, ভারতের দীর্ঘতম সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন। এই মাইলফলক তাঁর বহু বছরের নিবেদিতপ্রাণ সেবা ও নেতৃত্বের প্রতিফলন। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স আরও জানান, সিঙ্গাপুর ও ভারতের সম্পর্ক জোরদার করতে এবং আমাদের জনগণের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে আমাদের ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্ব অব্যাহত রাখার বিষয়ে আমি আশাবাদী।উল্লেখ্য, ভারতের ইতিহাসে নয়া নজির গ।ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১০ জুন দেশে দীর্ঘতম সময় ধরে একটানা দায়িত্বে থাকার নিরিখে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রেকর্ড গ।নে তিনি। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর রেকর্ডও ছাপিয়ে গেলেন তিনি জানা যায়।

নীতি আয়োগের একাদশ পরিচালন পর্ষদের বৈঠকে পৌরহিত্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের কালচারাল সেন্টারে নীতি আয়োগের একাদশ পরিচালন পর্ষদের বৈঠকে পৌরহিত্য করেছেন। এই বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির উপ-রাজ্যপাল বা প্রশাসক, পদাধিকারবলে সদস্য ও বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এবং নীতি আয়োগের উপ-সভাপতি, সদস্য ও সিইও যোগ দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এবং পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, তামিলনা।ু, পঞ্জাব, হরিয়ানা-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা বৈঠকে যোগ দিয়েছেন।এই বৈঠকের মূল ভাবনা হলো 'বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক মানব কল্যাণ'। টিম ইন্ডিয়া হিসেবে কাজ করে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অংশীদারিত্ব এবং ডিজিটাইজেশন বা ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। এছাড়াও রাজ্যগুলির উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিকে জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করার পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য ফলাফল নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়।

রাশিফল

মেষঃপরিবার আর বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান এটা আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভাল হবে। যদি কোনও ঝামেলা বা বিবাদে থাকেন, তাহলে আজ সংযম দেখান আর কথাবার্তার মাধ্যমে সেটা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, রুটিনে কিছু অ্যাক্টিভিটি যোগ করুন। বিবাহের যোগ হতে পারে। **বৃষঃ** নিজের প্যাশন সম্পর্কে সচেতন থাকুন এটা আপনাকে নতুন কোনও দিকে নিয়ে যেতে পারে। বিজনেস বা ওয়ার্ক লাইফে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলবে। শুভদিন **মিথুনঃ**সামগ্রিক স্বাস্থ্য সু ন্দর থাকবে কিন্তু ভ্রমণ ধকলসাধ্য এবং চাপের প্রমাণিত হতে পারে। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান আইটেমগুলির মধ্যে একটি চুরি করতে পারে। শুভ দিন হবে। **কর্কট রাশি** ঃবা।রি চিন্তায় আপনি আশঙ্কিত থাকবেন। নিজের জন্য অর্থ সাশ্রয়ের আপনার ধারণাটি আজ সম্পন্ন হতে পারে। আজ আপনি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবেন। অন্যদের মনে আপনার ছাপ ফেলার ক্ষমতা আপনাকে পুরস্কৃত করবে। শুভদিন **সিংহঃ** আজ আপনার সামাজিক কাজকর্ম আপনাকে অনেক আনন্দ দিতে পারে। বন্ধু-বান্ধব আর পরিচিতদের সঙ্গে সময় কাটালে আপনি এনার্জি পাবেন। আর্থিক দিক থেকে পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে, তবে খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা দরকার।। প্রেম আসতে পারে। **কন্যাঃ** স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনাকে আজ একটু বেশি সতর্ক থাকতে হবে। মানসিক চাপ কমাতে যোগা আর মেডিটেশনের সাহায্য নিন। **তুলাঃ**আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আপনি আজ এই সত্যটি বুঝতে পারবেন যে বিনিয়োগ প্রায়শই আপনার জন্য খুব উপকারী হিসাবে প্রমাণিত হয়, যে কোনও পুরানো বিনিয়োগ আপনার দ্বারা প্রস্তাবিত লাভজনক রিটার্ন হিসাবে। **বৃশ্চিকঃ** জটিল পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবেন না। খাবারের স্বাদের জন্য যেমন নুন দায়ী তেমনি একটু অশান্তি না থাকলে সুখের গুরুত্ব বোঝা যায় না। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ **ধনুঃ** সম্পর্কের দিক থেকে, আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে ভাল সময় কাটানোর অনুপ্রেরণা পাবেন। এই মুহূর্তগুলো আপনাকে শান্তি আর সুখ দেবে। যদি পরিবারের সঙ্গে বসে কথা বলার সুযোগ পান, তাহলে সেটা কাজে লাগান এতে আপনার সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। **মকরঃ** আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, এতে পারস্পরিক সম্পর্কে উষ্ণতা আসবে।শুভদিন। **কুম্ভঃ** আপনার স্বাস্হ্যের প্রতি যত্নশীল হোন। পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে কিছু মূল্যবান জিনিস কিনতে যেতে পারেন, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা টানটান করে তুলতে পারে।। **মীনঃ**আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার কাজ মনঃসংযোগ করতে অসুবিধা হচ্ছে- কারণ আজ আপনার স্বাস্থ্য ঠিক নেই। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে.

শুক্রবার শুরু হচ্ছে মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপঃটুর্নামেন্টের ১২টি দলের পূর্ণাঙ্গ স্কোয়াড

নয়াদিল্লি(সংবাদ সস্থা) , ১১ জুনঃ ১২ জুন থেকে শুরু হচ্ছে আইসিসি মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসর। টুর্নামেন্ট চলবে ১২ জুন থেকে ৫ জুলাই।শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে।সংযুক্ত আরব আমিরশাহী অনুষ্ঠিত সব শেষ টুর্নামেন্টে নিউ জিল্যান্ড তাদের প্রথম টি-টোয়েন্টি শিরোপা জয় করে।ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ যথাক্রমে ২০০৯ এবং ২০১৬ সালে একবার করে শিরোপা জিতেছে। অস্ট্রেলিয়া এই প্রতিযোগিতায় ছয়বার শিরোপা জিতেছে।টুর্নামেন্টের শুরুর আগে ১২টি দলের স্কোয়াডগুলো দেখে নেওয়া যাক।গ্রুপ এঃ অস্ট্রেলিয়াঃসোফি মলিনো (অধিনায়ক), নিকোলা কেরি, অ্যাশলে গার্ডনার, কিম গার্থ, লুসি হ্যামিলটন, গ্রেস হ্যারিস, আলানা কিং, ফোবি লিচফিল্ড, তাহলিযা ম্যাকগ্রা, বেথ মুনি, এলিস পেরি, মেগান শুট, অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড, জর্জিয়া ভল, জর্জিয়া ওয়্যারহ্যাম ।ভারতঃহরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধনা, শেফালি ভার্মা, জেমিমাহ রড্রিগেস, ভারতী ফুলমালি, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ, শ্রী চরণি, ইয়াস্তিকা ভাটিয়া, নন্দনী শর্মা, অরুন্ধতী রেড্ডি, রেণুকা সিং, ক্রান্তি গৌড়, শ্রেয়াঙ্কা পাটিল, রাধাব ।নেদারল্যান্ডসঃব্যাবেট ডি লিড (অধিনায়ক), ক্যারোলিন ডি ল্যাঙ্গ, ফ্রেডেরিক ওভারডিক, হান্না ল্যান্ডহির, হেদার সিজার্স, আইরিস জুইলিং, ইসাবেল ভ্যান ডার ওয়ানিং, লারা লিমহুইস, মির্থে ভ্যান ডেন রাড, ফেবে মোলকেনবোয়ার, রবিন লওরিয়েরেন্স, সানভেরানা, রবিন সিজার্স, স্টারে কালিস।পাকিস্তানঃ ফাতিমা সানা (অধিনায়ক), গুল ফিরোজা, আয়েশা জাফর, ইরাম জাভেদ, ইমান ফাতিমা, আলিযা রিয়াজ, নাতালিয়া পারভেজ, সাযরা জাবীন, মুনিবা আলী, তুবা হাসান, রামিন শামীম, সাদিযা ইকবাল, নাশরা সান্ধু, ডায়ানা বেগ, তাসমিয়া রুবাব। বাংলাদেশঃনিগার সুলতানা জোতি (অধিনায়ক), নাহিদা আক্তার, শারমিন আক্তার সুপ্তা, শোভনা মোস্তারি, ঝর্ণা আক্তার, রিতু মনি, রাবেয়া খান, ফাহিমা খাতুন, ফারিহা ইসলাম তৃষ্ণা, মারুফা আক্তার, শানজিদা আক্তার মগলা, সুলতানা খাতুন, দিলারা আক্তার, জুম্মা ফেরদৌস, তাজুল ইসলাম।দক্ষিণ আফ্রিকাঃলরা ওলভার্ড (অধিনায়ক), তাজমিন ব্রিটস, নাদিন ডি ক্লার্ক, অ্যানেরি ডারকসেন, শাবনিম ইসমাইল, সিনালো জাফতা, মারিজান ক্যাপ, আযাবোঙ্গা খাকা, সুনে লুউস, কারাবো মেসো, ননকুলুলেকো ম্লাবা, কায়লা রেইনেকে, তুউনিকে, তুউনিকে। নিকের্ক ।গ্রুপ বিঃ ইংল্যান্ডঃন্যাট সাইভার-ব্রান্ট (অধিনায়ক), লরেন বেল, অ্যালিস ক্যাপসি, টিলি কর্টিন-কোলম্যান, চার্লি ডিন, সোফিয়া ডাঙ্কলি, সোফি একলস্টোন, লরেন ফাইলার, ড্যানি গিবসন, অ্যামি জোন্স, ফ্রেযা কেম্প, হেদার নাইট, লিনসি স্মিথ, ইসি ওং, ড্যানি ওয়াট-হজ। আয়ারল্যান্ডঃগ্যাবি লুইস (অধিনায়ক), আভা ক্যানিং, ক্রিস্টিনা কুল্টার রেইলি, আলানা ডালজেল, জর্জিনা ডেম্পসি, অ্যামি হান্টার, আর্লিন কেলি, লুইস লিটল, এইমি ম্যাগুইয়ার, লারা ম্যাকব্রাইড, কারা মারে, লিয়া পল, অরলা প্রেন্ডারগাস্ট, রেবেকা স্টোকেল, অ্যালিস টেক্টর।নিউজিল্যান্ডঃমেলি কের (অধিনায়ক), সুজি বেটস, সোফি ডিভাইন, ফ্লোরা ডেভনশায়ার, ইজি গেজ, ম্যাডি গ্রিন, ব্রুক হ্যালিডে, ব্রি ইলিং, পলি ইংলিস, জেস কের, রোজমেরি মেযার, নেনসি প্যাটেল, জর্জিয়া প্লিমার, ইজি শার্প, লিয়া তাহুহু।স্কটল্যান্ডঃক্যাথরিন ব্রাইস (অধিনায়ক), ক্লোয়ি অ্যাবেল, অলিভিয়া বেল, সারা ব্রাইস, ডার্সি কার্টার, প্রিয়ানাজ চ্যাটার্জি, গ্যাব্রিয়েলা ফন্টেনলা, ক্যাথরিন ফ্রেজার, কার্স্টি গর্ডন, এইলসা লিস্টার, মেইজি ম্যাসেইরা, আবতাহা মাকসুদ, মেগান ম্যাককল, র‍্যাচেল স্লেটার, পিপা স্প্রাউল ।শ্রীলঙ্কাঃচামারি অথাপাথু (অধিনায়ক), হাসিনি পেরেরা, বিশমি গুনারথনে, হর্ষিতা সামারাবিক্রমা, ইমেশা দুলানি, নিলাক্ষীকা সিলভা, কাভিশা দিলহারি, হানসিমা করুণারথনে, কৌশিনি নুথ্যাঙ্গানা, সুগান্দিকা দাসানায়িকা, নিমাশা মাদুশানা, কাউথিয়া মাদুশানা, কৌশিনী মাদুশানা, চেথানা বিমুক্তি।ওয়েস্ট ইন্ডিজঃহেইলি ম্যাথুস (অধিনায়ক), চিনেল হেনরি, ডিয়েন্দ্রা ডটিন, স্ট্যাফানি টেলর, অ্যাফি ফ্লেচার, আলিয়া অ্যালেইন, শেমাইন ক্যাম্পবেল, আশমিনি মুনিসার, কারিশমা রামহারাক, জ্যানিলিযা গ্লাসগো, জাহজারা ক্ল্যাক্সটন, কিয়ানা জোসেফ, মানিদা হেইডর জেমস, কিয়ানা জোসেফ।

প্রার্থিপদ বাতিলের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ নটরাজন, দ্রুত শুনানির আর্জি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা, ১১ জুন ঃ রাজ্যসভার প্রার্থিপদ বাতিলের বিরুদ্ধে এ বার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন কংগ্রেস নেত্রী মীনাক্ষী নটরাজন। যে পদ্ধতিতে মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। আবেদনে মীনাক্ষী অভিযোগ করেছেন, রিটার্নিং অফিসার বেআইনিভাবে, খেয়াল খুশিমতো এবং পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছেন। এতে ওই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানানো হয়েছে। শীর্ষ আদালতে আবেদন দ্রুত শোনার আর্জি জানিয়েছেন মীনাক্ষী। মধ্যপ্রদেশ থেকে মীনাক্ষীকে রাজ্যসভায় পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু মামলার কথা গোপন করার অভিযোগে তাঁর মনোনয়নপত্রই বাতিল করে দেয় নির্বাচন কমিশন। মীনাক্ষী মামলা গোপন করার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। কংগ্রেসও মীনাক্ষীর বিরুদ্ধে এমন কোনও মামলা থাকার অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপির তরফে রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ করা হয়েছিল, ২০২৫ সালের ২০ আগস্ট এ শ্রীলতা নামে এক মহিলা হাযদরাবাদের একটি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মীনাক্ষী নটরাজন-সহ কয়েক জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর একাধিক ধারা প্রযোগ করা হযেছিল, যার মধ্যে ছিল ধারা ৩৫৬, ৬১, ৪৫, ৪৬, ৩৫১(২), ৩(৫) এবং ৭৯।

দেশে জ্বালানি তেল ও এলপিজি-র সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে ঃসুজাতা শর্মা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ জুন ঃ পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতার মধ্যেও ভারতে জ্বালানি তেল ও এলপিজি-র সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে। এমনটাই জানালো পেট্রোল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক। পশ্চিম এশিয়ায় সাম্প্রতিক ঘটনাবলি বিষয়ক আন্ত ঃমন্ত্রক সাংবাদিক বৈঠকে বৃহস্পতিবার পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা বলেন, দেশে অপরিশোধিত তেল, পেট্রোল, ডিজেল, এলপিজি এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে। শোধনাগারগুলো তাদের পূর্ণ সক্ষমতায় কাজ করছে। তবে, কিছু খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে চাহিদা বৃদ্ধির খবর পাওয়া গেছে।তিনি আরও বলেন, তেল বিপণনকারী কোম্পানিগুলো পুরো নেটওয়ার্ক জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। গত তিন দিনে রান্নার কাজে ব্যবহৃত এলপিজি সিলিন্ডারের জন্য ১ কোটি ৪০ লাখ বুকিং পাওয়া গেছে এবং এর বিপরীতে ১ কোটি ৪৯ লাখ সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে। একই সময়ে প্রায় ২২,৩৪০ টন বাণিজ্যিক এলপিজি বিক্রি হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ৫ কেজির প্রায় ১ লাখ ৯১ হাজার সিলিন্ডারও সরবরাহ করা হয়েছে বলে জানান।

কোঝিকোড়ে নিপা আক্রান্ত রোগী, আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি

কোঝিকোড়, ১১ জুন ঃ কেরলমের কোঝিকোড় জেলার ফেরোক এলাকার ৪৩ বছর বয়সী এক ব্যক্তির শরীরে নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ নিশ্চিত হয়েছে। তাঁকে কোঝিকোড় সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ দ্রুত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ-অনুসন্ধান শুরু করেছে।গত বুধবার মধ্যরাতে কোঝিকোড় মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষাগারে সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়ার পরেই রোগীকে বিশেষ আইসোলেশন ওয়ার্ডে সরানো হয়। তাঁর নমুনা আরও বিশ্লেষণের জন্য পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজিতেও পাঠানো হয়।বৃহস্পতিবার হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রোগী এখন ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছেন এবং চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন। সংক্রমণের উৎস খুঁজে বের করতে এবং সম্প্রতি তাঁর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রায় এক সপ্তাহ আগে তীব্র জ্বর নিয়ে ওই ব্যক্তি একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। অবস্থার অবনতি হলে আরও পরীক্ষা চালানো হয়, যাতে নিপা সংক্রমণ ধরা পড়ে। জানা গেছে, তিনি একটি ডি-অ্যাডিকশন সেন্টারেও গিয়েছিলেন। সেই সূত্রে সম্ভাব্য সংক্রমণের পথ খতিয়ে দেখছে কর্তৃপক্ষ।পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য এবং রোগীর সংস্পর্শে আসা অন্যদের কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। বৃহস্পতিবার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও নজরদারি শুরু হবে।হাসপাতালে ইতিমধ্যে কড়া বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। আক্রান্ত ওয়ার্ডের চারপাশে বিশেষ ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে, এসডিএস ব্লকে প্রবেশ বন্ধ করা হয়েছে এবং আশপাশের এলাকায় গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রোগী ও দর্শনার্থীদের মূল গেট দিয়ে যাতায়াত করতে বলা হয়েছে।বৃহস্পতিবার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে মুরলীধরন পরিস্থিতি পর্যালোচনায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন।নিপা একটি জুনোটিক ভাইরাস, যা বাদুড় বা শূকরের মতো প্রাণী থেকে মানুষের শরীরে ছড়াতে পারে। জ্বর, শরীর ব্যথা, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, বমি এবং গুরুতর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের প্রদাহ পর্যন্ত হতে পারে। স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার এবং সরকারি নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে।

ভাঙন ধরেই চলেছে তৃণমূলে, রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা প্রকাশ বরাইকের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেসে একের পর এক ভাঙন ধরেই চলেছে। জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে এ বার পদত্যাগ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকাশ চিক বরাইক। চলতি সপ্তাহে রাজ্যসভার তৃতীয় তৃণমূল সাংসদ হিসেবে ইস্তফা দিলেন তিনি। সুখেন্দুশেখর রায় এবং সুস্মিতা দেবের পর তিনিই তৃতীয় সাংসদ যিনি এমনটি করলেন। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন প্রকাশ চিক বরাইক। সংসদের উচ্চকক্ষের চেয়ারম্যান সি পি রাধাকৃষ্ণনের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন প্রকাশ। তাঁর পদত্যাগের পর উচ্চকক্ষে তৃণমূলের আসন সংখ্যা কমে ১০-এ পৌঁছলো।পদত্যাগ পত্রে প্রকাশ চিক বরাইক লিখেছেন, ' রাজ্যসভার সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিলাম। তাৎক্ষণিকভাবেই তা প্রতিফলিত হবে বলে আশা করি। রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে আমার কার্যকালে সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি মহামান্য চেয়ারম্যান, মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান এবং রাজ্যসভা সচিবালযের সকল কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।''উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূলের হয়ে প্রথমবার রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৪ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সূর্যসেন কলেজ থেকে বি.কম স্নাতক প্রকাশ। জাতীয় রাজনীতিতে আসার আগে তিনি উত্তরবঙ্গের চা-বাগান শ্রমিকদের নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আলিপুরদুয়ার অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভারতে পাচারের পথে ৯২২ কেজি গাঁজা আটক নেপালে

কাঠমান্ডু(সংবাদ সংস্থা), ১১ জুনঃ নেপাল থেকে ভারতে পাচার হচ্ছিল প্রায় ৯২২ কেজি গাঁজা। বৃহস্পতিবার সকালে মোরং জেলার সীমান্তবর্তী জাহাদা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তা আটক করেছে নেপাল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (এপিএফ)।এপিএফের সোমবারি বিওপি, নোচা এবং তারেগামা পোস্টের যৌথ দল অভিযানে অংশ নেয়। গাঁজাগুলো ২৯টি প্যাকেটে ভরে ধানের তুষের বস্তার নিচে লুকিয়ে একটি পিকআপ গাড়িতে রাখা হয়েছিল। গাড়ির আগে আগে একটি মোটরসাইকেল (বিআর ৩৮ জেড ৭৪৫২) পথ দেখাচ্ছিল।

এনজিটির নিষেধাজ্ঞার পরও ধানবাদে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন, অভিযানে আটক ২ গাড়ি

ধানবাদ(সংবাদ সংস্থা), ১১ জুন ঃ বর্ষাকালে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এনজিটি) ১০ জুন থেকে দেশজুড়ে নদী থেকে বালি উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তবে সেই নিষেধাজ্ঞার পরও ধানবাদে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের কারবার অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে খনি দফতরের দল নিরাপত্তা বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া বালি বোঝাই দুটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হযেছে।মাইনিং ইন্সপেক্টর শ্যামানন্দ সিং এবং ব্রহ্মদেব যাদবের নেতৃত্বে খনি দফতরের দল সকালেই পরিদর্শনে নামেন। প্রথমে বরটাঁড় বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ধাইয়া রোডে বালি বোঝাই দুটি ৪০৭ গাড়ির নথি পরীক্ষা করা হয়। তদন্তে গাড়ির চালকেরা বালি পরিবহণ সংক্রান্ত কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি। এরপর জেএইচ-১০ এটিটি-৮৭৫৪ এবং জেএইচ-

ওমান উপকূলে মৃত্যু তিন ভারতীয় নাবিকের, মর্মান্তিক বললেন সর্বানন্দ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ জুন ঃপশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যেই ভারতের জন্য দু ঃখের খবর। ওমান উপকূলে আমেরিকার হামলায় তিন ভারতীয় নাবিক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় নৌপরিবহন মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। প্রথমে ওই নাবিকদের নিখোঁজ বলে জানানো হয়েছিল। পরে তাঁদের দেহ মেলে। নিহত তিন নাবিকের মধ্যে একজন হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরের বাসিন্দা এবং অপরজন উত্তর প্রদেশের দেওরিয়ার বাসিন্দা। মন্ত্রী সর্বানন্দ জানিয়েছেন, ' এটি মর্মান্তিক ক্ষতি'।ওমান উপসাগরে ওই তেলবাহী ট্যাঙ্কার 'এম টি সেত্তেবেলো'-তে মোট ২৮ জন নাবিক ও কর্মী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২৪ জন ভারতীয় এবং চার জন বিদেশি। আমেরিকার সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, জাহাজটি তাদের নির্দেশ অমান্য করে ইরান থেকে তেল পরিবহন করছে বলেই হামলা চালানো হয়। মন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে জানিয়েছেন, ' আমাদের সামুদ্রিক বা মেরিটাইম পরিবারের জন্য এটি এক অপূরণীয় ক্ষতি। এই কঠিন সময়ে মোদী সরকার শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে আছে এবং মৃতদের নিকটাত্মীয়দের সব রকম সহায়তা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'হরমুজ প্রণালীর কাছে পালাউ-এর পতাকাবাহী জাহাজ 'এমটি সেত্তেবেলো'-র ওপর হামলায় নিহত হয়েছেন হামিরপুরের বাসিন্দা নাবিক আদিত্য শর্মা এবং দেওরিয়ার বাসিন্দা নাবিক শিবানন্দ চৌরাসিয়া। আদিত্য শর্মার এক আত্মীয় বলেন, বিদেশ মন্ত্রক তাঁর (আদিত্য শর্মা) এবং আরও দু'জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এর জন্য দায়ী কে? মার্কিন সরকার কি এর দায়ভার নেবে? একটি বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর হামলা মানবতার পরিপন্থী। আমি নৌ-পরিবহন মন্ত্রক, আমাদের সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর, মুখ্যমন্ত্রী সুখু এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যেন আমাদের পরিবারের সদস্যের মরদেহ যত দ্রুত সম্ভব দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। জাহাজের ক্যাপ্টেন কেন জাহাজটি থামাননি? হরমুজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে যাওয়ার বিষয়ে জাহাজ কোম্পানি কি নাবিকদের কাছ থেকে কোনও লিখিত সম্মতি নিয়েছিল? যারা এই প্রণালীর মধ্য দিয়ে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না, ক্যাপ্টেন কি তাঁদের জাহাজ থেকে নামিয়ে দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা করেছিলেন?নিহত তিন নাবিকের মধ্যে আরেকজন হলেন ভারতীয় নাবিক শিবানন্দ চৌরাসিয়া। তাঁর বাবা বলেন, আমি তিনজন নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়েছিলাম। সে চলে যাওয়ার পর থেকে ৯ মাস কেটে গেছে। এ বিষয়ে দেওরিয়ার জেলাশাসক মধুসূদন হুলগি বলেন, আমাদের জেলায় নিখোঁজ ও মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে। আমরা বিষয়টি নিশ্চিত করব এবং রাজ্য সরকার ও ভারত সরকারের কাছে সহায়তার অনুরোধ জানাব। পরিবারটির যে ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হবে, তা জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের মাধ্যমে প্রদান করা হবে জানায়।

কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের মিশে যাওয়ার জল্পনা ওড়ালেন বেণুগোপাল

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ জুন ঃ গত বুধবার থেকেই বিভিন্ন মহলে জল্পনা ছড়িয়েছে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যেতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সেই জল্পনায় জল ঢালল কংগ্রেস। এই জল্পনাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে বৃহস্পতিবার উড়িয়ে দিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল এবং বর্ষীয়ান নেতা জয়রাম রমেশ।বৃহস্পতিবার দিল্লির ইন্দিরা ভবনে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দেশের সব প্রদেশের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে আয়োজিত এই বৈঠকে মূলত জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলিই প্রাধান্য পায়। বৈঠক শেষে কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল জানান, দেশে ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, সাম্প্রতিক নিট কেলেঙ্কারি এবং অন্যান্য সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেসময় কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের মিশে যাওয়ার জল্পনা প্রসঙ্গ উড়িয়ে তিনি স্পষ্ট করেন, এ দিনের বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস সংক্রান্ত কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি।কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে একটি খবর দেখানো হয়েছে। এই খবর সম্পূর্ণ ভুয়ো। সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোধ্যায়ের চার দশকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক। তাঁদের মধ্যে অনেক কথা হয়েছে। যা আপনারা বলছেন, সেই সব বিষয় নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।

আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গে বর্ষা আনুষ্ঠানিক ভাবেই প্রবেশ করে গিয়েছে। ফলে সেখানে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হচ্ছে। ঝড়-বৃষ্টি চলছে দক্ষিণবঙ্গেও, এবার এখানে শুধু বর্ষার আগমনের প্রতীক্ষা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে আগামী রবিবার পর্যন্ত। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা রয়েছে দুই মেদিনীপুর, দুই বর্ধমান, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদের মতো জেলায়। কলকাতা-সহ অন্যান্য জেলাতেও বৃষ্টি চলবে।বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঘর্মাক্ত গরম নেই, উল্টে নেমেছে তাপমাত্রা। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.২ ডিগ্রি কম। আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। ঝড়-বৃষ্টির কারণে আগামী দু'দিনে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বেশ কিছুটা কমতে পারে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৯ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা গেছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৪০মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৪০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৪০মিনিট এবং রাত ১১টা ৪৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সরকারি গ্রন্থাগারে মমতার বই সরিয়ে জাতীয়তাবাদ ও মনীষীদের রচনায় জোর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে। এবার সেই পরিবর্তনের ছোঁয়া পৌঁছতে চলেছে সরকারি গ্রন্থাগারগুলিতেও। জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দফতরের নতুন মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ বৃহস্পতিবার দায়িত্ব গ্রহণের পর স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, সরকারি লাইব্রেরিগুলির বইয়ের তালিকায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হবে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এমন বইগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যা ছাত্রছাত্রী ও পাঠকদের জ্ঞানচর্চা, ইতিহাসবোধ এবং জাতীয় চেতনা গঠনে সহায়ক হবে। একই সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কয়েকটি বই গ্রন্থাগার থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথাও জানান তিনি। শপথ গ্রহণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গৌরীশংকর ঘোষ বলেন, ‘শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ওঁর অবদান ভোলার নয়। তাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বই রাখা হবে। পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আসলে আগের সরকার চলেছে একনায়কতন্ত্র মানসিকতা নিয়ে। তাঁর নিজস্ব আইন প্রযোজ্য ছিল।’ মন্ত্রী জানান, তঅপাং-ওপাং-ঝপাংয়ের মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা অপ্রয়োজনীয় বই থাকবে না লাইব্রেরিতে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর লেখা যে বইগুলি পড়ে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান অর্জন হবে না, সেগুলি লাইব্রেরি থেকে সরানো হবে। লাইব্রেরিগুলির আধুনিকীকরণ করা হবে। জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রবাদ, আধুনিক বিজ্ঞান, বাংলার মনীষীদের বই থাকবে। তাছাড়া শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বইও থাকবে। তাঁর বক্তব্য, সরকারি গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পাঠকদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা এবং সমাজের বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা। শুধু বইয়ের তালিকাতেই নয়, গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো ও পরিষেবাতেও আধুনিকীকরণের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে লাইব্রেরিগুলিকে আরও আধুনিক করে তুলতে হবে। সেই লক্ষ্যেই ই-লাইব্রেরি ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। যাতে পাঠকরা ডিজিটাল মাধ্যমে বই পড়ার সুযোগ পান এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সহজেই জ্ঞানচর্চার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের অভিযোগ, দেশের ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম, জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও ভারতের গৌরবময় ইতিহাস, বৈদিক জ্ঞানচর্চা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের অবদানকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্যের গ্রন্থাগার নীতিতে পরিবর্তনের ঘোষণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অনেকের মতে, এটি শুধু গ্রন্থাগারের বই বদলের সিদ্ধান্ত নয়, বরং শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বৃহত্তর নীতিগত পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত বহন করছে। আগামী দিনে পাঠ্যক্রম, শিক্ষানীতি এবং গ্রন্থাগার সংস্কারের ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়, এখন সেদিকেই নজর শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক মহলের।

রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার আরও তৃণমূল কাউন্সিলার গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নরেন্দ্রপুর, ১১ জুন ঃ এবার তোলাবাজির অভিযোগে পুলিশের জালে রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃনমূল কাউন্সিলার বিভাস মুখোপাধ্যায় ওরফে মনু। বুধবার গড়িয়ার রুবি সংলগ্ন বাইপাস এলাকার একটি হোটেল থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারের পর বিভাস মুখার্জিকে তাঁর বাড়ি ও অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। ‘চোর চোর’ স্লোগান তোলার পাশাপাশি তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ও ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্বতন তৃনমূল কংগ্রেসের সরকারের আমলে একাধিক এলাকায় জোর করে টাকা তোলার অভিযোগ ছিল বিভাস মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। সরকার পরিবর্তনের পর এ সংক্রান্ত অভিযোগ থানায় জমা পড়তেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ এবং শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলারকে গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য, সরকার বদলের পর এই নিয়ে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার তৃতীয় কাউন্সিলার গ্রেফতার হলেন। একই রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে বিভাস মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী পাপাইকেও। পাপাইয়ের মাধ্যমেই বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা তোলা হতো। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া দু’জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

তৃণমূল ওয়ার্ড অফিসে ‘অভিযান’, উদ্ধার অস্ত্র ও সরকারি ত্রাণসামগ্রী; তীব্র রাজনৈতিক তরজা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ বাগুইআটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক ওয়ার্ড অফিস থেকে ধারালো অস্ত্র, বেতের লাঠি এবং বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণসামগ্রী উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই ঘটনায় অভিযোগের তির উঠেছে রাজারহাট-গোপালপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সি এবং তাঁর স্বামী তথা তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে পৌঁছেছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন তৃণমূল ওয়ার্ড অফিসে অভিযান চালান বিজেপি বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি ও তাঁর সমর্থকেরা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় থাকা কয়েকটি দলীয় কার্যালয়ের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করা হয়। সেখান থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণসামগ্রী, সাদা থান, বেতের লাঠি এবং একাধিক ধারালো অস্ত্র। প্রথমে প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সির অফিস থেকে সরকারি ত্রাণসামগ্রী এবং সাদা থান উদ্ধার হয়। পরে বিধাননগর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইন্দ্রনাথ বাগুইয়ের কার্যালয়েও তল্লাশি চালানো হয়। বিজেপির দাবি, ওই অফিস থেকে বহু ধারালো অস্ত্র, বালতি, ত্রিপল-সহ বিভিন্ন সরকারি ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর ছবি ও ভিডিও ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ঘটনার পর বিজেপি বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, বিশেষত বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালানোর উদ্দেশ্যেই মজুত করে রাখা হয়েছিল। তিনি বলেন, তআমাদের কার্যকর্তাদের মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ৪ তারিখের পর কোপানো হবে। এই অস্ত্রগুলি আমাদের জন্য রেডি করে রাখা হয়েছিল। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় না এলে দলে কর্মীদের অবস্থা কী হত তা এই অস্ত্র দেখেই ধারণা করা যাচ্ছে। দলের কর্মীদের খুন করা হত। আমরা সংযত আছি।দ একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি ত্রাণসামগ্রী দীর্ঘদিন ধরে দলীয় কার্যালয়ে মজুত রাখা হয়েছিল। ফলে প্রকৃত উপভোক্তারা সেই সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বিজেপির দাবি, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যদিও এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ও অস্ত্রের প্রকৃতি, সেগুলির উৎস এবং কী উদ্দেশ্যে সেগুলি সেখানে রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ফ্লাইট নয়, লন্ডন থেকে এক বাসেই কলকাতা, ৫০ দিনের দীর্ঘযাত্রার গল্প জানেন ?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ কলকাতা থেকে লন্ডন কীভাবে যাবেন? বা লন্ডন থেকে কীভাবে কলকাতায় ফিরবেন? উত্তর সকলেরই জানা। ফ্লাইটে যেতে হবে সুদূর বিদেশে। কিন্তু জানেন কী একটা সময় কলকাতা থেকে লন্ডন পর্যন্ত বাস চলত? অবাক হচ্ছেন? কিন্তু, বাস্তব এটাই। আজকের দিনে দুই ঘণ্টার বাসযাত্রাতেই ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন অনেকে। ট্রাফিক জ্যাম, বাসের ভিড় একটা প্রধান কারণ। এছাড়া, দূরপাল্লার বাস মূলত যেখানে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টার যাত্রা, সেখানেও বিভিন্ন মানুষের বিভিন্নরকম সমস্যা। দীর্ঘক্ষণের বাস যাত্রায় অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখানে ৫০ দিনের বাসযাত্রা! যা অবাস্তব মনে হতে পারে। কেমন ছিল ৫০ দিনের দীর্ঘ বাসযাত্রা? জেনে নিন। কবে শুরু হয় পরিষেবা ১৯৫৭ সালে ব্রিটিশ সংস্থা অ্যালবার্ট ট্রাভেল চালু করেছিল ঐতিহাসিক লন্ডন-ক্যালকাটা(কলকাতা) বাস সার্ভিস। প্রথম যাত্রা শুরু হয় ওই বছরেরই ১৫ এপ্রিল। ৫ জুন কলকাতায় পৌঁছয়। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ পর্যটক অ্যান্ডি স্টুয়ার্ট এই বাসটি কিনে নেন। এরপর সেটিকে অ্যালবার্ট নামে একটি ডবল-ডেকার মোবাইল হোমে রূপান্তরিত করা হয়। পরে লন্ডন, কলকাতা এবং সিডনিকে যুক্ত করেও নতুন রুট চালু করা হয়। প্রায় ৬৭-৭০ বছর আগের কথা। সেইসময় কেমন ছিল লন্ডন-কলকাতার বাস? কী কী সুবিধা পাওয়া যেত? বহু বছর আগের বাস হলেও সুযোগ-সুবিধা ছিল চমকে দেওয়ার মতো। যাকে বলে একেবারে বিলাসবহুল ব্যবস্থা। ঘুমানোর জন্য বার্থ, বই পড়ার আলাদা জায়গা, রান্নাঘর, উপরের তলায় অবজারভেশন লাউঞ্জ, যেখান থেকে পথে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা যেত। লন্ডন থেকে কলকাতার পথে বাসটি ইউরোপ ও এশিয়ার একাধিক দেশ অতিক্রম করত। এই দেশগুলিতে ভ্রমণেরও সুযোগ থাকত। যাত্রীরা মাঝপথে নেমে ঘুরে দেখতে পারতেন বিখ্যাত শহরগুলোও। দেশগুলির তালিকায় ছিল ইস্তানবুল, তেহরান, ভিয়েনা, সালজবুর্গ, কাবুল। শুধু বিদেশ নয়, ভারতে ঢোকার পরেও যাত্রীদের জন্য থাকত বিশেষ ভ্রমণের সুযোগ। জানা গিয়েছে, বারাণসী, তাজমহল-সহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে দেখতেন তাঁরা। লন্ডন-কলকাতা বাস পরিষেবায় টিকিটের দাম ছিল ১৪৫ পাউন্ড। অর্থাৎ ১৯৬০-এর দশকের হিসেব করলে ভারতীয় টাকায় যার মূল্য ছিল ১৯০০ থেকে ৩ হাজারের মধ্যে। পর্যটকদের মধ্যে পরিষেবাটি যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু, ১৯৭০-এর দশকে এটি বন্ধ হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবার দ্রুত প্রসার, তুলনামূলক কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছনোর সুবিধাখএই কারণগুলির জন্যই বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ বাসযাত্রার এই অধ্যায়ের অবসান ঘটে।

বিশ্বকাপে চার ভারতীয় বংশোদ্ভুত ফুটবলার

দুরন্তবার্তা, রানা সেনগুপ্ত, ১১ জুন ঃ ভারত কবে ফিফা বিশ্বকাপে প্রথমবার অংশগ্রণ করবে, তা ঘোর অনিশ্চিত । কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো ঘটনা হলো, ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে ভারতীয় যোগ থাকছে। কারণ, ভারতীয় বংশোদ্ভূত চারজন ফুটবলার ,তাদের জাতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছেন ও বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের জন্য মুহুর্ত গুনছেন। নিউজিল্যান্ডের সরপ্রীত সিং, ডিআর কঙ্গোর স্যামুয়েল মুতুসামি, অস্ট্রেলিয়ার নিশান ভেলুপিল্লাই এবং কাতারের তাহাসিন মহম্মদ জামশিদ;এই চারজন ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে ভারতীয় ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে যাবেন। অবশ্য বিশ্বকাপ ফুটবলে ভারতীয় সংযোগ দুই দশক আগের, ফ্রান্সের সাবেক মিডফিল্ডার বিকাশ ধোরাসু, যার পরিবারের পূর্বপুরুষরা অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা, জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ২০০৬ ফিফা বিশ্বকাপে ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। চারজনের মধ্যে সরপ্রীত, সম্ভবত সবচেয়ে পরিচিত নাম। পাঞ্জাবি বাবা-মায়ের সন্তান হিসেবে অকল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলের ইতিমধ্যেই পরিচয় ঘটেছে। তিনি মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত ২০১৮ সালের ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে ভারতের বিপক্ষে খেলেছিলেন, যেখানে তিনি কেনিয়ার বিরুদ্ধে গোল করেন এবং নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ২০১৯ সালে বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে সিনিয়র পর্যায়ে অভিষেক করার পর সরপ্রীত প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় হিসেবে জার্মানির বুন্দেসলিগায় খেলার সুযোগ পেয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ওয়েলিংটন ফিনিক্স থেকে এসে তিনি কোচ হানসি ফ্লিকের অধীনে বায়ার্নের রিজার্ভ দল থেকে প্রথম দলে উন্নীত হন এবং ২০১৯-২০ মৌসুমে ক্লাবের বুন্দেসলিগা জয়ী দলের অংশ ছিলেন। ২৭ বছরের সরপ্রীত মৌসুমের শুরুতে চোটের সমস্যায় পড়লেও, তিনি সময়মতো সুস্থ হয়ে নিউজিল্যান্ডের চূড়ান্ত বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নেন। সিং সিনিয়র পর্যায়ে নিউজিল্যান্ডের হয়ে ২৪ বার প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং দুটি ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপেও খেলেছেন। টুর্নামেন্টে অংশ নিতে যাওয়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত আরেকজন খেলোয়াড় হলেন ডিআর কঙ্গোর মিডফিল্ডার স্যামুয়েল মুতুসামি। ফ্রান্সে জন্মগ্রহণকারী মুতুসামির পারিবারিক পটভূমিতে একাধিক সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রতিফলিত হয়; তার মা কঙ্গোলীয় এবং বাবা ইন্দো-গুয়াডেলুপীয়, যার পূর্বপুরুষরা ঔপনিবেশিক যুগে ক্যারিবিয়ানে অভিবাসী হওয়া তামিলভাষী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ২৯ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় বর্তমানে গ্রিক ক্লাব অ্যাট্রোমিটোসের হয়ে খেলেন এবং ২০১৯ সালে অভিষেকের পর থেকে ডিআর কঙ্গো জাতীয় দলে একজন নিয়মিত খেলোয়াড়। গ্রিসে আসার আগে, তিনি ফরাসি ফুটবলে এফসি নান্তেসের হয়ে বেশ কয়েকটি বছর কাটিয়েছেন এবং তুরস্কেও কিছু সময় খেলেছেন। বিশ্বকাপে অভিষেক হতে যাওয়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিশান ভেলুপিল্লাই আছেন। মেলবোর্নে জন্ম নেওয়া এই উইঙ্গারের মা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং বাবা শ্রীলঙ্কান তামিল বংশোদ্ভূত মালয়েশীয়।তিনি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে মাঠে নামবেন। এ-লিগে মেলবোর্ন ভিক্টরির প্রতিনিধিত্বকারী ভেলুপিল্লাই ২০২৪ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অভিষেক ম্যাচেই গোল করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাড়া ফেলে দেন। এরপর থেকে তিনি স্কোয়াডের একজন নিয়মিত সদস্য হয়ে উঠেছেন এবং বাছাইপর্বে গুরুত্বপূর্ণ গোল করে বিশ্বকাপে আজি চূড়ান্ত একাদশে নাম লিখিয়েছেন। প্রতিযোগিতার সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় হবেন কাতারের উইঙ্গার তাহসিন মোহাম্মদ জামশিদ। কেরালার কান্নুর জেলার বাসিন্দা বাবা-মায়ের সন্তান ও দোহায় জন্মগ্রহণকারী তাহসিন, কাতার স্টারস লিগে খেলা প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় হন। এখন আল দুহাইল ক্লাবের হয়ে খেলা এই উইঙ্গার ২০২৬ বিশ্বকাপের এশীয় বাছাইপর্বে সিনিয়র আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক করেন। ২০২৪ সালের জুনে দোহায় ভারতের বিপক্ষে বাছাইপর্বের ম্যাচে তিনি কাতার দলে ছিলেন, যদিও সেই ম্যাচে অতিরিক্ত ফুটবলারদের বেঞ্চেই তাঁকে কাটাতে হয়।

বিদ্রোহী শিবিরে নাম ! জল্পনার মাঝেই কলকাতায় ফিরলেন সায়নী, নীরবতায় বাড়ছে রহস্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক পালা বদলের পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙনের জল্পনা ক্রমশ তীব্র হয়েছে। দলের অন্দরমহলে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও সাংসদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই আবহেই নতুন করে চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন তৃণমূলের যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। দলীয় সূত্রে জোর গুঞ্জন, বিদ্রোহী শিবিরের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে তাঁরও। এমনকী বিদ্রোহী সাংসদদের তরফে লোকসভার স্পিকারের কাছে পাঠানো চিঠিতেও তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি সায়নী। তাঁর এই নীরবতাই রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল আরও বাড়িয়ে তুলেছে। রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস বড় ধাক্কার মুখে পড়েছে। পরিষদীয় ও সংসদীয় দলের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হওয়ার পর দলের সাংগঠনিক কাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। পুরনো কমিটিগুলি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সেই নতুন কমিটিতেই যুব সংগঠনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সায়নী ঘোষকে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, কঠিন সময়েও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের আস্থা অর্জন করেছিলেন তিনি। বিশেষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ মুখ হিসেবে পরিচিত সায়নীকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বসানো হয়েছিল দলের ভবিষ্যৎ সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই। কিন্তু দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই কার্যত জনসমক্ষে অনুপস্থিত হয়ে পড়েন সায়নী। রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে শুরু করে দলীয় বৈঠক; কোথাও তাঁকে দেখা যায়নি। এমনকী দলীয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলিতেও তাঁর সক্রিয়তা ছিল না বলেই অভিযোগ উঠেছে। ফলে দলের কর্মী-সমর্থকদের একাংশের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না, সায়নী আদতে কোন অবস্থানে রয়েছেন। দলের সঙ্গে থাকছেন, নাকি বিদ্রোহী শিবিরের দিকে ঝুঁকছেন; সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে তৃণমূলের অন্দরে। দলীয় সূত্রে খবর, এই অনিশ্চয়তা নিয়ে বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কর্মীদের একাংশ সরব হয়েছেন। সেখানে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে সায়নীর অবস্থান নিয়ে। অনেকের দাবি, তিনি যেন দ্রুত নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করেন। যদি তিনি তৃণমূলের সঙ্গেই থাকেন, তবে তা খোলাখুলি জানান। আর যদি অন্য কোনও শিবিরে যোগ দিয়ে থাকেন, সেটিও প্রকাশ্যে আনুন। এই সমস্ত বার্তা সামনে আসার পর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার দুপুরে কলকাতা বিমানবন্দরে দেখা যায় সায়নী ঘোষকে। মাথায় টুপি, মুখে মাস্ক এবং সাধারণ পোশাকে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা তাঁর কাছে শিবির বদল ও বিদ্রোহী শিবিরে যোগদানের জল্পনা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও তিনি কোনও উত্তর দেননি। দ্রুত নিজের গাড়িতে উঠে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। সায়নীর এই নীরবতা রাজনৈতিক জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে। তাঁর অবস্থান নিয়ে যেমন দলের কর্মীদের মধ্যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, তেমনই রাজনৈতিক মহলেও নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এখন নজর সায়নীর পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। তিনি কি প্রকাশ্যে এসে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটাবেন, নাকি নীরব থেকেই রাজনৈতিক রহস্য আরও গভীর করবেন, সেটাই দেখার।

কোনও কার্ড লাগবে না, বেসরকারি হাসপাতালেও ‘ফ্রি’! বড় সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের বেহাল ছবি সামনে এসেছে একাধিকবার। আরজি কর-কাণ্ডের পর সেই ক্ষত আরও প্রকট হয়। রেফার রোগ, দালাল চক্রের জেরে রাজ্যের স্বাস্থ্যের অবস্থা দিনে দিনে তলানিতে ঠেকেছে। সেই অবস্থার হাল ফেরানো এখন বড় চ্যালেঞ্জ নয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের কাছে। দফতর বন্টনের পরই পরিষেবা নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের কথা জানালেন শারদ্বত। সরকারি হাসপাতালে জায়গা না পেলে বেসরকারি হাসপাতালে মিলবে পরিষেবা। শহরের বেসরকারি হাসপাতালগুলির ১০ শতাংশ বেডে বিনামূল্যে সেই পরিষেবা মিলবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তবে ওই পরিষেবা পেতে কোনও কার্ড দেখাতে হবে না। শুধুমাত্র আধার কার্ড থাকলেই হবে। শারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সরকারি হাসপাতালে বেডের অভাব রয়েছে। তাই রোগীদের ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ নতুন নয়। নতুন নিয়মে, কোনও সরকারি হাসপাতালে রোগী জায়গা না পেলে, নিকটবর্তী বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে ১০ শতাংশ বেড সংরক্ষিত থাকবে, যাতে ওই ফিরে যাওয়া রোগী বিনামূল্যে পরিষেবা পাবেন। পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে শারদ্বত বলেন, তঅএতদিন তো কাটমানি নেওয়া হত, তাই চক্ষুলজ্জায় কেউ বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়ার কথা বলত না। এখন আইনের শাসন জারি হয়েছে।দ তবে পুরোপুরিভাব ওই পরিষেবা চালু করতে গেলে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন তিনি। চালু করা হবে টোল ফ্রি নম্বর। দেওয়া হবে বিজ্ঞাপন। ফলে সাধারণ মানুষ বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

রবীন্দ্র সেতু থেকে বিদ্যাসাগর সেতু পর্যন্ত হুগলি নদীর তীরবর্তী উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা মন্ত্রীর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১১ জুন ঃ হাওড়া নিয়ে একগুচ্ছ পরিকল্পনা। রবীন্দ্র সেতু থেকে বিদ্যাসাগর সেতু পর্যন্ত হুগলি নদীর তীরবর্তী উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিমন্ত্রী উমেশের। রবীন্দ্র সেতু থেকে বিদ্যাসাগর সেতু পর্যন্ত হুগলি নদীর তীরবর্তী উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করলেন রাজ্যের পরিষদীয় বিষয়ক এবং পুর ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। বৃহস্পতিবার তিনি গ্র্যান্ড ফোরশোর রোড সহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, এটা পোর্ট ট্রাস্টের জায়গা। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার পাড়গুলোকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের অনেক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এখানে গঙ্গার তীরে মা দুর্গার ৬০ মিটারের একটি ধাতব মূর্তি বসিয়ে সৌন্দর্যায়ন করা হবে। তার দুই পাশে দুটি ধুনুচি তৈরি হচ্ছে। এটি তৈরি হলে পুরো এলাকার চেহারাই পাল্টে যাবে। দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে শুরু করে হাওড়া ব্রিজ পর্যন্ত গঙ্গা তীরবর্তী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্যায়নের কাজ হবে। স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন সুন্দর হাওড়া গড়ে তোলার জন্য নতুন এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই কাজের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। সার্ভে হয়ে গিয়েছে। ইঞ্জিনিয়াররা এসে গিয়েছেন। ধাপে ধাপে এই সমস্ত কাজ হবে। পোর্ট ট্রাস্ট এর বহু জমি এরকম ফাঁকা পড়ে আছে। কোথাও বেদখল হয়ে রয়েছে। সেইসব জায়গায় টেন্ডার হয়েছে। ‘লন্ডন আই’ এর অনুকরণে এখানে ‘কলকাতা আই’ করার পরিকল্পনা রয়েছে। পোর্ট ট্রাস্ট আমাদের জমি দিয়েছে। তারও টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন রয়েছে কি কি কাজ করতে হবে। শুনেছি এখানে বড়ো একটি হাসপাতাল আসতে চলেছে। আগামী দিন হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট, বাঁধাঘাট সহ অন্যান্য ঘাটগুলিকে আধুনিকীকরণ করা হবে। রেলের অনেকগুলি প্রজেক্ট রয়েছে। হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন পার্ক থেকে শুরু করে হাওড়া ব্রিজ পর্যন্ত বিভিন্ন বিউটিফিকেশন প্রজেক্ট এর কাজ হবে। হাওড়া ব্রিজের পাশে পোর্ট ট্রাস্ট এর জমিতে আধুনিক মল তৈরি হবে। গত ১৫ বছরে বিগত তৃণমূল সরকার হাওড়া শহরকে কুলি টাউনে পরিণত করেছিল। আমাদের সরকার হাওড়া শহরের আধুনিকীকরণ করবে। উন্নত শহর হিসেবে গড়ে তুলবে। আমাদের সরকারের কার্য কাল সবে একমাস হতে চলেছে। একটু ধৈর্য ধরুন। দ্রত গতিতে কাজ হবে। আমি হাওড়া শহরের মানুষ। গত ৩০ বছর এখানেই রাজনীতি করেছি। ফলে মন্ত্রকের যে দায়িত্ব সরকার আমাকে দিয়েছে আমার শহরের উন্নয়ন সবার আগে হবে। এটা আমার কাছে প্রায়োরিটি থাকবে। আগামী দিন হাওড়াতে নতুন চেহারায় দেখতে পাবেন বলতে পারি।এই প্রকল্প হাওড়ার উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ এবং নগর রূপান্তরের যাত্রায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

এলাকার থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর , ১১ জুন ঃ এলাকার মানুষের কাছ থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার এক জয়নগরে। জয়নগর থানার হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের রায়নগর এলাকায় তৎকালীন শাসক দলের নেতার সহযোগী হিসাবে সাধারণ মানুষের সাহায্যের পরিবর্তে কাটমানি তোলার অভিযোগ ছিলো জয়নগর থানায়। আর সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে বুধবার রাতে জয়নগর থানার পুলিশ রায়নগরের বাড়ি থেকে বীরভদ্র মুখার্জি (২৭) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।দশ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার তদন্তকারী পুলিশ।

এটা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘর ! ‘আগে পুজো করব’ তারপর বসব’

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ কলকাতা ঘর বাছাই করতে নবান্নে এসেছিলেন বিশাল লামা। স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক দফতর ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন কালচিনির বিধায়ক। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে তাঁর বসার জায়গা ঠিক হয়েছে নবান্নের দোতলায়। কিন্তু কোন ঘরে বসবেন, সেটাই এদিন দেখছিলেন তিনি। আর তখনই নামটা শুনে চমকে যান। নবান্নের দোতলায় দুটি ঘর ফাঁকা আছে। একটিতে বসতেন প্রাক্তন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং অপরটি ছিল প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘর। দুটির মধ্যে কালচিনির বিধায়কের পছন্দ হল পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে ঘরে বসতেন সেই ঘরটি। কী করে ঘরটি সাজানো হবে, সেই বিষয়ে পূর্ত দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন বিশাল লামা। আর তাঁর মাঝেই বিশাল লামার কানে গেল, এই ঘরটিতে এক সময়ে বসতেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে কালচিনির বিধায়ক নিজের আপ্ত সহায়ককে বলেন, তআগামিকাল, আগে ঘরে পুজো করে তারপর বসব।দ এরপর উপস্থিত সরকারি আধিকারিকদের জিজ্ঞেস করে জেনে নেন, নিজের মতো পুজো করে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিতে অসুবিধা নেই তো! অসুবিধা নেই শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বিশাল লামা জানালেন, আগামিকাল ঘর সাজানো হয়ে গেলে পুজো করে বসবেন এবং সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন। প্রসঙ্গত, পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতার হওয়ার পরে ঘরটির নেমপ্লেট সরিয়ে ফেলা হয়। তারপর থেকে ঘরটি বন্ধ করেই রাখা ছিল। কিন্তু বিশাল লামার ওই ঘরটিই পছন্দ হওয়ায় এখন তাঁর বসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

জেবিসি দিয়ে খোঁড়া হচ্ছে ডায়মন্ড-হারবারের মাটি, এবার আর টাকা নয় বেরচ্ছে শুধুই ওষুধ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ড-হারবার, ১১ জুন ঃ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সেবাশ্রয়’ মডেল বহু চর্চিত। এই সংসদীয় এলাকার মানুষজন বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পেয়েছিলেন বেশ কিছু দিন ধরে। রাজ্যজুড়ে যা নিয়ে চর্চার অন্ত ছিল না। আর এবার ‘সেবাশ্রয়’ নামে কোটি-কোটি টাকার ওষুধ নয়ছয়ের অভিযোগ। ডায়মন্ড-হারবারে মাটির নীচ থেকে উদ্ধার কোটি টাকার ওষুধ। মাটি খুঁড়ে রাশি-রাশি সেই ওষুধ বের করেছেন বিজেপি কর্মীরা। তাঁদের দাবি, এই ওষুধগুলোই সেবাশ্রয়ে ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে এত ওষুধ কীভাবে কোথা থেকে এল? এগুলো কি কালো টাকা সাদা করে এল? উঠছে প্রশ্ন। বুধবার বিকেলে ডায়মন্ড হারবারের হিংচেবেড়িয়াতে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হয় ওষুধগুলি। বিষয়টি জানতে পেরে গতকাল বিকেলে জেসিবি মেশিন দিয়ে মাটি খুঁড়ে কার্যত রাশি রাশি ওষুধ বের করে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা। মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়কের বিরুদ্ধে এই কালোবাজারির অভিযোগ। বিষয়টি বিজেপির পক্ষ থেকে ড্রাগ কন্ট্রোলের নজরে আনা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং জেলা স্বাস্থ্য দফতর। বিজেপি নেতা উত্তম বাগ বলেন, গোপন সূত্রে আমরা খবর পেয়েছি ওই জায়গায় কিছু ওষুধ আছে। এরপর পুলিশকে জানাই। প্রশাসন উপস্থিত হয়। তারপর যা দেখা গেল বড় ঘটনা। ভারতে এমন ঘটনা কেউ দেখতে পায়নি। দেখা গেল সেবাশ্রয়ের ব্যবহারের প্রচুর পরিমাণ ওষুধ। এখনও পর্যন্ত এই সব ওষুধের তারিখ এক দু’বছর বাকি রয়েছে। সাধারণ মানুষের ওষুধটুকু ছাড়ল না তৃণমূল।

‘দিদিকে ছেড়ে যাব না’, কঠিন সময়ে মমতার পাশে শত্রুঘ্ন সিনহা ! জল ঢাললেন সমস্ত জল্পনায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ড-হারবার, ১১ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বার্তা পোস্ট করেছিলেন তিনি। তারপর থেকে শুরু হয়েছিল জল্পনা। তৃণমূল কংগ্রেসের তথাকথিত ‘বিদ্রোহী’ শিবিরে কি যোগ দিতে চলেছেন আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা? রাজনৈতিক মহলে যখন নানা আলোচনা তুঙ্গে, তখনই সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা-রাজনীতিক। শত্রুঘ্ন সাফ জানিয়ে দিলেন, তিনি কোনও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত নন এবং ভবিষ্যতেও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন না। তাঁর কথায়, ‘আমাকে নিয়ে অনেক কিছু বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে আমি বিদ্রোহীদের সঙ্গে রয়েছি। এসবের কোনও ভিত্তি নেই।’ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রার জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন শত্রুঘ্ন। সেই বার্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উল্লেখ করায় জল্পনা আরও বেড়ে যায়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা ছিল, তৃণমূলের অন্দরে চলা অস্থিরতার আবহে হয়তো তিনি নতুন কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। কিন্তু সেই সম্ভাবনা বৃহস্পতিবার উড়িয়ে দিলেন তিনি নিজেই। শত্রুঘ্নের বক্তব্য, রাজনৈতিক জীবনের কঠিন সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনিও নেত্রীর পাশ থেকে সরছেন না। সাংসদের দাবি, মমতার অনুরোধেই তিনি আসানসোল থেকে নির্বাচনে লড়েন। ফলে দলনেত্রীর প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ও আনুগত্য নিয়ে কোনও সংশয় থাকার কথা নয়। একসময় ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম পরিচিত মুখ ছিলেন এই বর্ষীয়ান অভিনেতা। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বড় অংশ তিনি ওই দলেই কাটিয়েছেন। সামলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব। পরে মতপার্থক্যের কারণে দল ছেড়ে অন্য পথে হাঁটেন। ২০১৯ সালে অন্য দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়ে সাফল্য পাননি। এরপর ২০২২ সালে তৃণমূলে যোগ দিয়ে আসানসোলের উপনির্বাচনে জয়ী হন। পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনেও একই কেন্দ্র থেকে জয় ধরে রাখেন। রাজ্যে তৃণমূলের অন্দরে ভাঙনের জল্পনার মাঝেই শত্রুঘ্ন সিনহার এই বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, অন্তত তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৯১ সংখ্যা, শুক্রবার , ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

অভিনেত্রী মনোরমা

থিয়েটার জগতে 'কাপ্তেন' নামে পরিচিত ছিলেন। চরিত্রের মধ্যে যেন একটা অভিনয়ত্ব করার অভিপ্রায়। সত্যি বলতে মনোরমার জীবনে কি ছিল না। বাড়ি,গাড়ি,হীরা, জহরৎ সব থেকেও শেষ জীবনে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। কোনও ক্রমে দিন গুজরান করতেন। পুরনো নাটক হলে কেউ কেউ ডাকতেন। খেয়ে পড়ে ঘর -ভাড়া দিয়ে কোনও মাসে চলে যেত কোনও মাসে রাতে খে-খুঁড়ি খেয়ে কাটাতেন। রোজ গঙ্গাস্নান করতেন,তারপর ঈশ্বরের আরাধনা। বলতেন, এখন পরম সুখে আছি,ঐশ্বর্য সুখ নেই,দুখে সুখ আছে। ভরা যৌবন, দুহাত ভরে টাকা আয় করে অনায়াসে সেই অর্থ উড়িয়েছেন। গায়ের রং শ্যামবর্ণ হলেও সুন্দর মুখশ্রী,দেহলাবণ্য, সঙ্গে অভিনয়,মুজরা নাচ,সংগীত সব মিলিয়ে দর্শকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতেন। জীবনকে নিজের ইচ্ছে মত চালনা করেছেন।দশটাকার নোট গেঁথে ঘুড়ি উড়িয়েছেন। জুড়ি-গাড়ি হাঁকিয়ে রেড রোড,গঙ্গার ধারে বেড়াতে যেতেন। রেসকোর্সে রেসও খেলতেন। রঙ্গজগতে তখন আরও এক- দুইজন অভিনেত্রী ছিলেন, কিন্তু নৃত্য,গান,অভিনয়ে পারদর্শী মনোরমার পাশেই শুধু লেখা হত 'ক্যাপ্টেন মোনা'। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের কাছে অভিনয়ের প্রথম পাঠ নেওয়া। নির্বাক যুগ থেকে সবাক যুগ অসংখ্য ছায়াছবিতে কাজ করেছেন। ম্যাডান কোম্পানি থেকে নিউ থিয়েটার্স সহ অন্য চিত্র প্রতিষ্ঠানের ছবিতে মনোরমার বিচরণ। মঞ্চ থেকে সিনেমা যে ভূমিকায় অভিনয় করুন দর্শকের প্রশংসা পেলেও তাঁর অভিনয় দক্ষতার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন হয়নি বলেই চলচ্চিত্র সমালোচকেরা অনেকেই বিশ্বাস করেন। মনোরমা যখন প্রথম অভিনয় করতে আসেন তখন তাঁর বয়স হবে নয়-দশ! জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলকাতার বাদুড়বাগান অঞ্চলে। বাংলা ১৩১১ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'হরগৌরী' নাটক মঞ্চস্থ হয়। মনোরমার অভিনয় জীবন শুরু ওই নাটকে 'লক্ষ্মী' চরিত্রে। গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত সামাজিক নাটক 'বলিদানে' মনোরমা 'জ্যোতির্ময়ী'। অভিনয় জগতে আসার আগে নাচ শিখেছেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর কাছে। মিনার্ভা ও কোহিনুর থিয়েটারের সঙ্গে অল্প কিছুদিনের জন্য যুক্ত থাকার পরে ক্যাপ্টেন মোনা সংগীত শিখতে অভিনয় ছেড়ে দিলেন। ওস্তাদ বালকরাম ও ওস্তাদ সীতারামের কাছে শিখলেন খেয়াল, ঠুংরী। এরপর কিছুদিন মুজরো করা শুরু করেন। বাংলা তো বটেই অবিভক্ত ভারতের সর্বত্র গান গেয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছেন। এর মাঝে রয়েল ড্রামাটিক ক্লাব নামে একটি ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারে অভিনয় করতে শুরু করলেন। এই সময়ে 'আলিবাবা ' নাটকে মর্জিনার ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। নতুন করে মনোরমা মঞ্চে ফিরলেন ১৯২৩ সালে। ওই সময়ে স্টার থিয়েটারে অনেকগুলি নাটকে অভিনয় করেছেন। এরপর মিনার্ভায় চলে এসে 'আত্মদর্শন' নাটকে প্রবৃত্তির ভূমিকায় অভিনয় করেন। তবে সময় হবে একটানা থিয়েটারে অভিনয় করেন নি। অস্থির চিত্তের মানুষ ছিলেন। ১৯৩৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' মঞ্চস্থ হয়। নাট্যরূপ দিলেন নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র। বরদাসুন্দরীর ভূমিকায় মনোরমার অসাধারণ অভিনয় সবার প্রশংসা পেল। মনোরমা শুধুমাত্র মেয়েদের নিয়ে একটি নাটকের দল তৈরি করে গহরজানকে দলে নিলেন। আলফ্রেড হল ভাড়া নিয়ে নাটক চলে। মঞ্চস্থ হওয়া নাটকগুলির মধ্যে আছে পারসিনা,বরুণা, বিল্বমঙ্গল, ইত্যাদি।

এস ওয়াজেদ আলি

শেখ ওয়াজেদ আলি ছিলেন একজন প্রখ্যাত বাঙালি প্রাবন্ধিক। তিনি মূলত 'এস ওয়াজেদ আলি' নামেই অধিক পরিচিত। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলা সাহিত্যে উদারনীতি, পরমতসহিষ্ণুতা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রসারে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন। জন্মগ্র ৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার বড় তাজপুর গ্রামে। তিনি ভারতের আলিগড় কলেজ ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা শেষ করে পরবর্তীতে ইংল্যান্ডে যান। সেখান থেকে ল ডিগ্রি (ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল) অর্জন করে কলকাতায় এসে আইন পেশায় যোগ দেন। ক্যামব্রিজে থাকাকালীন, তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ব্রিস্টল থেকে এলেনের স্যাক্সবি নামক এক নারী তার সেবা করতে এগিয়ে আসেন, যার কারণে তার দ্রুত সুস্থতা হয়। এই ঘটনা থেকেই তাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা তার দ্বিতীয় বিয়ে এবং আয়েশা বেগমের সাথে তার বিবাহবিচ্ছেদে পরিণত হয়, যা তার পরিবারের সদস্যদের জন্য অস্বস্তিকর ছিল। এটি ছিল ১৯১৫ সাল, যখন বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপে তুমুলভাবে চলছিল। এ সময়েই তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন চর্চা শুরু করেন, যা ১৯২২ সাল পর্যন্ত চলেছিল। এই সময়কালটি তিনি এলেনরের সাথে কলকাতার মট লেন, রিপন লেন, রিপন স্ট্রিট ইত্যাদিতে বসবাস করেন। কিন্তু ভাগ্য তাকে বিধ্বস্ত করে, যখন পারিবারিক ব্যবসার ব্যর্থতা, শারীরিক অসুস্থতা এবং বিলাসী জীবনযাপনের কারণে তিনি দেউলিয়া হয়ে যান। তখন তিনি সমসাময়িক সমাজ নিয়ে গভীর গবেষণা শুরু করেন এবং সাহিত্যিক সমাজে নিজেকে জড়িত করেন। তার বন্ধু প্রমথ চৌধুরী (সাপ্তাহিক 'সবুজ পত্র'-এর সম্পাদক) এর পরামর্শে তিনি বাংলা ভাষায় লেখা শুরু করেন এবং একটি অসাধারণ সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন। ১৯২৩ সালে, তিনি কলকাতার তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ পান এবং কিছুদিন পর তার পরিবারকে নিয়ে কলকাতার নং ১ ক্যানাল রোডে বাস শুরু করেন। এই সময় তিনি সাহিত্যচর্চায় নিজেকে নিবেদিত করেন। তিনি কথাসাহিত্য, প্রতীকি সাহিত্য, অনুবাদ, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদির মতো ক্ষেত্রে অত্যন্ত সৃজনশীলতার সাথে আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলেন, মা কালী মনের মধ্যে যেসব দোষ রয়েছে তা দূর করতে পারেন। তিনি তাঁর সন্তানদের রক্ষা করে থাকেন। সেই কারণে বাংলার বিপ্লবীরা সবাই মা কালীর ভক্ত। পুজারি বলা যেতে পারে। মা কালীর ভক্ত হতে গেলে মনকে আগে থেকে পরিস্কার করা উচিত। মাতৃভক্তদের মন একেবারে জলের মতো পরিস্কার থাকে। কোনও দূষিত পদার্থ থাকে না। শক্তিকে মা কালী কাছ থেকে গ্রহণ করে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। মা কালী হচ্ছেন বাঙালিদের সাক্ষাৎ দেবী। তিনি আছেন বলেই বাঙালিরা শক্তি অর্জন করতে পেরেছে। তাঁর পুজো করার প্রয়োজন রয়েছে। মা কালী সবাইকে শক্তি এবং ভক্তি বিতরণ করে থাকেন। তিনি শক্তিদায়িনী দেবী। তাঁর সাধনা করতে পারলে শক্তি অর্জন করা যায়। বিশ্বাস অর্জন করা যায়। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা যায়। কালী মায়ের সাধকেরা কোনও সময়ে পরাজিত হন না। তারা কিন্তু সব সময়ে জয়ী হয়ে থাকেন। দেবী কালী পুজো করা মানেই হল মনের মধ্যে যে অন্ধকার জগত রয়েছে তাকে দূর করা।

১৯০৫- বঙ্গভঙ্গেই ছিল ভারত ভাগের পরিকল্পনা

রবীন্দ্রকুমার শীল

(ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালে ঢাকা সফর করেছিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে উপলবিধ করতে চেয়েছিলেন যে বাংলা ভাগ করার নিয়ে সেখানকার বাঙালি মুসলিমদের কী রূপ প্রতিক্রিয়া হয়। আসলে লর্ড কার্জনের ইচ্ছা ছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ব্রিটিশ পুলিশের কাছে আগাম খবর ছিল যে বঙ্গভঙ্গ বলে সারা বাংলায় আগুন জ্বলবে এবং বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমান এক হয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। সারা বাংলাকে অচল করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র তৈরি করার পরিকল্পনা রচনা করছে বাঙালি হিন্দু এলিট সোসাইটির ব্যক্তিরা। বাঙালি এলিট সোটাইটি ব্যক্তিরাই বাংলাকে পরিচালনা করছে এবং তারাই বাঙালি মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশেষ করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সদস্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ আরও অনেকে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা যদি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয় তাহলে কিন্তু কলকাতার তথা বাংলার জমিদার সম্প্রদায় এবং অভিজাত সম্প্রদায়রাও তাতে সম্মতি দেবে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকারীদের উৎসাহিত করবে। সেই কারণে ভাইসরয় লর্ড কার্জন ঢাকা সফর করলেন এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। পূর্ব বাংলাকে যদি শান্ত করা যায় তাহলে বাংলা ভাগ সফল হবে। নবাব পূর্ব বাংলার জনগণকে সংযত হওয়ার বার্তা দেবেন এবং ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তকে মেনে নেবে। লর্ড কার্জনের কৌশল ছিল যে বাংলায় হিন্দু মুসলিম বিরোধকে জিইয়ে রাখা। তার জন্য প্রয়োজন হলে সরকারি মদত দেওয়া হবে আড়াল থেকে। কলকাতা থেকে ঢাকাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার কূটকৌশল গ্রহণ করলেও বাংলা ভাগ নিয়ে লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারন করে। রাজা সুবোধ মল্লিক যেভাবে প্রকাশ্যে এগিয়ে এসেছিলেন এবং জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্র তৈরি করার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন তাতে ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে পড়ে। শুধু তিনি নন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বাংলার তথাকথিত সমাজপতিরা রাস্তায় নেমে প্রকাশ্যে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 'ব্রিটিশ সরকার দূর হটো' আওয়াজ তুলতে থাকে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নড়েচড়ে বসে। লর্ড কার্জন বাংলার পরিধিকে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওযার রাস্তা তৈরি করে ফেলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা। বাংলাকে যদি পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলা ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে তাহলে বাংলাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এই অজুহাত দেখিয়ে বাংলার মেরদণ্ডকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেন লর্ড কার্জন। ঢাকাকে বাংলার দ্বিতীয় শহর তৈরি করার ইচ্ছা ছিল ব্রিটিশ সরকারের। ঢাকা যদি কলকাতার মতো একটি শহর তৈরি হতে পারে তাহলে ভবিষ্যতে বাংলা ভাগ করে পূর্ব বাংলার রাজধানি ঢাকাকে করা যেতে পারে। এ ব্যপারে একটি গোপন বৈঠক হয়েছিল ঢাকা নবাব সলিমুল্লাহের সঙ্গে লর্ড কার্জনের। লর্ড কার্জনের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ। যে নবাব সলিমুল্লাহ এতকাল ধরে হিন্দু মুসমিল বিভেদ না করে দেশকে শাসন করে গিয়েছিলেন আর সেখানে জাতি বিদ্বেষের বীজ বোপন করে দিয়ে গেলেন লর্ড কার্জন। তাঁর তৈরি করা পরিকল্পনার ওপরে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল সর্ব ভারতীয় মুসলিম লিগ। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর মাসে ভারতীয় মুসলিমদের অধিকার নিয়ে সভাপতি স্যার সুলতান মহম্মদ শাহ আগা খান গর্ভনর জেনারেল মিন্টোর সঙ্গে বোম্বেতে দেখা করে একটি ডেপুটেশন দিলেন মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা নিয়ে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ এই ডেপুটেশন সভায় যোগদান করতে পারেননি তাঁর শারীরিক অস্থতার জন্য। তিনি ঢাকায় অল ইণ্ডিয়া মুসলিম এডুকেশন সম্মেলনের আয়োজন করলেন ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬ সালে। সেখানে সর্ব ভারতীয় মুসলিম লিগ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা গড়ল এবং উপস্থিত সকলের সম্মতি গ্রহণ করে তা গৃহীত হল। এই সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের সভাপতি হলেন আগা খান এবং সেখানে একটি রেজুলেশন তৈরি করা হল মুসলিমদের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য। নবাবের প্রথম থেকেই একটি সুপ্ত ইচ্ছা ছিল যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঢাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার। সেই চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি মানসিকভাবে আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে ঢাকায় সর্ব ভারতীয় মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তিনি পূর্ব বাংলাকে বাঙালি মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্য হিবাসে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। আর তার ইন্ধন দিয়ে গিয়েছিলেন লর্ড কার্জন। তিনিই দুই বাংলাকে ভাগ করে দিয়ে বাঙালির শক্তিকে বিনষ্ট করে দেওয়ার পথ রচনা করে গিয়েছিলেন। সেলই পথ ধরেই পরবর্তীকালে লর্ড মাউটব্যাটেন ভারত ভাগের সন্ধান করতে থাকেন। তিনি কংগ্রেসের জহওরলাল নেহরু কিংবা মহাত্মা গান্ধিকে বেশি প্রশ্রয় দেননি। তিনি বেশি করে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছিলেন মহম্মদ আলি জিন্নার দিকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল ১৮৫৭ সালে ২৪ জানুয়ারি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করতেই সেখানকার ছাত্ররা বিশ্ব জয় করতে শুরু করে দিয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে সারা বিশ্বের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে না করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে ইর্ষান্বিত হয়ে পড়ে ব্রিটিশ শাসকেরা। তারা ভাবতেও পারেনি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সাহিত্য, বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সংস্কৃতিতে বিশ্ব জোড়া নাম করবে। বিলতে তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যা লয়ের ছাত্র বলে পরিচয় দিলে সেখানকার পণ্ডিত সমাজ বিশেষ খাতির করতো যা ইংরেজদের কাছে ইর্ষার বস্তু হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মানকে অতিক্রম করতে শুরু করে দিয়েছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। লর্ড কার্জনের এই দিকটা থেকে নজর সরিয়ে নেননি। তিনি কৌশল গ্রহণ তৈরি করতে শুরু করেন। যেভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলার হিন্দু এলিট সমাজ তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে তা একদিন ব্রিটিশ সরকারের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। সেই কারণে একটি বিকল্প রাস্তা তৈরি করার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে তাকে ব্রিটিশ প্রশাসন। বাংলাকে যদি স্থায়ীভাবে ভাগ করে দেওয়া যায় তাহলে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার প্রয়োজন। সেখানকার বাঙালি মুসলিমদের জন্য (যদিও তখন জাতি বিভেদের পাঁচিল তৈরি হয়নি) স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা তৈরি করে তাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। ঢাকা হবে পূর্ব বাংলার রাজধানি। কলকাতা থেকে সকলের নজর অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সর্ব ভারতীয় মুসলিম লিগের রচনাকার নবাব সলিমুল্লাহ একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জন্য জমি দান করলেন। ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলে কলকাতবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিধি কমে যাবে এবং পূর্ব বাংলার ওপরে আর তার আধিপত্য থাকবে না। ১৯২১ সালে ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। তাহলে এটা পরিস্কার হয়ে যেতে শুরু করেছে যে ভারত ভাগের পরিকল্পনাটা আগে থেকেই রচিত হয়েছিল। সেটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হল ১৯৪৭ সালে।

লর্ড কার্জন ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ করে ঢাকা তথা পূর্ব বাংলায় প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন সলিমুল্লাহর বাবা। যে বাড়িতে সলিমুল্লাহর জন্ম হয়েছিল সেই আহসান মঞ্জিলে প্রথম বিজলী বাতির আলো জ্বলেছিল। ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৫ সালে আব্দুল গণিকে নবাব উপাধি দেন। পরে ১৮৭৭ সালে তা বংশানু ক্রমে ব্যবহারেরও অনুমতি দেওয়া হয়। মোগল আমলের নবাব এবং ঢাকার নওয়াবদের মধ্যে এটি একটি মৌলিক পার্থক্য। নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৪ সালে বড় লাট লর্ড কার্জন ঢাকায় সফরে এলে আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত দীর্ঘ বৈঠকে তার নিকট পূর্ব বাংলার সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। নবাব সলিমুল্লাহ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নওয়াব আলী চৌধুরীকে পৃথক দুটি মানপত্র দেন।

কলকাতা ময়দানের ঐতিহ্য ফেরাতে চান ক্রীড়ামন্ত্রী

নারায়ণ বসু

পশ্চিমবঙ্গে খেলাধূলা থেকে ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। কলকাতা ময়দানের সেই ফুবটল ঐতিহ্য আর নেই। কলকাতায় কত বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব ছিল তা এখন হারিয়ে গিয়েছে। বেঁচে রয়েছে ইসটবেঙ্গস মোহন বাগন এবং মহামেডান। এই তিন ক্লাব কলকাতা ময়দানকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পাশে রয়েছে সিএবি। সিএবিতে আর জগমোহন ডালমিয়া নেই। সেই সিএবির বিশ্ব জয় রাজত্বের অবসান ঘটে

গিয়েছে। খেলাধুলার মানকে আবার ফিরে নিয়ে আসার দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করেছেন সদস্য ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খান। তিনি বলেছেন যে কলকাতায় মেসিকে কেন্দ্র করে যে টাকা তছরূপ হয়েছে তা নিয়ে তদন্ত হবে। কলকাতার সুনাম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ' এবং 'ক্রেতা সুরক্ষা' দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় ইন্দ্রনীল খান মহাশয় দায়িত্ব গ্রহণ জানান কলকাতা ময়দানের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।

পশ্চিমবঙ্গের বেহালা পশ্চিম কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিধায়ক ও বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ড. ইন্দ্রনীল খান ভারতীয় জনতা পার্টির একজন সিনিয়র নেতা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মন্ত্রী। ৩৭ বছর বয়সী এই রাজনীতিবিদ একাধারে একজন সফল চিকিৎসক ও যুব সংগঠক।

চিকিৎসক পরিবারে জন্ম নেওয়া ইন্দ্রনীল ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ২০১৩ সালে এমবিবিএস সম্পন্ন করে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে হাউস সার্জন হিসেবে কাজ করেন। এরপর প্রথম প্রচেষ্টায় এমডি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে রেডিওথেরাপিতে এমডি সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তিনি যুক্ত রাজ্যের অক্সফোর্ড থেকে মেডিকেল অনকোলজিতে বিশেষ সম্মান লাভ করেন।

পেশাগত জীবনে তিনি একজন স্বনামধন্য অনকোলজিস্ট। তিনি কলকাতার সিএমআরআই, মনিপাল, আমরি, উডল্যান্ডস এবং মেডিকা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের মতো শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বেহালা পশ্চিম কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিধায়ক ও বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ড. ইন্দ্রনীল খান ভারতীয় জনতা পার্টির একজন সিনিয়র নেতা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মন্ত্রী। ৩৭ বছর বয়সী এই রাজনীতিবিদ একাধারে একজন সফল চিকিৎসক ও যুব সংগঠক।

চিকিৎসক পরিবারে জন্ম নেওয়া ইন্দ্রনীল ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি এমবিবিএস সম্পন্ন করে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে হাউস সার্জন হিসেবে কাজ করেন। এরপর প্রথম প্রচেষ্টায় এমডি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে রেডিওথেরাপিতে এমডি সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড থেকে মেডিকেল অনকোলজিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

পেশাগত জীবনে তিনি একজন স্বনামধন্য অনকোলজিস্ট। তিনি কলকাতার সিএমআরআই, মনিপাল, আমরি, উডল্যান্ডস এবং মেডিকা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের মতো শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন। চিকিৎসা ছাড়াও তিনি দরিদ্র রোগীদের সেবা করেন।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

বাঘ ও মানুষের সহাবস্থান হচ্ছে সুন্দরবন অঞ্চল

চিত্তজিৎ দত্ত

জল, জঙ্গল ও জীবন;সুন্দরবনে বাঘ ও মানুষের সহাবস্থানের অসম্ভবকে সম্ভব করার গল্প। সুন্দরবন। নামটি উচ্চারণ করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে জলের ভেতর জড়িয়ে থাকা অরণ্যের রহস্যময় ছায়া, ম্যানগ্রোভের ঘন সবুজ জাল, আর তারই মাঝে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ানো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গর্জন। পৃথিবীর সবচেয়ে অনন্য জীববৈচিত্র্যের এই অঞ্চল শুধু একটি বনভূমি নয়, এটি একটি জীবন্ত সভ্যতা, যেখানে প্রকৃতি এবং মানবজীবন একে অপরের সঙ্গে অদ্ভুত এক সহাবস্থানের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে সুন্দরবনে বাঘ ও মানুষের সহাবস্থান বাস্তবিকভাবেই সম্ভব। এই বক্তব্য প্রথমে যতটা আশাব্যঞ্জক শোনায়, ততটাই গভীর প্রশ্নও তৈরি করে। কারণ বাঘ ও মানুষের সহাবস্থান মানে শুধু দুই প্রজাতির একসঙ্গে বেঁচে থাকা নয়, বরং দুই ভিন্ন অস্তিত্বের মধ্যে এক সূক্ষ্ম, জটিল এবং প্রায় বিপজ্জনক ভারসাম্য রক্ষা করা। এই ভারসাম্য কতটা টেকসই, কতটা মানবিক এবং কতটা বৈজ্ঞানিক; এই প্রশ্নগুলোই আজকের আলোচনার কেন্দ্রে।

সুন্দরবন এমন এক ভূখণ্ড যেখানে নদী, জোয়ার-ভাটা, বন এবং মানুষের জীবন একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। এখানে মানুষ কেবল বাসিন্দা নয়, বরং প্রকৃতির এক অংশ। জেলেরা, মৌয়ালরা, কাঠুরেরা;তাদের জীবন প্রতিদিনই জঙ্গলের সঙ্গে সংলাপে জড়িয়ে থাকে। এই সংলাপ কখনো শান্ত, কখনো বিপজ্জনক, আবার কখনো প্রাণঘাতী। কারণ এই জঙ্গলের সবচেয়ে শক্তিশালী অধিবাসী হলো বাঘ, আর সেই বাঘের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কখনোই সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

তবুও বিস্ময়ের বিষয় হলো, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সুন্দরবনে মানুষ বসবাস করছে। তারা বনের ভেতরে ঢোকে, নদীতে নৌকা চালায়, মধু সংগ্রহ করে, মাছ ধরে;এবং আবার ফিরে আসে জীবনের মূল ভূখণ্ডে। এই

ফিরে আসার প্রতিটি মুহূর্তই এক ধরনের জয়, এক ধরনের প্রার্থনা, আর এক ধরনের ঝুঁকি। এই ঝুঁকির মধ্যেই গড়ে উঠেছে সহাবস্থানের এক অনন্য সংস্কৃতি।

প্রতিবেদন যখন বলে যে বাঘ ও মানুষের সহাবস্থান সম্ভব, তখন সেটি মূলত একটি বাস্তব পর্যবেক্ষণকেই নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। কারণ বাস্তবে সুন্দরবন কোনো বিচ্ছিন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র নয়; এটি একটি মানব-প্রকৃতি মিশ্র বাস্তুতন্ত্র। এখানে মানুষকে বাদ দিয়ে বাঘ টিকে থাকতে পারে না, আবার বাঘকে বাদ দিয়ে এই বনও তার প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারায়।

বিজ্ঞান বলে, একটি সুস্থ বাস্তুতন্ত্রে শীর্ষ শিকারির উপস্থিতি অপরিহার্য। বাঘ সেই শীর্ষ শিকারি, যে হরিণ, বন্য শূকর এবং অন্যান্য প্রাণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে বনকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখে। যদি বাঘ না থাকে, তাহলে খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে পড়ে এবং পুরো পরিবেশ ব্যবস্থায় অস্থিরতা তৈরি হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাঘ কেবল একটি প্রাণী নয়, বরং একটি পরিবেশগত নিয়ন্ত্রক শক্তি।

অন্যদিকে মানুষ সুন্দরবনের ভেতরে শুধু বসবাস করে না, তারা এই অঞ্চলের অর্থনীতিরও অংশ। মাছ ধরা, মধু সংগ্রহ, কাঠ সংগ্রহ; এসবই তাদের জীবিকার উৎস। ফলে মানুষ এবং বাঘের পথ বারবার একে অপরের সঙ্গে মিলে যায়। এই মিলনই কখনো কখনো সংঘর্ষে পরিণত হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই সংঘর্ষ কি অনিবার্য, নাকি নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব? সাম্প্রতিক গবেষণা এবং মাঠ পর্যবেক্ষণ বলছে, সঠিক ব্যবস্থাপনা, সচেতনতা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার এই সংঘর্ষকে অনেকাংশে কমাতে পারে। সুন্দরবনে ইতিমধ্যেই কিছু অঞ্চলে মানুষ-বাঘ সংঘর্ষ কমাতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেমন সতর্কতা ব্যবস্থা, নিরাপদ নৌচলাচল, নির্দিষ্ট সময়ে বনে প্রবেশের নিয়ম এবং বাঘের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ।

এই উদ্যোগগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয়;সহাবস্থান মানে সংঘর্ষের অনুপস্থিতি নয়, বরং সংঘর্ষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কখনোই সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ নয়, বরং তা এক ধরনের ভারসাম্যের খেলা। সুন্দরবন সেই ভারসাম্যের সবচেয়ে জটিল উদাহরণ।

তবে এই সহাবস্থানের ধারণাকে কেবল রোমান্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বিপজ্জনক হতে পারে। কারণ বাস্তবতা হলো, প্রতি বছরই সুন্দরবনে মানুষ ও বাঘের সংঘর্ষে প্রাণহানি ঘটে। এই মৃত্যুগুলো কেবল সংখ্যা নয়, বরং একটি পরিবারের ভেঙে পড়া জীবন, একটি গ্রামের শোক এবং একটি সমাজের অনিশ্চয়তা। তাই সহাবস্থান মানে কখনোই ঝুঁকির অস্বীকার নয়, বরং সেই ঝুঁকিকে কমানোর বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টা।

এই প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার পরিবর্তন এবং ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে ক্রমাগত পরিবর্তন করছে। এর ফলে বাঘের স্বাভাবিক শিকার সংকুচিত হচ্ছে, আবার মানুষের বসতি আরও গভীরে প্রবেশ করছে। এই দ্বিমুখী চাপ সংঘর্ষের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে। অন্যদিকে প্রযুক্তি এবং সংরক্ষণ নীতি নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে। স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং, ক্যামেরা ট্র্যাপিং এবং ডিজিটাল মনিটরিংয়ের মাধ্যমে বাঘের গতিবিধি এখন অনেক বেশি বোঝা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে মানুষকে আগেভাগে সতর্ক করা যাচ্ছে। এই প্রযুক্তি যদি আরও বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে সহাবস্থানের ধারণা আরও বাস্তব রূপ পেতে পারে।

তবে শুধু প্রযুক্তি যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ। সুন্দরবনের মানুষ এই বাস্তুতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের অভিজ্ঞতা, প্রথাগত জ্ঞান এবং বনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ককে যদি নীতিনির্ধারণে যুক্ত করা যায়, তাহলে সহাবস্থানের ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে। কারণ বাইরের কোনো নীতি কখনোই সেই বাস্তবতা বুঝতে পারবে না, যা প্রতিদিন বনের ভেতরে তৈরি হয়।

বিবেকানন্দ আদর্শে সুভাষচন্দ্র

তন্ময় সিংহ

গ্যাভেনশ স্কুলে ঢুকে সে এক আধুনিক ঋষি কেশবচন্দ্র সেনের এক ভক্তশিষ্য, বেণীমাধব দাসের সাক্ষাৎ পেল, প্রধান শিক্ষক তিঁনি আদর্শবাদী সুভাষকে কাছে টেনে নিলেন। কিন্তু অল্পবয়সেই তার জিজ্ঞাসা 'এ জীবন লইয়া কী করিব, কী করিতে হয় ?কোথায় সেই তপোবন? কোথায় সেই ঋষিকুল ইত্যাদি। অবশেষে সুভাষচন্দ্র দেখা পেলেন কোনো জীবন্ত ইশ্বর এর নয়, সন্ধান পেলেন সত্যের, দর্শন

ঘটল বাণীময় বিবেকানন্দের ।তার মনপ্রাণ সহর্ষে চিৎকার করে উঠেছিল পেয়েছি, পেয়েছি, এতদিনে সন্ধান পেয়েছি। তিনি সেই প্রাপ্ত বস্তুকে গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন ।শুরু হয়ে গেল বিপ্লব। বয়স তখন সবে ১৭বছর। বই গুলি পড়তে পড়তে এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল তার সামনে। ধর্মে ধর্মে কোন ভেদ নেই দয়া নয় সেবা, ত্যাগ, ব্রহ্মাচর্য, দরিদ্র অবহেলিত মানুষের সেবাই যে পরম কর্তব্য, এ বিষয়ে আর তার কোন সন্দেহ রইল না।

সন্ন্যাসি হওয়ার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠল তার মনে। সেই ইচ্ছেতেই উত্তর ভারত এর সব কটি তীর্থ দুই বন্ধুকে নিয়ে ঘুরলেন ।এযেন বিবেকানন্দকে অনুসরণ করেই পরিব্রাজক হিসেবে ভ্রমণ। বৃন্দাবন হয়ে চলে এলেন বারাণসীতে।

সেখানে মিশন ও মঠের দুটি সেবা কেন্দ্র রয়েছে। মিশনের তৎকালীন সভাপতি ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। যিনি পরমহংসদেব এর প্রিয় রাখাল বলে পরিচিত। যাকে স্বামী বিবেকানন্দ রাজা বলে ডাকতেন। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন,বারাণসীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদের সাদর অভিনন্দন জানান। তিনি আমায় বাবা এবং পরিবারের অনেককেই চিনতেন।এখানে আমরা কয়েক দিন রইলাম। সেই সময় একদিন নিজের মনগত বাসনা প্রকাশ করলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এর কাছে সন্ন্যাস হওয়ার প্রার্থনা করলেন ।সুভাষ এর প্রার্থনা সিদ্ধসাধক স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেই তরুণের তেজদীপ্ত মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সম্ভবত অনাগত ভবিষ্যতের এক মহানায়কের রাজনীতির প্রভাব দেখা যায়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ এর দর্শন পেয়ে সুভাষচন্দ্র অপার শান্তি পেয়ে ছিলেন। তার মধ্যে শান্তির বারিধারা নেমে এসেছিল। বলেন, দেশের হয়ে কাজ করতে হবে।

এই সবই যে ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন পথের পাথেয়। স্বামীজীর সেই অগ্নিময় বাণী যা সুভাষচন্দ্র সারাজীবন বয়ে বেড়ান।

অনলাইনেই মিলবে মালদার বিখ্যাত আম! জেলা প্রশাসনের অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১০ জুন ঃ মালদার বিখ্যাত আমকে দেশ-বিদেশের বাজারে আরও জনপ্রিয়

করে তুলতে বড় উদ্যোগ নিল জেলা প্রশাসন। আম চাষি, ব্যবসায়ী, রফতানিকারক এবং সরকারি কৃষি সংস্থাগুলিকে এক ছাতার তলায় এনে তৈরি করা হয়েছে 'আমার মালদা' নামে একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এই উদ্যোগের মাধ্যমে মালদার আমকে নিজস্ব ব্র্যান্ড পরিচয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, 'আমার মালদা' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জেলার আমকে বিভিন্ন নামী ই-কমার্স ও অনলাইন বিপণন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। ফলে দেশের পাশাপাশি বিদেশের ক্রেতারাও অনলাইনে সহজেই মালদার আম অর্ডার করতে পারবেন। এর ফলে আম চাষি ও ব্যবসায়ীরা যেমন বৃহত্তর বাজারের সুযোগ পাবেন, তেমনই ক্রেতারাও নির্ভরযোগ্যভাবে উন্নতমানের আম সংগ্রহ করতে পারবেন। জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর বলেন, মালদা বিপুল পরিমাণে আম উৎপাদন হয়। এতদিন বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা আলাদাভাবে বাণিজ্যিকীকরণ করলেও এবার একক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সকলকে যুক্ত করা হচ্ছে। নিজস্ব ব্র্যান্ড ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে মালদার আম আন্তর্জাতিক বাজারে আরও স্বীকৃতি পাবে। মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এটি অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু হলে বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে মালদার আম পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। এতে চাষি, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সকলেই উপকৃত হবেন। উল্লেখ্য মালদা জেলায় প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর এলাকা জুড়ে চাষ হয় আম। প্রতিবছরই প্রায় চার লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদনও হয় মালদার। এমন অবস্থায় প্রশাসনের এই উদ্যোগে মালদার আমের বাজার সম্প্রসারণের পাশাপাশি জেলার অর্থনীতিতেও নতুন দিগন্ত খুলবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ।

খিচুড়িতে মরা টিকটিকি! ঝাড়গ্রামে অসুস্থ ৩০ মা-শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১১ জুন ঃ ঝাড়গ্রামের বিনপুর ব্লকের আইসিডিএস কেন্দ্রের খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল ৩০ জন মা ও শিশু। খাবারে টিকটিকি মেলার অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিনপুর এক নম্বর ব্লকের আখড়াগোড়া এলাকায়। অসুস্থদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। স্থানীয় ও প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে আখড়াগোড়া আইসিডিএস সেন্টারে মা ও শিশু মিলিয়ে মোট ৬১ জনকে পুষ্টিকর খিচুড়ি পরিবেশন করা হয়েছিল। কিন্তু খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একে পর এক শিশুর বমি, মাথা ঘোরা এবং তীব্র শারীরিক অস্বস্তি শুরু হয়। একই উপসর্গ দেখা দেয় উপস্থিত মায়েদের মধ্যেও। অভিভাবকদের দাবি, শিশুদের খাওয়ানোর সময় খিচুড়ির পাত্রে একটি মরা টিকটিকি ভাসতে দেখা যায়। এই খবর ছড়াতেই কেন্দ্র জুড়ে আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি অসুস্থ ৩০ জনকে উদ্ধার করে লালগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে সকলের চিকিৎসা চলছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এই চরম গাফিলতি ও খাবারের স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা। খবর পাওয়া মাত্রই লালগড় হাসপাতালে পৌঁছান বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ, ঝাড়গ্রামের এসডিপিও সামীম বিশ্বাস এবং লালগড় থানার আইসি সঞ্জীব ঘোষ। তাঁরা অসুস্থ শিশু ও মায়েদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন এবং উপযুক্ত চিকিৎসার আশ্বাস দেন। সমগ্র ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লালগড় থানার পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum for Time Extension

Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works : "SITC of 01 (one) no. new passenger Lift in existing lift well and allied E.I work for (G+4 storied) at Academic Building in the Technology Campus, Salt Lake under Calcutta University-----SITC of Passenger Lift." Tender No : WBPWD/EE/BED/e-NIQ-170/2025-26_2nd call & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5013832_1. **Bid submission Closing Date (Online)** : 10.06.2026 up to 15:00 Hrs. & 22.06.2026 up to 15:00 Hrs. **Technical Bid Opening Date** : 12.06.2026 at 15:05 Hrs. & 24.06.2026 at 15:05 Hrs. Details may be downloaded from **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division. ICA- T9949(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate/ Govt. of W.B.
e-TENDER NOTICE
e-N.I.T No - WBIW/EE-II/LDCD/ e-NIT-07 of 2026-27

Executive Engineer-II, Lower Damodar Construction Division, Fuleswar, Uluberia, Howrah-711316 invites e-tender (online) for 01 (One) no. work vide e-.N.I.T No- **WBIW/EE-II/LDCD/e-NIT-07 of 2026-27**, Notice Memo no-1096 dated.08/06/2026 of the EE-II/ LDCD. Document Download start date is 12/06/2026 at 17:00 hours, Bid submission start date is 12/06/2026 at 17:30 hours & bid submission end date is 19/05/2026 at 12:30 hours. For details please visit website **www.wbtenders.gov.in** & **www.wbiwd.gov.in** Sd/- Executive Engineer-II, Lower Damodar Construction Division. ICA- T9919(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer PWD Diamond Harbour Divn. WBPWDEEDHDe_NIT_01_2026_27 of 1st CORRIGENDUM for the works:- 1. Emergent patch repairing of different roads under Joynagar Sub-Division, P.W.D., in the District of South 24 parganas during the year 2026-2027.(Phase-I). Estimated Amount:- Rs.19,37,088.00 Tender Id:- 2026_WBPWD_5014397_1. 2. Emergent patch repairing between Ch. 0.30 to 0.70 Km, Ch. 1.50 to 4.50 Km, Ch. 9.00 to 10.50 km & Ch. 12.00 to 14.50 Km of Hatuganj-Purbabishnupur Road under Diamond Harbour Division, P.W.D., in the District of South 24 parganas during the year 2026-2027. Estimated Amount:- Rs.19,40,868.00 Tender Id:- 2026_WBPWD_5014397_2. Bid Submission closing date 20.06.2026 at 01.00 P.M. may be seen & downloaded from the official website of P.W.D http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer PWD Diamond Harbour Divn ICA- T9969(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Krishnagar Construction Sub-Division-III, P.W. Dte invites online e-Tender for the works of : 1) Maintenance of Gardening & Landscaping at Nadia Construction Division campus with Krishnagar Construction. 2) Installation of Tubewell by water jet system at Bicharak Abasn, Banashree Para, Krishnagar, Nadia. e-N.I.T-01 of 2026-27 of AE/KCSD III/ PWDte. Tender ID: 2026_WBPWD_5015264_1, 2026_WBPWD_5015264_2. Bid submission start date (online): 13.06.2026 from 02:00 P.M. Bid submission closing (online) : 20.06.2026 up to 02:00 P.M. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be download form https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Krishnagar Construction Sub-Division III, P.W. Dte. ICA- T9958(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Bid reference no.-WBMSCL/NIT-481/ 2026, Dated- 10/06/2026 West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for **"Repair and renovation work of toilet related to safety of patient care service under RATTIERER SAATHI-HELPERS OF THE NIGHT Programme at Gopiballavpur Super Speciality Hospital, District-Jhargram."** Last date of submission of bid (online)- 29.06.2026 upto 03.00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbtenders.gov.in** on or after 12:00 P.M. on 12.06.2026. Details of the tender will also be available at **www.wbmsc.gov.in** Clarification requests, if any may be sent to **eecivil@wbmsc.gov.in** or **info@wbmsc.gov.in** Sd/- Managing Director, WBMSCL. ICA- T9994(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
e-NIT No.:- WBIW/EE/BUE004/ e-NIT- 01/2026-27

Above mentioned e-Tender is hereby invited by the undersigned from eligible contractors having sufficient credential and financial capacity for 1 No. AMC work for 77 nos. AC machine under this Division. Last date of online submission of the bid : 22.06.2026, 10:00 HRS. The other details may be seen from the website https://www.wbtenders.gov.in and https://www.wbiwd.gov.in and also from office of the undersigned on any working days. Sd/- Executive Engineer, Durgapur Mechanical & Electrical Division Durgapur, Paschim Bardhaman, I & W Dte. ICA- T9922(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer Asansol Highway Division, P. W. (Roads) Directorate, World Bank N.H. Campus (Behind Asansol Girl's College) Asansol : 1st Corrigendum against e-NIQ no. 03 of 2026-27 for the work " Performing Sub Surface Utility Engineering (SUE) Survey using Ground Penetrating Radar (GPR) and Electronic Cable & Pipe Locator (EPL) to find out the depth, alignment and diameter of underground utilities like Water/Gas Pipes, Electrical cables, OFC etc. at DVC Feeder road including Durgapur Station road under Asansol Highway Division in the District of Paschim Bardhaman during the year 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5014477_1 Tender ref. No. WBPWD/Rds/EEAHD/eNIQ-03 /2026-27 Bid Submission closing date (online) up to 17.06.2026 up to 16:00 PM. Further Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be download from : https://tenders.wb.gov.in Sd/- E.E., A.H.D., P.W.(R)D., GOVT OF WB. ICA- T9971(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: "Day to day operation and maintenance of EI at VYBK------Repairing and Replacement of different parts of Existing 4 Nos. 500 KVA Diesel Generator Set at Sub-Station - A,B,C & D". Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-69/2026-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5015324_1. Document Download Closing Date: 23.06.2026 up to 11:00 Hrs. Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division ICA- T9976(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, Midnapur Division, P.W.Dte. at Midnapore, district Paschim Medinipur invites e-Tender No.3(1) of 2026-27 for 01 (one) no. work related to Building work -Construction of attached Toilet at first floor level for the office chamber of Superintending Engineer, South Western Circle, P.W.Dte. within Midnapore P.W.D. Campus, under Midnapur Division, P.W.D., during the year 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015280_1 Bid submission closing date 22/06/2026 upto 14.00 hrs. (online). Details will be available at https://tenders.wb.gov.in, www.wbpwd.gov.in & this office Notice Board. Further detail information shall be available from the office of the undersigned from 11.00 AM to 4.00 PM on any working day. Sd/- Surajit Mandal Executive Engineer, Midnapur Division, P.W.Dte. ICA- T9973(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING QUOTATION

Executive Engineer, N. H. Division No III, P.W. (Roads) Directorate invites online e-Quotation for the work of "Providing round the clock security services by deploying 3 (three) nos. per day of security guards (without Arms) for guarding office premises of N.H. Division No.-III, Durgapur N.H. Sub-division, Departmental Go-down and colony complex in the district of Paschim Bardhaman for a period of one year during the year 2026-27." eNIQ No.02 (2ND Call) of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015276_1. Bid submission start date (online) : 10.06.2026 at 07:00 P.M. Bid submission closing date (online) : 23.06.2026 upto 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.A. and Tender documents may be downloaded from: **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- EE, NHD-III, PWRD, GOVT. OF W.B. ICA- T9963(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender ID- 2026_WBPWD_5015273_1
NIeT Ref. No.- 06/A.E./P.W.D. /J.S.D. of 2026-27

Jadavpur Police Housing Estate- Quarter No GA-03 (1st floor) - Repair Works. Amt. Rs. 4,89,159.00. **Last Date of Submission of Bid 25.06.2026 upto 2:00 p.m.** Corrigendum if any will be published in website only. Details may be seen from the departmental Website & in office notice board. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Jadavpur Sub-Division. ICA- T9947(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum Notice

1st CORRIGENDUM against N.I.T NO. WBPWD/EE/HCD/eNIT-15 (2nd call for Sl 05)/2025-26 of the Executive Engineer, P.W.D, Howrah Construction Division, Tender ID: 2026_WBPWD_5014468_1. Bid Submission end date extended upto:- 12.06.2026 at 4:00 P.M. Details will be available from the website **http://wb.teenders.gov.in** and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/-Executive Engineer, P.W.D, Howrah Construction Division. ICA- T9953(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
TENDER ID-2026_WBPWD_5015312_1/ 2/3/4/5/6/7/8/9

Sealed Bids are invited against NIeT No: WBPWD/AE/KMCHSD/NIT-01e/2026-27 for 9 (Nine) numbers work. Bid submission start date is 16.06.2026 from 11:00 A.M. & Bid submission end date is 23.06.2026 upto 2:00 P.M. Details are available in **tenders.wb.gov.in** & **www.pwdwb.gov.in** as well as at the office of the Assistant Engineer, Kolkata Medical College Hospital Sub-Division, P.W.D, 33A, Eden Hospital Road, Kolkata-700073. Sd/- Assistant Engineer, P.W.D, Kolkata Medical College, Hospital Sub-Division. ICA- T9988(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-Tenderis invited by the undersigned for the work "Annual Maintenance Estimate of Electrical Installation of State Labour Institute--AMC of Air Conditioner Machines." Tender ID- **2026_WBPWD_5015277_1,** Tender No : **WBPWD/EE/06/IR/T/KCED/II of 2026-27**. Bid Submission end date 25.06.2025 up to 02:00 P.M. Website: **http://www.pwdwb.in** for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B.Mandal, Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division. ICA- T9956(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Executive Engineer, Asansol Mechanical Divn., P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref No. **WBPHED/EE/AMD/ NIeT-06 of 2026-2027 and ID : 2026_PHED_1027498_1.** BIS renewal of Bottling Plant under Asansol Mechanical Division, P.H.E. Dte. For details visit website **https://wbtenders.gov.in** The last date submission of tender is 19.06.2026 upto 11.00 hrs. Sd/- Executive Engineer, Asansol Mechanical Division, P.H.E. Dte., Govt. of West Bengal. ICA- T9951(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/PWD/Bidhannagar West Sub-Division-II invites Online e-tender for 05 (Five) No. works related to Civil Works under Bidhannagar West Division, PWD. **N.I.e.T. NO. 02/AE/BNWSD-II of 2026-2027.** Bid submission start date (Online) : 10/06/2026. Bid submission closing date (Online) : 23/06/2026. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and documents may be downloaded from : **http://wbetenders.gov.in** Tender Id no: 2026_WBPWD_5015319_1, 2026_WBPWD_5015319_2, 2026_WBPWD_5015319_3, 2026_WBPWD_5015319_4 & 2026_WBPWD_5015319_5. Sd/-Assistant Engineer, PWD, Bidhannagar West Sub-Division-II. ICA- T9984(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIQ No. KMDA/EM/EE/ED-II/ NIQ-02/2026-27

Online quotation is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-II, EM Sector, KMDA, Block-D, 2nd floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from eligible OEM/Authorized service provider of OEM Firms, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Comprehensive Maintenance Contract for LG make VRF (Variable Refrigerant Flow) machines installed at Mahanayak Mancha, Unnayan Bhavan for a period of 1(One) Year., Rate to be quoted, Rs.4,720/- (Initial), 01 year from the date of firm order, **Last date & time of online quotation submission:** 22.06.2026 upto 14.00 hours., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-112)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA- T9895(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

E-tenders are invited by the Commissioner of Police Kolkata for 1) "Necessary repair to Toilet with allied work at "D" Coy Police Barrack within Khadya Bhawan, Kolkata, during the year 2026-2027." 2) "Necessary outside repairing & painting of "G" Building Quarters of BIPASHA PHE at 134/1, C S Mukherjee Street, Konnagar, during the year 2026-2027." 3) "Internal repairing & painting of Qtr. No. K-5 at Alipore PS & Barrack at 8, Belvedre Road, Kolkata, during the year 2026-2027." 4) "Supply, repairing & re-installation, testing and commissioning of Public Address/ Sound System epuipments in the B G Lines Auditorium situated at 7, D H Road, Kolkata-700027 during the year 2026-2027." The last date for submission of the e-tenders is 22/06/2026 up to 12.00hours. The NIT Document and other details will be available in the website: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- For Commissioner of Police, Kolkata. ICA- T9898(1)/2026

দীর্ঘদিনের নদী দূষণের সমস্যার সমাধানে আশার আলো দেখছেন সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১০ জুন ঃ দীর্ঘদিনের নদী দূষণের সমস্যার সমাধানে এবার নতুন করে আশার আলো দেখছেন নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। রাজ্যে ও কেন্দ্রে একই রাজনৈতিক দলের সরকার প্রতিষ্ঠার পর চূর্ণী, মাথাভাঙ্গা ও ইছামতি নদীর ওপর নির্ভরশীল হাজার হাজার মানুষ আশা করছেন, বহু বছরের জলদূষণ সমস্যার এবার স্থায়ী সমাধান হবে। জানা যায় বাংলাদেশ থেকে আসা মাথাভাঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে চূর্ণী ও ইছামতি নদী। অভিযোগ, বাংলাদেশের দর্শনায় অবস্থিত কেরু অ্যান্ড কোম্পানির চিনিকল থেকে প্রতি বছর ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে দূষিত বর্জ্য জল মাথাভাঙ্গা নদীতে ফেলা হয়। এর ফলে নদীর মাছ, জলজ প্রাণী ও বিভিন্ন জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয়দের দাবি, এই দূষিত জল ব্যবহারে কৃষিজমির ফসল নষ্ট হয়, পশুপাখির মৃত্যুও ঘটে এবং মানুষের মধ্যে বিভিন্ন চর্মরোগের প্রকোপ দেখা দেয়। বহু বছর ধরে এই সমস্যা নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে আসছে একাধিক সংগঠন। তাদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত আবেদন জানানো হয়েছে। এমনকী দূষিত নদীর জল নমুনা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর দফতরেও পাঠানো হয়েছিল বলে দাবি সংগঠনের সদস্যদের। চূর্ণী ও মাথাভাঙ্গা নদী বাঁচাও কমিটির সম্পাদক স্বপন ভৌমিক জানান, বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থও হয়েছিলেন তারা। আদালত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিল। তিনি বলেন, এবার ডবল ইঞ্জিন সরকার এসেছে। আমরা আশা করছি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সমস্যার

স্থায়ী সমাধান হবে। স্থানীয় এক মৎস্যজীবী জানান, নদীতে মাছের মৃত্যু ও জীবিকার সংকটের কারণে বহু মানুষ ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সহ- সভাপতি অমিত দাস, বিজেপি নেতা রূপকুমার ঘোষ এবং কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক সুকান্ত বিশ্বাসও দ্রুত সমাধানের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এখন নদীপাড়ের মানুষের আশা, ডবল ইঞ্জিন সরকার এই নদী দূষণের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করুক।

ফুলবাড়ী এলাকায় রহস্যময় ড্রোন, আতঙ্কিত এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১১ জুন ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ফুলবাড়ী এলাকায় আচমকাই একটি রহস্যময় ড্রোনের দেখা মেলায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সীমান্ত থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে এই ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বৃহস্পতিবার দুপুরে আকাশে একটি অজানা ড্রোন উড়তে দেখা যায়। কিছুক্ষণ ধরে এলাকায় চক্কর কাটার পর সেটি নিউ জলপাইগুড়ি থানার অধীন ডাবগ্রাম পুলিশ ব্যাটালিয়নের সামনে এসে পড়ে। ঘটনাটি নজরে আসতেই এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্রুত পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ড্রোনটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে প্রাথমিক তদন্তে এখনও পর্যন্ত ড্রোনটির মালিক বা এর উৎস সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাটি ঘিরে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ঘটনাস্থল থেকে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের দূরত্ব প্রায় দুই কিলোমিটার। সেই কারণে বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে প্রশাসন। ড্রোনটি কোনও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্যে সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রবেশ করেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ড্রোনটির প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণ করা হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে এর উড়ানপথ, নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এবং সম্ভাব্য মালিকের সন্ধান করা হবে। রহস্যময় এই ড্রোন ঘিরে ইতিমধ্যেই কৌতূহল ও উদ্বেগ ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। এখন তদন্তের অগ্রগতির দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ফুলবাড়ীর বাসিন্দারা।

বিজ্ঞপ্তি

আমি ইদ্রীশ মোল্লা বিগত ইং - ০২.০৪.২০২৫ সালে 3344/25 দলিল মূলে অরবিন্দ মিশ্র পক্ষে-আমোক্তার- অশোক কুমার মিশ্র (পাওয়ার নং ঃ-910/2011) এর নিকট হইতে -চামরাইল মৌজায়, জে এল নং - ১৩, এল আর ৯৮ /২ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক আর এস ৩১৯৬ নং দাগ হইতে হাল ৩২২২ দাগে ১ কাঠা ৫ ছটাক সম্পত্তি খরিদ করিয়া বালি জগাছা বি. এল এন্ড. এল.আরও অফিসে মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি উক্ত আমোক্তার দাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হইতে আগামী- ১ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল উৎপল কুমার কোলে পিতা- রামকৃষ্ণ কোলে মহাশয় গত ইংরাজী ৮।৯।২০২২ তারিখে এ. ডি. এস. আর হাওড়া অফিসে ০৭৫৮৯ নং দলিল দ্বারা বালি মৌজায় আর. এস ৪৭৪৪ নং খতিয়ানে আর এস ৩৭৮ নং দাগে রেকর্ড অনুযায়ী ৪.৬৬ শতক শুনা জমি খরিদ করেন একটি আমমোক্তার দলিল দ্বারা, যাহার বুক নং- ১. দলিল নং- ০৫০২০৪২০৪, সাল ২০২২, এ.ডি. এস. আর, হাওড়া, আমমোক্তার দাতা হইলেন (১) অরুনাংশু হাতি ও (২) কাজল হাতি। উক্ত মক্কেল নাম খারিজ করিতে ইচ্ছুক, যদি কাহারও আপত্তি থাকে অদ্য হইতে ১ মাসের মধ্যে বি.এল. আর.ও বালি জগাছায় অবগত করুন। অন্যথা আইনি কার্যকর দ্বারা নাম খারিজ হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Abhisek Roy
Advocate
JUDGES COURT, HOWRAH

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তাঁর হয়ে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরক্ষপুরস্থ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজারের কার্যালয়ের ডেপুটি সিএমই / রিপেয়ার নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন 'ই-ওপেন টেন্ডার'-এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করছেন।
ক্রমিক নং-১, ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও কাজের নামঃ টেন্ডার নং 06-GKP-MWS-2026-27 GKPS-তে কাজের পরিধি অনুযায়ী ৩ বছরের জন্য EOT ক্রেন নং ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭ ও ৪৬৫ (মোট ৫টি)-এর সামগ্রিক AMC (রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি)। আনুমানিক মূল্য (টাকায়)ঃ ₹ ১৭,৪৫,০৬৬.৯১ জামানতের অর্থ (টাকায়)ঃ ৩৪,৯০০ /- টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ শূন্য টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়ঃ ০৩-০৭-২০২৬ তারিখ, বেলা ১১.০০টা পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদঃ ৩৬ মাস।
উপরোক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্য ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট http:// www.ireps.gov.in-এ-ও পাওয়া যাবে।
ডিওয়াই.সিএমই / রিপেয়ার, মেক. ওয়ার্কশপ
CPRO/Yantrik-38 **গোরক্ষপুর**

কখনও গাড়ির ছাদে বা ফুটবোর্ডে ভ্রমণ করবেন না।

NOTICE INVITING TENDER

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide NIT No-02/Sub/II of 2026-27 for 02 (One) Nos works from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour.
Last date of application-16.06.2026
Last date of receiving tender paper-18.06.2026
Sd/- S. Chakraborty
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh Hooghly

HALLMARK PROPERTIES AND TRADERS LIMITED
CIN : L70101WB1983PLC036161
Regd. Office :
7, P.K.Tagore Street, Kolkata - 700006
Email: shranchi@yahoo.com
CORRIGENDUM

In the announcement published dated 12th April, 2026, the word "Unaudited" should be read as "Audited" in respect of the Financial Results for the 4th Quarter ended 31st March, 2026. The error is regretted.
By Order of the Board
Sd/-
(Vinita Harlalka)
Director
Place: Kolkata
Date: 11-06-2026 DIN: 00612517

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে জিআইএস ম্যাপিং -এর কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ১৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৫-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নম্বর ঃ ০৬-এপি-II-২০২৬; কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনের এক্তিয়ারাধীন রেলওয়ের জমিতে বেদখল জায়গা, বৃক্ষরোপণ, পার্ক, অধিক খাদ্য ফোলানোর প্রকল্পের জন্য লাইসেন্সকৃত জমি, খালি জমি ইত্যাদির জিআইএস ম্যাপিং সংক্রান্ত কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৬৯,০৮,৯৪৩/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,৩৮,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৯-০৬-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমি অভিজিত কাঁড়ার - বিগত ইং - ০২।১২।২০২৪ তারিখে 12615/24 নং দলিল মূলে সঞ্জয় কুমার আগরওয়াল পক্ষে আমোক্তার আরভ আগরওয়াল (পাওয়ার নং- 480/2023) -এর নিকট হইতে বেলগাছিয়া কিসমত মৌজায়, জে এল নং- ১০৯ ভুক্ত এল আর ৭২০২ নং হাল খতিয়ানভুক্ত হাল ৮১৪ /১৫৪৭, ৮১৪/ ১৩৩৫, ৮১৪/১৩৩৬, ৮১৪/ ১৩৩৭ নং দাগে ৩.৭৩ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া বালি জগাছা বি.এল. এন্ড.এল. আরও অফিসে মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি উক্ত আমোক্তার দাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হইতে আগামী- ১ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যাবস্থা গ্রহন করা হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি অভিজিত কাঁড়ার -বিগত ইং ২৮।০৭।২০২৫ তারিখে 208413/25 নং দলিল মূলে সঞ্জয় কুমার আগরওয়াল পক্ষে আমোক্তার আরভ আগরওয়াল (পাওয়ার নং- 480/2023) এর নিকট হইতে বেলগাছিয়া কিসমত মৌজায়, জে এল. নং- ১০৯ ভুক্ত হাল. এল. আর ৭২০২ নং খতিয়ান ভুক্ত হাল 814/1335 নং দাগে ৩.৩৩ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া বালি- জগাছা বি. এল. এন্ড এল-আরও অফিসে মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি উক্ত আমোক্তার দাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির কোনরূপ অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিনে হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হবে, নুতবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যাবস্থা গ্রহন করা হইবে।

লামডিং ডিভিশনে এসএলআর এবং ভিপি লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে

লামডিং ডিভিশন থেকে শুরু হওয়া ট্রেনগুলিতে ০৩ বছরের জন্য এসএলআর এবং ভিপি লিজ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: লিজ-এলএমজি-২২-২৬। একক দর:** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি এবং প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (দুই দিকে)। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট) ঃ ২৪-০৬-২০২৬ তারিখে ১১:০০ টায়।**

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	লট বন্ধের তারিখ ও সময়
এএ/১	১৫৬৫৩-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-জেএটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১১:৩০ টায়
এএ/২	১৫৬৬৮-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-জিআইএমবি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১১:৪০ টায়
এএ/৩	১৫৬৭৬-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এনজেপি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১১:৫০ টায়
এএ/৪	১৫৮১৫-এসএলআর-আর১-ডিএইচওয়াই-ডিকেজিএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১২:০০ টায়
এএ/৫	১৫৬৬৯-এসএলআর-আর১-ডিএইচওয়াই-ডিবিআরজি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১২:১০ টায়
এএ/৬	১৫৬৬৫-এসএলআর-এফ২-ডিএইচওয়াই-এমএক্সএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১২:২০ টায়
এএ/৭	১৫৬০৩-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এলইডিও-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১২:৩০ টায়
এএ/৮	১৫৬২১-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এএনভিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১২:৪০ টায়
এএ/৯	১৫৬০৩-এসএলআর-এফ২-ডিএইচওয়াই-এলইডিও-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১২:৫০ টায়
এএ/১০	২২৫১২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এলটিটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৩:০০ টায়
এএ/১১	১২৫৫২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এসএমভিবি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৩:১০ টায়
এএ/১২	১৫৬৩৬-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-ওকেএইচএ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৩:২০ টায়
এএ/১৩	১২০৮৮-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এনএইচএলএন-২৬-১(পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৩:৩০ টায়
এএ/১৪	১৫৬৪৮-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এলটিটি-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৩:৪০ টায়
এএ/১৫	১৫৬৫৫-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এসভিডিকে-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৩:৫০ টায়
এএ/১৬	১৫৮১৫-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-ডিকেজিএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৪:০০ টায়
এএ/১৭	১৫৭৫৪-এসএলআর-এফ২-ডিএইচওয়াই-এপিডিজে-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৪:১০ টায়
এএ/১৮	১৫৭৫৪-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এপিডিজে-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৪:২০ টায়
এএ/১৯	১৫৬২৪-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-বিজিকেটি-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৪:৩০ টায়
এএ/২০	১৫৬৬২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-আরএনসি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৪:৪০ টায়
এএ/২১	১২৫১৮-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-কেওএএ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৪:৫০ টায়
এএ/২২	১৯৬১৬-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-ইউডিজেড-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৫:০০ টায়
এএ/২৩	২২৪৪৯-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এনডিএলএস-২৬-১(পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৫:১০ টায়
এএ/২৪	১৫৬১৭-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-ডিএলসিআর-২৬-১(পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৫:২০ টায়
এএ/২৫	১৫৬৬৯-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-ডিবিআরজি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৫:৩০ টায়
এএ/২৬	১৫৭৫৪-এসএলআর-আর১-ডিএইচওয়াই-এপিডিজে-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৫:৪০ টায়
এএ/২৭	১৫৬৩২-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-বিএমই-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৫:৫০ টায়
এএ/২৮	১৫৬৪০-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-পিইউআরআই-২৬-১(পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৬:০০ টায়
এএ/২৯	১৫৬০২-এসএলআর-আর১-ডিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৬:১০ টায়
এএ/৩০	১৫৬১৩-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এমজেডএস-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৬:২০ টায়
এএ/৩১	১৫৬৬৫-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এমএক্সএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৬:৩০ টায়
এএ/৩২	১৫৬০২-এসএলআর-এফ২-ডিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৬:৪০ টায়
এএ/৩৩	১৫৬৩৪-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-বিকেএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৬:৫০ টায়
এএ/৩৪	১৩৩০৬-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-ডিএডিএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৭:০০ টায়
এএ/৩৫	১৫০৭৭-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-জিটিএনআর-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৭:১০ টায়
এএ/৩৬	১২৫১০-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এসএমভিবি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৭:২০ টায়
এএ/৩৭	১৩২৪৭-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এআরএ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৭:৩০ টায়
এএ/৩৮	১৫৬৬৯-এসএলআর-এফ২-ডিএইচওয়াই-ডিবিআরজি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৭:৪০ টায়
এএ/৩৯	১৫৬৬৫-এসএলআর-আর১-ডিএইচওয়াই-এমএক্সএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৭:৫০ টায়
এএ/৪০	১৫৮১৫-এসএলআর-এফ২-ডিএইচওয়াই-ডিকেজিএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৬-২৬ -এ ১৮:০০ টায়
এএ/৪১	১৫৬৫১-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-জেএটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৫-০৬-২৬ -এ ১০:৩০ টায়
এএ/৪২	১৫৬২০-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-জিএওয়াই-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর)	২৫-০৬-২৬ -এ ১০:৪০ টায়
এএ/৪৩	১৫৬০২-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৫-০৬-২৬ -এ ১০:৫০ টায়
এবি/১	১৯৬১৬-১৯৬১৫-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-ইউডিজেড-২৬-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	২৫-০৬-২৬ -এ ১১:০০ টায়
এবি/২	১২৫০২-১২৫০১-ভিপি-১-এজিটিএল-কেওএএ-২৬-২ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	২৫-০৬-২৬ -এ ১১:১০ টায়
এবি/৩	১৫৬২৪-১৫৬২৩-ভিপি-১-কেওয়াইকিউ-বিজিকেটি-২৬-৩ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	২৫-০৬-২৬ -এ ১১:২০ টায়

প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধ হওয়ার মধ্যবর্তী সময় ১০ মিনিট। লট ভিত্তিক বন্ধের সময় আইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউলে দেখা যাবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস -এর ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **D.G. (Mech.)/Roads, KMC** invites e-Tender online item wise rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/ASPH/P.B/BNG-25/2025-26
Name of the Work: **Supply and fitting, fixing of cutting tool for road cutting milling machine W-100 at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated Cost: **Quotation**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of Bid: **29.06.2026 – 2 pm.** Bid Opening date for Technical Proposals (Online): **01.07.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.06.2026 (6 p.m.)** in the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C. E. (M)/Roads, KMC** invites e-Tender online item wise rate two bid system for the following work:
NIT No.: ASPH/PB/ARAHA-06/25-26
Name of the Work: **Repairing and Maintenance of Departmental Tipper Truck WB03C-1278 at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated Cost: **Quotation**. Earnest Money: **2% of quoted rate**. Period of Completion: **10 days**. Last date and time of submission of Bid: **20.06.2026 – 2 p.m.** Bid Opening date for Technical Proposals: **22.06.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **12.06.2026 (6 p.m.)** in the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Exe. Engineer (C)/Br.-VI, KMC** invites e-Tender percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/E.E.(C)/VI/054/043/UTTARAN/ 2025-2026/ R (2nd Call)
Name of the Work: **Improvement of Uttaran Sewer Line at 5/1 Hatibagan Road in Ward No-54.** Estimated Cost (incl. GST & Cess): ₹ **3,99,320.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **40 days.**
(2) NIT No.: KMC/E.E.(C)/VI/054/046/ UTTARAN/2025-2026/R (2nd Call)
Name of the Work: **Repairing of Uttaran Concrete Passage at 2E/1 and 2P Cantopher Lane in Ward No-54.** Estimated Cost (Incl. GST & Cess): ₹ **4,29,119.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **40 days.**
(3) NIT No.: KMC/E.E.(C)/VI/054/048/2025-2026/D (2nd Call)
Name of the Work: **Restoration of Asphaltum Road Disturbed due to cutting by Water Supply, CESC Ltd. and Natural Wear & Tear at 6, 10,18/A Girish Ch. Bose Rd, 23 Tantibagan, 14 Ismail St. 1/1,38, S.S.A. Rd. and Surrounding Area in Ward No-54.** Estimated Cost (Incl. GST & Cess): ₹ **3,44,474.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of Bid: **20.06.2026 – 3 p.m.** (For Sl. No 1 to 3). Tender open date and time: **22.06.2026 at 3 p.m.** (For Sl. No 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **12.06.2026 (6 p.m.).** (For Sl. No 1 to 3). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No 1 to 3).

The **E.E/WS/Br.-XI (JU), KMC** invites e-Tender for the following works: (Submission of bid through online)
(1) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/02/2026-27 (1st Call)
Name of the Work: **Shifting of 150MM dia D.I Water Supply Line along with laying of 100MM dia C.I/PVC at Purbo Putiary near Tarun Sangha Club and Satbigha near Soni Mandir in Ward No-114, Br.-XI.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,07,285.32**. Earnest Money: ₹ **4,200.00**. Time of Completion: **28 days**.
(2) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/03/2026-27 (1st Call)
Name of the Work: **Development of W.S pipe line by supply & laying of 100 MM dia DI pipe from Garia Adi Samshan to Hater More (Boral Main Road) in Ward No-111.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,87,832.75**. Earnest Money: ₹ **5,800.00**. Time of Completion: **11 days**.
(3) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/04/2026-27 (1st Call)
Name of the Work: **Development of W/S networks by supplying 150MM & 100MM SV, pickup point at Dakhin Ananda Pally, Dhali Para, Zora Bill etc. with ancillary work in Ward No-114, Br.-XI.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,90,397.58**. Earnest Money: ₹ **5,900.00**. Time of Completion: **30 days**.
(4) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/05/2026-27 (1st Call)
Name of the Work: **Laying of 100MM dia DI W.S pipe line from 228/1 to 145 Briji West in Ward No-110.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹**2,74,336.43**. Earnest Money: ₹ **5,500.00**. Time of Completion: **12 days**.
(5) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/06/2026-27 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of W/S service line by leak repair, cutting & flushing, at Pal Para, Niranjan Pally, Ambagan etc. and disinfection for low water pressure at different locations in Ward No-113.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **1,98,081.91**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Time of Completion: **30 days**.
(6) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/07/2026-27 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of W/S service pipe by leak repair, cutting, flushing, house connection, S.V install with chamber, restore contamination and disinfection etc. at Panchanantala and Boral Main Road surrounding area in Ward No-111, Br.-XI.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **4,80,876.30**. Earnest Money: ₹ **9,700.00**. Time of Completion: **45 days**.
(7) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/08/2026-27 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of W/S S/Main by leakage repair, house connection with change of house connection pipe etc. damage by S&D drainae work at Kalitala Park South, Congress Nagar, Anand Pally diff. Bye Lane in Ward No-113, Br.-XI.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,95,716.86**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Time of Completion: **30 days**.
(8) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/09/2026-27 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of W.S 450 & 300 MM dia R/Main and W.S service line by leak repair, shifting connection, Air valve repair etc. at Bose Para, Bidhan Pally & Kalachand Para diff. Bye Lanes in Ward No-111, Br.-XI.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **4,82,158.04**. Earnest Money: ₹ **9,700.00**. Time of Completion: **45 days**.
(9) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/10/2026-27 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of W/S pipe line by leak repair, valve repair, cap wash etc. at Dhali Para & diff. Bye Lanes in Ward No-114, Br.-XI.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,97,527.48**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **35 days**.
(10) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/11/2026-27 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of W/S pipe line by leak repair, valve repair, disinfection etc. at Dakhin Ananda Pally & diff. Bye Lanes in Ward No-114, Br.-XI.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,95,858.12**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Time of Completion: **30 days**.
(11) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/12/2026-27 (1st Call)
Name of the Work: **Link connection of newly installed big dia T/Well at Kachha VIP infront of Bikash Guha Park in Ward No-110, Br.-XI.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,92,975.27**. Earnest Money: ₹ **5,900.00**. Time of Completion: **07 days**.
(12) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/01/2026-27 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of W/S grid system by cutting flushing, SV installation with chamber, repair house connection and disinfection etc. at Sonali Park and Vidyasagar Park surroundings area in Ward No-113, Br.-XI.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,97,923.43**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Time of Completion: **30 days**. Last date and time of online submission of Tender: **02.07.2026 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 12). Date and Time of Online Open of Tender: **06.07.2026 at 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 12). For full and further details, please visit the website: **https://www.wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 12). Please keep watching on the above website for further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only (For Sl. No. 1 to 12). KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason (For Sl. No. 1 to 12). **(100/26-27)**

অফবিট

জল-অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টে ৬ দিন নিখোঁজ! শ্রাদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যেই ঘরে ফিরলেন দাওয়া শেরপা

পি. ঘোষ

ছ'দিন কেটে গিয়েছে। উদ্ধারকারী দল হাল ছেড়ে দিয়েছিল। পরিবারও ধরেই নিয়েছিল যে তিনি আর ফিরবেন না। সেইমতো দাওয়া শেরপার শ্রাদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল বাড়িতে। এভারেস্টের বুকেই পর্বতারোহী এবং নেপালি গাইডের 'সমাধি' হয়েছে, এটা মেনে নিয়ে মৃত্যুর খবরের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু 'রাখে হরি মারে কে!' কিছু কিছু এমন 'মিরাকল'ও হয়, যেখানে অবিশ্বাস্য কিছুতেও বিশ্বাস করতে বাধ্য হতে হয়। মাউন্ট এভারেস্টে হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যে কোনও খাবার-জল, এমনকি অক্সিজেনের সিলিন্ডার ছাড়া টানা ছয় দিন নিখোঁজ ছিলেন দাওয়া শেরপা। তারপর সমস্ত জাগতিক নিয়ম আর বিজ্ঞানের যুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জীবন্ত ফিরে এলেন ৫২ বছর বয়সি দাওয়া শেরপা। পর্বতারোহণের ইতিহাসে একে 'বিশুদ্ধ অলৌকিক' বা মিরাকল ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা। টানা ছয় দিন ধরে মাউন্ট এভারেস্টের ওপরের অংশে প্রকৃতির নারকীয় রূপের মধ্যে একা লড়াই করছিলেন দাওয়া। এদিকে বেস ক্যাম্পে ততক্ষণে রটে গিয়েছে তাঁর মৃত্যুর খবর। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎই চমকে ওঠেন 'সাগরমাথা পলিউশন কন্ট্রোল কমিটি'-র সাফাই কর্মীরা। যাঁরা পাহাড়ের আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করেন, তাঁরা লক্ষ্য করেন বেস ক্যাম্পের কিছুটা ওপরে খুম্বু আইসফলের বিপজ্জনক খাঁদ পেরিয়ে একটা মানুষ গুটিগুটি পায়ে নিচের দিকে নেমে আসছে। কাছে গিয়ে তাঁরা দেখেন, চরম পরিশ্রমে ও ঠান্ডায় প্রায় অসা। হয়ে যাওয়া ওই ব্যক্তি আসলে আর কেউ নন, স্বয়ং নিখোঁজ দাওয়া শেরপা! তিনি তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলেন না, আক্ষরিক অর্থেই বরফের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামছিলেন। সাফাই কর্মীরা তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে বেস ক্যাম্পে নিয়ে আসেন।

সেখান থেকে একটি উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারে করে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দাওয়া শেরপার খোঁজে তল্লাশি অভিযানের তদারকিতে থাকা '৮কে এক্সপিডিশন'-এর পেম্বা শেরপা এক সংবাদসংস্থাকে বলেন, ''আজ সকালে এসপিসিসি-র একটি দল বেস ক্যাম্পের খুব কাছে দাওয়াকে খুঁজে পায়। উনি হামাগুড়ি দিয়ে নিচে নামছিলেন। নেপালের একটি ট্র্যাকিং কোম্পানির তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখা হয়েছে, মরসুম শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে পাহাড়ের ওই অংশের স্থায়ী মই বা ল্যাডারগুলি পর্যন্ত সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সেই বিপজ্জনক খুম্বু আইসফল পেরিয়ে, কোনও খাবার, জল বা অতিরিক্ত অক্সিজেন ছাড়াই দাওয়া প্রায় এক সপ্তাহ একা বেঁচে রইলেন। এটা অলৌকিক ছাড়া আর কিছুই নয়।'' দাওয়া শেরপার পরিবার জানিয়েছে, বর্তমানে হাসপাতালে তাঁর ফ্রস্টবাইট (তীব্র ঠান্ডায় ত্বক ও টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া) এবং অন্যান্য শারীরিক জটিলতার চিকিৎসা চলছে। তবে তিনি এখন অনেকটাই সুস্থ। দাওয়ার মেয়ে মেন্দো লামু শেরপা রয়টার্সকে বলেন, ''বাবা আমাকে চিনতে পেরেছেন। উনি ভাল আছেন এবং কথাও বলছেন। আমরা খুব খুশি।''তবে এই বেঁচে ফেরার খবর প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি তাঁর পরিবার। দাওয়ার স্ত্রী দামু শেরপা বলেন, ''খবরটা শুনে আমরা কী করব বুঝতে পারছিলাম না, কারণ আমরা তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। গতকাল থেকেই আমরা ওঁর আত্মার শান্তির জন্য শ্রাদ্ধের পুজো শুরু করে দিয়েছিলাম।'' মেয়ে মেন্দো জানান, যখন ফোনে খবর আসে যে বাবা বেঁচে আছেন, তখন তাঁরা ভেবেছিলেন কেউ রসিকতা করছে। পরে হাসপাতাল থেকে বাবার ছবি পাঠানো হলে তবেই তাঁদের বিশ্বাস হয়। কীভাবে এভারেস্টে হারিয়ে গেলেন দাওয়া? পর্বতারোহী ও বন্ধুদের মহলে দাওয়া শেরপা 'হিলারি' নামে পরিচিত। এভারেস্টজয়ী কিংবদন্তি এডমন্ড হিলারির নামানুসারেই এই প্রবীণ গাইডকে ভালোবেসে এই নামে ডাকতেন সকলে। চলতি মরসুমে ব্রিটিশ রয়্যাল মেরিনের প্রাক্তন জওয়ান ক্রিস থ্রাল-এর গাইড বা সহযোগী হিসেবে পাহাড় চড়ছিলেন দাওয়া। গত ২৯ মে বিকেল ৫টা নাগাদ যখন ক্যাম্প ফোর থেকে ক্রিস ও দাওয়া নিচে নামতে শুরু করেন, তখনই ঘটে বিপর্যয়। ক্রিস থ্রাল ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও বার্তায় সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েছেন। তিনি জানান, সামিট বা চূড়া ছুঁয়ে ফেরার পথটি অত্যন্ত দুর্গম ছিল। যে পথ ৫ দিনে শেষ হওয়ার কথা, আবহাওয়া খারাপ থাকায় সেখানে ১১ দিন সময় লেগে গিয়েছিল। ক্রিস বলেন, ''নিচে নামার সময় ভারী ব্যাকপ্যাক পিঠে নিয়ে দাওয়া একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য একটা জায়গায় বসেন। আমি ঘুরে জিজ্ঞেস করলাম, হিলারি ভাই, তুমি ঠিক আছ তো? ও বলল- হ্যাঁ হ্যাঁ ক্রিস, তুমি এগোও, আমি আসছি। শেরপাদের ক্ষেত্রে এটা খুব স্বাভাবিক, আমরা আগে পরে করেই নামছিলাম।'' কিন্তু কিছুটা নিচে নামার পরেই ক্রিস দেখতে পান একজন পোলিশ পর্বতারোহী অক্সিজেনের অভাবে এবং ফ্রস্টবাইটের কারণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। ক্রিস এক চরম ধর্মসংকটের মুখে পড়েন। তিনি বলেন, ''আমার সামনে তখন দুটো রাস্তা। এক, পেছনে ফিরে দাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা, যে কি না এর আগেও শত শত বার এমন পরিস্থিতি থেকে অনায়াসে ফিরে এসেছে। আর দুই, চোখের সামনে অক্সিজেনের অভাবে ছটফট করা পোলিশ পর্বতারোহীকে সাহায্য করা।'' ক্রিস দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি নেন। নিজের অক্সিজেন সিলিন্ডার ওই পোলিশ পর্বতারোহীর সঙ্গে শেয়ার করে তাঁকে নিয়ে নামতে শুরু করেন ক্রিস। যে পথ নামতে ২ ঘণ্টা লাগে, আবহাওয়া এতটাই খামখেয়ালি ছিল যে ক্যাম্প থ্রি-তে পৌঁছাতে তাঁদের ১১ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। ততক্ষণে দাওয়া শেরপার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। এরপরই নিখোঁজ হয়ে যান দাওয়া। ক্রিস নিজেও ধরে নিয়েছিলেন যে দাওয়া আর বেঁচে নেই এবং বুধবার ইনস্টাগ্রামে তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে ভিডিও-ও পোস্ট করেন তিনি। কিন্তু সমস্ত অনুমানকে ভুল প্রমাণ করে, মৃত্যুর মুখ থেকে হাসিমুখে ফিরে এলেন এভারেস্টের এই অপরাজেয় সন্তান।

জল্পনাই হল সত্যি, রাজ্যসভার সদস্যপদ ছাড়লেন কোয়েল মল্লিক

...১ পাতার পর
সেই জটিল রাজনৈতিক কাদা-ছোড়াছুড়ির মধ্যে আর থাকতে চাইছেন না রঞ্জিত-কন্যা। তাঁর অবস্থা এখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'। কোনওরকম রাজনৈতিক বিতর্কে না জড়িয়ে সোজা ব্যাটন ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। গত কয়েকদিনে একের পর এক সাংসদের পদত্যাগে রাজ্যসভার অঙ্ক দ্রুত বদলাতে শুরু করেছে। বর্তমানে দলের সাংসদ সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে। সূত্রের খবর, এখানেই থামছে না পদত্যাগের পর্ব। চলতি সপ্তাহ ও আগামী সপ্তাহে আরও কয়েকজন সাংসদের ইস্তফার সিদ্ধান্তের খবর সামনে আসতে পারে বলেও জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে দলীয় স্তরে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মত, বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে অসন্তোষের সুর শোনা যাচ্ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে একাধিক সাংসদের পদত্যাগকে অনেকেই বৃহত্তর রাজনৈতিক সমীকরণের অংশ হিসেবে দেখছেন। যদিও পদত্যাগী নেতাদের অধিকাংশই এখনও পর্যন্ত নিজেদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। উল্লেখ্য, অভিনয় জগতের পরিচিত মুখ হিসেবে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে তখন ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল। পরবর্তীতে দিল্লিতে সাংসদ হিসেবে শপথ গ্রহণের সময় তিনি জনসেবা ও দেশের জন্য কাজ করার ইচ্ছার কথাও জানিয়েছিলেন। তবে কয়েক মাসের মধ্যেই সেই অধ্যায়ের ইতি টানলেন অভিনেত্রী। তাঁর এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক মহলে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। রাজ্যসভার আসনগুলিতে ভবিষ্যতে কী সমীকরণ তৈরি হবে, পদত্যাগের এই ধারা আরও কতদূর গড়াবে এবং তার প্রভাব জাতীয় রাজনীতিতে কতটা পড়বে- সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের। কোয়েল মল্লিকের পদত্যাগের ফলে তৃণমূলের সাংগঠনিক ও সাংসদীয় শক্তির ওপর কী প্রভাব পড়ে, আগামী দিনে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয়।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএনজিজি-০৪/২৬-২৭ (ওপেন), তারিখ ০৯.০৬.২০২৬ (জোনাল টেন্ডার)। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগণা, পো. - কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ (প.ব), জোনাল মেয়াদ ০১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত ডিভিসনাল টাউন ইঞ্জিনিয়ার/কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের অধীনে মেরামতি/রক্ষণাবেক্ষণের নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষত রেলওয়ে/সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/এমইএস/ সেচ বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় পূর্বে সমপ্রকৃতির কাজ সম্পাদনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং: ডব্লুটি-০৭-জোন-০১-২৬-২৭। কাজের বিবরণ :** এসএসই/ডব্লু/ইস্ট/ কেপিএ-এর অধীনে ফোরম্যান কলোনি সহ ইনস্টিটিউট, ইটখোলা কলোনি, নিউ কলোনি, কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে হাসপাতাল, কাঁচরাপাড়া স্পোর্টস কমপ্লেক্স (স্টেডিয়াম), এসটিসি ও আরপিএফ ব্যারাক, আরএমপি স্কুলের সেবা ও আবাসিক ভবনগুলিতে সাধারণ মেরামতি, হোয়াইট ওয়াশিং, কালার ওয়াশিং, কাঠের কাজ, রাস্তার কাজ (স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ ব্যতীত) (i) চ্যাপ্টার ১৭ ও ১৮/ইউএসএসওআর ২০২১ ব্যতীত সিপিডব্লুডি ডিএসআর ২০২৩-এর সকল চ্যাপ্টার (যেটি প্রযোজ্য হবে)। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং: ডব্লুটি-০৮-জোন-০২-২৬-২৭। কাজের বিবরণ :** এসএসই/ডব্লু/ওয়েস্ট/ কেপিএ-এর অধীনে ভূতবাগান কলোনি, এইচএলআর কলোনি ও ইনস্টিটিউট, অফিসার'স কলোনি, আমবাগান কলোনি, অফিসার'স ক্লাব, রেস্ট হাউস, সিডব্লুএম বাংলোর অধিকারক্ষেত্রের সেবা ও আবাসিক ভবনগুলিতে সাধারণ মেরামতি, হোয়াইট ওয়াশিং, কালার ওয়াশিং, কাঠের কাজ, রাস্তার কাজ (স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ ব্যতীত) (i) চ্যাপ্টার ১৭ ও ১৮/ইউএসএসওআর ২০২১ ব্যতীত সিপিডব্লুডি ডিএসআর ২০২৩-এর সকল চ্যাপ্টার (যেটি প্রযোজ্য হবে)। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং: ডব্লুটি-০৯-জোন-০৩-২৬-২৭। কাজের বিবরণ :** এসএসই/ডব্লু/ডব্লুএস/ কেপিএ-এর অধীনে লোকো শপ, লোকো শপ কমপ্লেক্স ও কেপিএ স্টোরের সকল স্থানের সেবা ও আবাসিক ভবনগুলিতে সাধারণ মেরামতি, হোয়াইট ওয়াশিং, কালার ওয়াশিং, কাঠের কাজ, রাস্তার কাজ (স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ ব্যতীত) (i) চ্যাপ্টার ১৭ ও ১৮/ইউএসএসওআর ২০২১ ব্যতীত সিপিডব্লুডি ডিএসআর ২০২৩-এর সকল চ্যাপ্টার (যেটি প্রযোজ্য হবে)। **ক্র.নং ৪, টেন্ডার নং: ডব্লুটি-১০-জোন-০৪-২৬-২৭। কাজের বিবরণ :** এসএসই/ডব্লু/ডব্লুএস/ কেপিএ-এর অধীনে ক্যারেজ শপ, ক্যারেজ কমপ্লেক্সের সকল এলাকা, এইচএলআর স্টোরের সেবা ও আবাসিক ভবনগুলিতে সাধারণ মেরামতি, হোয়াইট ওয়াশিং, কালার ওয়াশিং, কাঠের কাজ, রাস্তার কাজ (স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ ব্যতীত) (i) চ্যাপ্টার ১৭ ও ১৮/ইউএসএসওআর ২০২১ ব্যতীত সিপিডব্লুডি ডিএসআর ২০২৩-এর সকল চ্যাপ্টার (যেটি প্রযোজ্য হবে)। **ক্র.নং ৫, টেন্ডার নং: ডব্লুটি-১১-জোন-০৫-২৬-২৭। কাজের বিবরণ :** এসএসই/ডব্লু/ডব্লুএস/ কেপিএ-এর অধীনে পুরোন ও নতুন ফিল্টার হাউস, নদীর পাশের পাম্প হাউসের পূর্ণাঙ্গ প্লাম্বিং ও স্যানিটারি কাজ তৎসহ জোন নং ১ থেকে ৪-এর স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ (i) চ্যাপ্টার ১৭ ও ১৮/ইউএসএসওআর ২০২১ ব্যতীত সিপিডব্লুডি ডিএসআর ২০২৩-এর স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ। **ক্র.নং ৬, টেন্ডার নং: ডব্লুটি-১২-জোন-০৬-২৬-২৭। কাজের বিবরণ :** এটিই/ কেপিএ-অধীনে ফোরম্যান কলোনি সহ ইনস্টিটিউট, ইটখোলা কলোনি, নিউ কলোনি, কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে হাসপাতাল, কাঁচরাপাড়া স্পোর্টস কমপ্লেক্স (স্টেডিয়াম), এসটিসি ও আরপিএফ ব্যারাক, আরএমপি স্কুলে বাগান, ল্যান্ডস্কেপের পরিচর্যা, গাছ লাগানো (ডিএসআর হর্টিকালচার ও ল্যান্ডস্কেপিং-২০২০-র সকল চ্যাপ্টার)। **ক্র.নং ৭, টেন্ডার নং: ডব্লুটি-১৩-জোন-০৭-২৬-২৭। কাজের বিবরণ :** এটিই/ কেপিএ-অধীনে ডাঙ্গাপাড়া কলোনি ও ইনস্টিটিউট, ভূতবাগান কলোনি, এইচএলআর কলোনি ও ইনস্টিটিউট, অফিসার'স কলোনি, আমবাগান কলোনি, অফিসার'স ক্লাব, রেস্ট হাউস, সিডব্লুএম বাংলোয় বাগান, ল্যান্ডস্কেপের পরিচর্যা, গাছ লাগানো (ডিএসআর হর্টিকালচার ও ল্যান্ডস্কেপিং-২০২০-র সকল চ্যাপ্টার)। **ক্র.নং ৮, টেন্ডার নং: ডব্লুটি-১৪-জোন-০৮-২৬-২৭। কাজের বিবরণ :** এটিই/ কেপিএ-অধীনে কেপিএডব্লু-তে লোকো কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে এবং কেপিএ স্টোরে বাগান, ল্যান্ডস্কেপের পরিচর্যা, গাছ লাগানো (ডিএসআর হর্টিকালচার ও ল্যান্ডস্কেপিং-২০২০-র সকল চ্যাপ্টার)। **ক্র.নং ৯, টেন্ডার নং: ডব্লুটি-১৫-জোন-০৯-২৬-২৭। কাজের বিবরণ :** এটিই/ কেপিএ-অধীনে কেপিএডব্লু-তে ক্যারেজ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে এবং এইচএলআর স্টোরে বাগান, ল্যান্ডস্কেপের পরিচর্যা, গাছ লাগানো (ডিএসআর হর্টিকালচার ও ল্যান্ডস্কেপিং-২০২০-র সকল চ্যাপ্টার)। **জোনাল কাজের মোট আনুমানিক মূল্য :** ১,২৫,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১ থেকে ৪-এর জন্য), ১,০০,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৫-এর জন্য) এবং ১২,৫০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৬ থেকে ৯-এর জন্য)। **বায়নামূল্য:** ২,৫০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১ থেকে ৪-এর জন্য), ২,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৫-এর জন্য) এবং ২৫,০০০ টাকা (ক্র.নং ৬ থেকে ৯-এর জন্য)।। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ শেষ :** ৩০.০৬.২০২৭। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় :** ০৩.০৭.২০২৬ দুপুর ২.৩০ মিনিট। কাজের পরিধি সঙ্কেতমাত্র। যদিও, বিস্তারিত বিবরণ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in**-তে দেখা যাবে। **প্রস্তাব জমার সময়সীমা :** টেন্ডার খোলার ১৫ দিন আগে থেকে টেন্ডারদাতারা তাঁদের অফার জমা করতে পারবেন। প্রতিটি ই-টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে টেন্ডার নথির মূল্য এবং বায়নামূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে অথবা যে কোনও অনুমোদিত ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ডের মাধ্যমে জমা দেওয়া যেতে পারে। ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ডটি টেন্ডার নথির অ্যানেক্সার-XI অনুযায়ী হতে হবে। দ্রষ্টব্য : টেন্ডার নথির মূল্য ও বায়নামূল্য হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) এবং ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট, ব্যাঙ্কার'স চেক গ্রহণ করা হবে না। টেন্ডার ০৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে এবং ওই দিনই টেন্ডার খোলার ব্যক্তি ও নেট উপলব্ধতা অনুসারে দুপুর ২.৩০ মিনিটের পরে যে কোনও সময়ে খোলা হবে।

(MISC-72/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মার্কিন রণতরীর হামলা তেলের জাহাজে, ওমান উপকূলে মৃত্যু ৩ ভারতীয় নাবিকের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ জুনঃ ওমানের উপকূলে তেলের জাহাজে মার্কিন সেনার হামলা, মৃত্যু হল তিন ভারতীয় নাবিকের। প্রথমে ওই তিন ভারতীয় নাবিক নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন বলেই মনে করা হয়েছিল। তবে এবার জানা গেল যে তাদের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল এই খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, দুই নাবিকের দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে। পালাউয়ের পতাকাযুক্ত তেলের ট্যাঙ্কার সেটবেলো ওমানের উপকূল দিয়ে যাচ্ছিল, হরমুজ প্রণালীর কাছে মার্কিন রণতরী সেই জাহাজে হামলা করে। ওই জাহাজে ২৪ জন ভারতীয় ও দুই জন পাকিস্তানি, একজন ইউক্রেনিয়ান ও একজন রাশিয়ান নাগরিক ছিলেন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, ভারতীয় নৌসেনা গিয়ে ভারতীয় নাবিকদের উদ্ধার করা হয়েছে। পরে জানা যায়, ২১ জন নাবিককে উদ্ধার করা গেলেও, ডেক ক্যাডেট আদিত্য শর্মা, ইঞ্জিন ফিটার শিবনন্দ

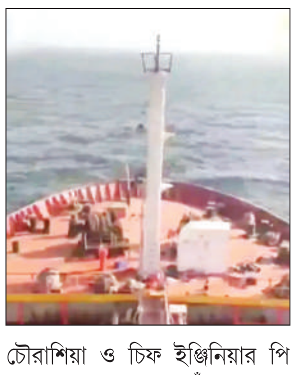

চৌরাশিয়া ও চিফ ইঞ্জিনিয়ার পি সুরেশের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ দিন কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল বলেন, ''পালাউয়ের জাহাজে যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনজন ভারতীয় নাবিক, যাদের নিখোঁজ বলে মনে করা হয়েছিল, তাদের মৃত্যুর খবর মিলেছে। দুইজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। নিহত নাবিকদের পরিবারের পাশে মোদি সরকার আছে এবং তাদের সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমি আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছি দ্রুত উদ্ধার করা মৃত নাবিকদের দেহ যেন ফিরিয়ে আনা হয় শেষকৃত্যের জন্য।'' ভারতের তরফে জাহাজে হামলার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কম্যান্ড হামলার কারণ ব্যাখ্যা করে বিবৃতিতে জানিয়েছিল যে ওই তেলের ট্যাঙ্কারটি মার্কিন ব্লকেড টপকানোর চেষ্টা করেছিল, তাই সেটিকে প্রতিহত করা হয়েছে। মার্কিন রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন থেকে এফএ-১৮ সুপার হর্নেট দিয়েই এই নিখুঁত হামলা চালানো হয়।

'ডায়মন্ড হারবার এফসির ম্যাচ ফিক্সিং, মেসিকাণ্ড সব দেখব!'

..১ পাতার পর
নাম ভাঙিয়ে বিপুল টাকা তোলা এবং ম্যাচ ফিক্সিংয়ের মতো অত্যন্ত গুরুতর ও স্পর্শকাতর কিছু নালিশ তাঁর কাছে এসেছে। এই সব চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এবার গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে, ময়দানের দায়িত্ব হাতে নিয়েই যেভাবে প্রথম দিন থকে অলআউট আক্রমণে নামলেন ইন্দ্রনীল খাঁ, তাতে আগামী দিনে খেলার মাঠের রাজনীতি এবং আইনি লড়াই যে অন্য মাত্রা পেতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএনজিজি-০৩/২৬-২৭ (ওপেন), তারিখ ০৯.০৬.২০২৬ (ক্যাপিটাল টেন্ডার)। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগণা, পো. - কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ (প.ব). নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষত রেলওয়ে/ সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/ এমইএস/ সেচ বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় পূর্বে সমপ্রকৃতির কাজ সম্পাদনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং. ১, টেন্ডার নং : ডব্লুটি-০৫-২৬-২৭। কাজের বিবরণ :** কেপিএডব্লু-তে - লোকো অ্যান্ড ক্যারেজ কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থানে কর্মীদের জন্য রেস্ট রুম/মহিলাদের কমন রুমের ব্যবস্থা করার জন্য সংস্কার কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ১,৯০,০৬,১৩৩.৩১ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৩,৮০,১০০ টাকা। **ক্র.নং. ২, টেন্ডার নং : ডব্লুটি-০৬-২৬-২৭। কাজের বিবরণ :** কেপিএডব্লু-তে - ক্যারেজ কমপ্লেক্স, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে শপ নং ১৫ ও ২৬-তে সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য :** ১,৬৬,০৩,৯২১.৮৯ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৩,৩২,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য প্রতিটির জন্য। **পিও জারির তারিখ থেকে কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার খোলার তারিখ :** ০৩.০৭.২০২৬। কাজের পরিধি সঙ্কেতমাত্র। যদিও, বিস্তারিত বিবরণ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in**-তে দেখা যাবে। টেন্ডার ০৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে এবং ওই দিনই টেন্ডার খোলার ব্যক্তি ও নেট উপলব্ধতা অনুসারে দুপুর ২.৩০ মিনিটের পরে যে কোনও সময়ে খোলা হবে।

(MISC-71/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

গৃহবধূদের 'বেতন' এ বার মাসে ৩০ হাজার! ঐতিহাসিক রায় শীর্ষ আদালতের

..১ পাতার পর
আদতে দেশের উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখে। কাজেই পথদুর্ঘটনায় কোনও গৃহবধূর মৃত্যু হলে বা তিনি আহত হলে, ক্ষতিপূরণের হিসেব কষার জন্য এই পুরোনো পদ্ধতি অপর্যাপ্ত। এতে একজন হোমমেকারের অবদানের অবমূল্যায়ন করা হয়। নতুন নির্দেশিকায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, পথ দুর্ঘটনায় কোনও গৃহবধূর মৃত্যু হলে শুধুমাত্র এক অদক্ষ শ্রমিক চলে গেল, এ ভাবে দেখলে হবে না। দেখতে হবে সংসারের অভিভাবককে হারানোর সমান ক্ষতি হিসেবে। আদালত বলেছে, ''তাঁদের হোমমেকার না বলে নেশন বিল্ডার বলা উচিত। গৃহবধূরা শুধু রান্না-বান্না বা ঘর পরিষ্কার করেন না, তাঁরা পরিবারকে গড়ে তোলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলেন এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখেন।'' কাজেই মোটর ভেহিকল অ্যাক্টের আওতায় পথ দুর্ঘটনায় কানও গৃহবধূর মৃত্যু হলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রতি মাসে ন্যূনতম ৩০,০০০ টাকার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি, দেশের সমস্ত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের এই ধরনের মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মামলার প্রসঙ্গে বৈবাহিক জীবন নিয়েও তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছে আদালত। শীর্ষ আদালত বলেছে, বিয়ের পরে ঘরের সমস্ত কাজ একা স্ত্রীর উপরে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। ঘরকন্নার কাজ কোনও দম্পতির যৌথ দায়িত্ব। বিয়ের পরে কানও মহিলার ব্যক্তিগত ও পেশাগত আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যায় না। তিনি যদি সংসারের পাশাপাশি নিজের কর্মজীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, তবে তাকে কোনও ভাবেই স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির প্রতি 'নিষ্ঠুরতা' বলা যাবে না। আইন ও সমাজ বিশেষজ্ঞদেরা একাংশ বলছেন, দেশের কোটি কোটি মহিলার শ্রম এতদিন অদৃশ্য ছিল, তাকে মূল্যহীন করে রাখা হয়েছিল। সুপ্রিম রায়ে তাঁদের সেই শ্রম ন্যায়বিচার পেল। যুগ যুগ ধরে প্রথাগত জিডিপি-র খাতায় যে ঘরোয়া কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি, আদালত এক ধাক্কায় তার একটি পরিমাপযোগ্য রূপরেখা তৈরি করে দিল। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ, স্ত্রীকে 'পরিচারিকা' ভাবার পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার গালে দস্তুর মতো এক আইনি চড় বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩য় তল, নিউ কমপ্লেক্স বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১, হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে ৩ বছর মেয়াদের জন্য পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও বিস্তারিত বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং :** পার্ক-এইচডব্লুএইচ-জুন-৩আর। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় :** ২২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **ক্র.নং., লট নং এবং স্টেশনের নাম** নিম্নরূপ: (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ডিটিএই-টিডব্লু-১৫০-২৪-১ (পার্কিং - টু হুইলার), ধাত্রীগ্রাম। (২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-টিবিএই-টিডব্লু-১৩৯-২৪-১ (পার্কিং - টু হুইলার), ত্রিবেণী। (৩) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-টিডব্লু-৫০-২৬-১ (পার্কিং - টু হুইলার), পাকুড়।

(HWH-144/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইরানে লাগাতার মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, 'হরমুজ বন্ধ হবে' পাল্টা হুঁশিয়ারি তেহরানের

সংবাদ সংস্থা, তেহরান, ১১ জুনঃ পশ্চিম এশিয়ায় ফের চরম উত্তেজনা। ইরানের একাধিক সামরিক ও প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে নতুন করে হামলা চালানোর দাবি করেছে মার্কিন সেনাবাহিনী। এর পরই পাল্টা জবাব দেওয়ার কথা জানিয়েছে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড বাহিনী। দুই পক্ষের এই সংঘাত ঘিরে হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে ফের বাড়ল উদ্বেগ। মার্কিন সামরিক বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ড জানিয়েছে, আত্মরক্ষার স্বার্থে ইরানের একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে অতিরিক্ত হামলা চালিয়েছে তারা। স্থানীয় সূত্রের খবর, পশ্চিম তেহরান, ফার্স প্রদেশ, বন্দর আব্বাস, কেশম দ্বীপ, কিশ, মিনাব এবং ইসফাহানের কয়েকটি এলাকায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর প্রশাসনের তরফে ইরানের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানের বার্তা দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই এই আক্রমণ চালানো হয়। এর জবাবে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড বাহিনী দাবি করে, তাদের মহাকাশ ও নৌ শাখা যৌথভাবে দু'দফায় অভিযান চালিয়ে

পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত মার্কিন বাহিনীর ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাকে টার্গেট করেছে। ইরানের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে, মার্কিন সেনা উপস্থিত এমন ঘাঁটিগুলিই ছিল হামলার মূল লক্ষ্য। সংঘাতের আবহে ইরানের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, নিরাপত্তাজনিত কারণে হরমুজ প্রণালী সব ধরনের জাহাজ চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তেলবাহী জাহাজ ও বাণিজ্যিক নৌযানও এর আওতায় পড়বে। তবে এই দাবি খারিজ করেছে মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড। তাদের বক্তব্য, হরমুজ প্রণালী দিয়ে এখনও স্বাভাবিকভাবেই বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেন, ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে ৪৯টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে আমেরিকা। পাশাপাশি মার্কিন যুদ্ধবিমান ইরানের আকাশসীমায় নজরদারি চালিয়ে প্রতিরক্ষা ও রাডার ব্যবস্থা ধ্বংস করার কাজও চলছে। অন্যদিকে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড বাহিনীর মহাকাশ শাখার প্রধান মেজর জেনারেল মাজিদ মুসাভি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে গোটা অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে দেওয়া হবে।'' একইসঙ্গে ইরানের সংবাদমাধ্যমে ট্রাম্প যে দাবি করেছিলেন, ইরানের শীর্ষ কর্তারা নাকি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছে, সেই দাবিও অস্বীকার করেছেন তিনি। বাহরাইনে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার দাবির পর কয়েকটি এলাকায় সাইরেন বেজে ওঠে বলে শোনা যায়। সে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সাধারণ মানুষকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আপাতত। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে আন্তর্জাতিক মহল।

CHANGE OF NAME

I, SK Amjad Hosen S/O- SK Khoda Box residing at Ilchhoba, P.O.- Ilsoba-mondalai, P.S.- Pandua, District - Hooghly, PIN -712146, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK SHA AMJED HOSEN vide affidavit No-75 Dated -11/06/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SK Amjad Hosen and SK Sha Amjed Hosen both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ratna Mandal, S/O- Rajesh Mandol residing at Amrul, P.O.- Amrul, P.S.- Indus, District - Bankura, PIN - 722206, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as RATNA MANDOL vide affidavit No-1977 Dated - 10/06/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Ratna Mandal and Ratna Mandol both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK. Jahangir son of Asraful Hoque SK resident at Village - Afkula P.O. Basapara, P.S. Nanoor, Dist. Birbhum, Pin. 731215. Shall hence-forth be known as Sekh..Jahangir Son of Asraful Hoque, Sekh as declared before Notary public Bolpur court Vide Affidavit. No. 828. dtd.5.2.2026. SK. Jahangir son of Asraful Hoque Sk and Sekh-Jahangir Son of Asraful Hoque Sekh both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Avijit Das S/o Amulya Das Residing at Vill-Rifiuji Colony, P.O.-Akshaynagar, P.S.-Kakdwip at present P.S-Harwood Point Coastal, Dist-South 24 Parganas, do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name Amulya Das instead of Amulya Kumar Das, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kakdwip, South 24 Pgs on 04.06.26. That Amulya Das and Amulya Kumar Das both are same and one identical person.

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় স্টেশন পুনর্বিকাশের কাজ ত্বরান্বিতকরণ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১১ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস) এর অধীনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করছে, যার লক্ষ্য রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে আধুনিক, যাত্রী-বান্ধব পরিবহন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা। এই প্রকল্পের অধীনে জেলাটিতে পাঁচটি স্টেশন রয়েছে - জলপাইগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, নিউ মাল জংশন এবং জলপাইগুড়ি রোড। এর মধ্যে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের পুনর্বিকাশের কাজ সম্প্রতি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও জলপাইগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি ও নিউ মাল জংশন স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ দ্রুতগতিতে চলেছে। এই পদক্ষেপ যাত্রীদের জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধা, সহজগম্যতা এবং বিশ্বমানের স্টেশন পরিকাঠামো প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকেই প্রতিফলিত করে। 'অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম'-এর অধীনে জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনটিকে একটি আধুনিক ও পরিবেশ-বান্ধব স্টেশনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই পুনর্বিকাশ প্রকল্পে যাত্রীদের সুগম চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি নতুনভাবে ডিজাইন করা চার্কুলেটিং এরিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে রয়েছে সুনির্দিষ্ট ট্রাফিক লেন, সুগঠিত পার্কিং ব্যবস্থা এবং পথচারীদের জন্য সহজ চলাচলের পথ। একটি সুবিশাল প্রবেশদ্বার, স্টেশনের সম্মুখভাগের উন্নত রূপ, আধুনিকীকৃত বুকিং কাউন্টার, আধুনিক মডুলার টয়লেট, রিফ্রেশমেন্ট রুম-কাম-ক্যাফেটেরিয়া, বেবি কেয়ার রুমসহ প্রশস্ত ওয়েটিং হল, উন্নত প্ল্যাটফর্ম, সুসজ্জিত সবুজ এলাকা এবং হাই-মাস্ট লাইটিং ব্যবস্থা যাত্রীদের সুবিধাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। দিব্যাঙ্গজন-বান্ধব সুবিধা, নির্ধারিত পার্কিং এলাকা এবং উন্নত সাইনেজ সিস্টেমের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্যতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আধুনিক ডিসপ্লে বোর্ড ও জনঘোষণা ব্যবস্থার মাধ্যমে যাত্রী-তথ্য ব্যবস্থাও উন্নত করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি রোড ছাড়াও জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়ি স্টেশনের কাজ ২০২৬-এর ডিসেম্বরের মধ্যে এবং নিউ জলপাইগুড়ি ও নিউ মাল জংশন স্টেশনের কাজ ২০২৭-এর শুরুর দিকে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আধুনিক, স্থিতিশীল ও যাত্রী-কেন্দ্রিক রেল পরিকাঠামো গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা আঞ্চলিক উন্নয়নে সহায়তা করে এবং সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে উন্নত করে।

নতুন ইএমইউ পরিষেবা

কলকাতা, ১১ জুন ঃ নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে এবং ব্যস্ত সময়ে যাত্রীদের চাপ সামাল দিতে শিয়ালদা ডিভিশনে একাধিক অতিরিক্ত ইএমইউ লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালুর ঘোষণা করল পূর্ব রেল। **আগামী ১৫ জুন** থেকে শিয়ালদা-ডায়মন্ড হারবার এবং শিয়ালদা-হাসনাবাদ শাখায় নতুন পরিষেবা চালু হবে। রেল সূত্রে জানা গেছে, সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বিশেষ পরিষেবা হিসেবে সোনারপুর থেকে সকাল ৬টা ৫ মিনিটে ডায়মন্ড হারবারগামী এবং ডায়মন্ড হারবার থেকে সকাল ৭টা ২২ মিনিটে শিয়ালদাগামী একটি অতিরিক্ত ট্রেন চলবে। এছাড়া শিয়ালদা থেকে সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে সোনারপুরগামী আরও একটি পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। অন্যদিকে, হাসনাবাদ শাখায় প্রতিদিন নিয়মিত পরিষেবা হিসেবে বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে হাসনাবাদ থেকে বারাসাতগামী নতুন ট্রেন চালু হবে। বর্তমানে শিয়ালদা থেকে বারাসাত পর্যন্ত চলাচলকারী ৩৩৪৩১ আপ লোকাল ট্রেনের পরিষেবা বাড়িয়ে হাসনাবাদ পর্যন্ত করা হচ্ছে। শিয়ালদা ডিভিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, অতিরিক্ত ট্রেন চালু হলেও বিদ্যমান ট্রেনগুলির মহিলা কামরার সংখ্যা কমানো হবে না। প্রতিটি পরিষেবায় তিনটি করে মহিলা সংরক্ষিত কোচ থাকবে।

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes NITs on behalf of EOM, GPW, WBFDCL & DCF, URF Division as follows:

NIT No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
46/GPW/WBFDC/ 2025-26 (4th Call)	Creation and One Year Maintenance of Landscaping & Beautification near Cooling Tower of Raghunathpur Thermal Power Station (RTPS), DVC, Purulia over 19150 sqm.	12.06.2026	27.06.2026
07/GPW/WBFDC/ 2026-27 (2nd Call)	Supply of various plants in different VVIP location in and around Kolkata.	12.06.2026	20.06.2026

Details of NITs can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online item wise rate / percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-02/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Installation of VCB in the incomer of the New Building and other allied works at BDPS under S&D Department**. Estimated Cost : **Rate to be quoted**. Earnest Money: **Rs. 8,800.00**. Period of Completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid **: 20.06.2026 at 4 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **12.06.2026 at 5 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/GRBU/SO-2/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Clog cleaning and floating materials removal of submersible pump units for five months at Behala Flying Club DPS under GRBU(S&D)**. Estimated Cost : **Rs. 3,55,764.00**. Earnest Money: **Rs. 7,200.00**. Period of Completion: **152 days.**

(3) NIT No. : KMC/GRBU/SO-3/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Clog cleaning operation with other allied works of pump units for five months at Begore Khal DPS under GRBU**. Estimated Cost : **Rs. 3,06,947.00**. Earnest Money: **Rs. 6,200.00**. Period of Completion: **152 days.**

(4) NIT No. : KMC/GRBU/SO-10/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Cleaning and removal the deposited materials from incoming channel, screen chamber and common sump chamber area at Padirhati Drainage Pumping Station under GRBU(S&D)**. Estimated Cost : **Rate to be quoted**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **14 days.** Last date and time of submission of bid **: 23.06.2026 at 12 noon [For Sl. No. 2 to 4].;** The bid forms and other details are available on and from **13.06.2026 at 5 p.m. [For Sl. No. 2 to 4].**

(5) NIT No. : KMC/DR/PBPS/M-1/2026-2027

Name of the Work: **Necessary maintenance of various Lubrication systems along with checking of all priming systems for upcoming monsoon period (5 months) of different horizontal and vertical pumps of PBPS(Drg.)/(S&D)**. Estimated Cost : **Rs. 4,07,596.00**. Earnest Money: **Rs. 8,200.00**. Period of Completion: **150 days.** Last date and time of submission of bid **: 27.06.2026 up to 3:30 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **16.06.2026 at (3:30 p.m.)** From the **website: https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 5].**

The **Dy. C.E. (M)/S&D , KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/GRBU/HJ-03/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Manufacturing and fitting, fixing the shed in front of panel room and over the strainer at Paharpur under GRBU;** Estimated Cost: **Rs. 1,46,082.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **10 days;**

(2) NIT No. : KMC/GRBU/HJ-06/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing and servicing of the defective parts of the CI penstock gate at underground over the main incoming line including cleaning of sump chamber and other allied works at Trenching ground LS under GRBU;** Estimated Cost: **Rate to be quoted**. Earnest Money: **Rs. 5000.00**; Period of Completion : **10 days;** Last date and time of submission of bid: **22.06.2026 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].;** The bid forms and other details are available on and from **13.06.2026 at 1 p.m.[For Sl. No. 1 & 2].**

(3) NIT No. : KMC/GRBU/SO-1/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Clog cleaning operation with other allied works of pump units for five months at Jinjira Bazar MPS under GRBU(S&D);** Estimated Cost: **Rs. 2,84,694.00**. Earnest Money: **Rs. 5,700.00**; Period of Completion : **152 days;**

(4) NIT No. : KMC/GRBU/SO-5/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Clog cleaning operation with other allied works of pump units for five months at Santoshpur MPS under GRBU(S&D);** Estimated Cost: **Rs. 1,61,373.00**. Earnest Money: **Rs. 3,300.00**; Period of Completion : **152 days;** Last date and time of submission of bid: **23.06.2026 at 12 noon. [For Sl. No. 3 & 4].;** The bid forms and other details are available on and from **13.06.2026 - at 5 p.m.[For Sl. No. 3 & 4].** From the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 4].**

102/26-27

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে নেই কোনও চমক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১১ জুন ঃ রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই পাল্টে যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের যাবতীয় রীতি নীতি। তৃণমূল জামানায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রশাসনিক বৈঠক করতে গেলেই সেখান থেকে কোটি কোটি টাকার ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করতেন। অভিযোগ উঠেছে, গত ১৫ বছরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যে সমস্ত প্রকল্পের উদ্বোধন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রশাসনিক বৈঠকে গিয়ে করেছেন তার অনেকগুলিই এখনও অর্ধ সমাপ্ত রয়ে গিয়েছে আর শিলান্যাস হওয়া বহু প্রকল্প এখনও সূর্যের আলো দেখেনি। তবে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর পূর্বসূরির দেখানো পথে চলে 'চটকদারি' রাজনীতি করতে রাজি নন। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর শুক্রবার প্রথমবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন। আজ দুপুর ২টো থেকে মালদা জেলার রথবাড়ি এলাকায় দুর্গা কিঙ্কর সদনে মুখ্যমন্ত্রী এই প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে এই বৈঠকের জন্য একদিকে যেমন খরচ কমানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে সূত্রের খবর প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কোনও জেলার জন্যই নতুন কোনও বড় প্রকল্পের উদ্বোধন বা শিলান্যাস করবেন না। রাজ্য প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনিক বৈঠক হলেই প্রশাসনের সমস্ত স্তরের আধিকারিকদের সেখানে উপস্থিত থাকতে হতো। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী চারটি জেলার আধিকারিকদেরকে নিয়ে যে বৈঠক করতে চলেছেন সেখানে পুলিশ প্রশাসনের তরফে কেবলমাত্র জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও এবং থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। অন্য কোনও আধিকারিকদের ওই বৈঠকে থাকার জন্য কোনওরকম নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি। প্রশাসন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকার সময় প্রশাসনিক বৈঠক থেকে তিনি যে সমস্ত প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন তার অনেকগুলো এখনও দিনের আলো দেখেনি । বহু প্রকল্পের কাজ এখনও অর্ধেকের বেশি শেষ হয়নি। শিলান্যাস হওয়া বহু প্রকল্পের কাজ কবে শুরু হবে কেউ জানে না। সূত্রের খবর , নতুন পদে বসে শুভেন্দু অধিকারী 'চটকদারি' রাজনীতি করতে চান না। মুখ্যমন্ত্রী আগামী কালকের প্রশাসনিক বৈঠকে কেবলমাত্র পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিক এবং মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে সমস্ত দলের বিধায়কদের উপস্থিত থাকার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে আটটি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থীরা, ন'টি আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল প্রার্থীরা এবং দু'টি আসন গিয়েছে কংগ্রেসের দখলে। একটি আসন থেকে জয়ী হয়েছেন বাম প্রার্থী এবং হুমায়ুন কবীর নিজে দু'টি আসন থেকে জয়লাভ করেছেন। এর পাশাপাশি প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের জন্য খরচ কমানোর নির্দেশ জারি হয়েছে। সূত্রের খবর, এই কারণে জেলাশাসক, পুলিশ এবং প্রশাসনের অন্য শীর্ষ আধিকারিকেরা কেউ নিজেদের ব্যক্তিগত গাড়ি করে মুর্শিদাবাদ থেকে মালদা যাবেন না।

ছিনতাই করে পালানোর পথে পুলিশের জালে ২দুষ্কৃতীঃ উদ্ধার ৯০ হাজার টাকা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ জুন ঃ ভরদুপুরে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ফেরার পথে দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটলেও শেষরক্ষা হলো না দুষ্কৃতীদের। পুলিশের তৎপরতায় মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হলো দুই ছিনতাইকারীকে। উদ্ধার করা হয়েছে ছিনতাই হওয়া সম্পূর্ণ ৯০ হাজার টাকা।

পুলিশের এই দ্রুত পদক্ষেপে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশংসার সুর শোনা যাচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে পালসিট পুলিশ ক্যাম্পের অধীন রসুলপুরের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার শাখা থেকে নগদ ৯০ হাজার টাকা তুলে বাড়ি ফিরছিলেন দুই ভাই। সেই সময় একটি কালো রঙের পালসার বাইকে চেপে আসা দুই দুষ্কৃতী তাদের পথ আটকায়। মুহূর্তের মধ্যে দুই ভাইয়ের হাত থেকে টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। ঘটনার পরই ওই দুই ভাই চিৎকার করতে করতে দুষ্কৃতীদের পিছু ধাওয়া করেন। সেই সময় জাতীয় সড়কের পাশে কর্তব্যরত ছিলেন ট্রাফিক অফিসার নানু দাস। বিষয়টি তার নজরে আসতেই তিনি দ্রুত নিজের টিম নিয়ে অভিযানে নামেন। একই সঙ্গে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে জাতীয় সড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে রোড ব্লক করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পুলিশের তৎপরতা টের পেয়ে দুষ্কৃতীরা রোড ব্লক এড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পরে জামালপুর থানার অন্তর্গত মশাগ্রাম রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছে তারা বাইক ফেলে পাশের একটি ঘন কাশবনে লুকিয়ে পড়ে। ট্রাফিক সেফটি অফিসার নানু দাসের নেতৃত্বে পুলিশ ও ট্রাফিক হোমগার্ডের একটি দল গোটা কাশবন ঘিরে ফেলে চিরুনি তল্লাশি চালায়। দীর্ঘক্ষণ অনুসন্ধানের পর কাশবনের ভেতর থেকেই দুই দুষ্কৃতীকে আটক করা হয়। অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সৌরভ সিংহরায়, অলোক সিংহরায়, শেখ সিরাজুল, প্রদীপ রজক এবং অভিষেক প্রামাণিক। আটক দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া সম্পূর্ণ ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। প্রথমে তাদের পালসিট পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আক্রান্ত দুই ভাইয়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মেমারি থানার পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম গোপাল সিং, নৈহাটির হাজিনগড়ের বাসিন্দা এবং দীপক দাস, হালিশহরের বাসিন্দা। জনবহুল এলাকায় দিনের আলোয় সংঘটিত ছিনতাইয়ের ঘটনার পর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশের সফল অভিযান ও দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার সাধারণ মানুষের কাছে পুলিশের দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার উজ্জ্বল নজির হয়ে উঠেছে। এই ঘটনায় মেমারি থানার পুলিশের প্রতি এলাকার মানুষের আস্থা আরও দৃঢ় হয়েছে।

NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:- NIQ NO. - 69/Q of 2026-27 N.W : Temporary arrangement of electrical installation work for the programme of Jan Kalyan Shivir (JKS) to be held at Reapara Shib Mandir ground under Nandigram-II, Purba Medinipur on 15.06.2026 Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days During office hours & from website: https://wbpwd.gov.in/ The Quotations will be received upto: 12:30 P.M. of 14.06.2026. Date and time of bid opening: 14.06.2026 at 1:00 P.M.

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ১৩-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ০৯-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং : ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** দুধনৈ-এ - দুধনৈ ইয়ার্ডে একটি সামগ্রিক ড্রেনেজ ব্যবস্থার কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,১২,০৪,৬১২.৯১/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৬,২৪,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **৩০-০৬-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

শান্তিপুরে বাস কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, তিন রুটে অনির্দিষ্টকাল বাস বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১১ জুন ঃ শান্তিপুরে তুলকালাম! বাস কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, অনির্দিষ্টকালের চাকা বন্ধের ডাক তিন বাস রুটে! নদীয়ার শান্তিপুর নৃসিংহপুর বাসস্ট্যান্ডে এক বাস কর্মচারীকে বেধড়ক মারধর করে মেরে ফেলার ঘটনায় বাস কর্মীদের নিরাপত্তার দাবিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তিনটি রুটের বাস পরিষেবা বন্ধ রাখল বাস কর্মচারীরা। জানা যায়, গত ৯ তারিখে নৃসিংহপুরের বাসিন্দা পেশায় বাস কর্মী চিরঞ্জিত বিশ্বাসকে গাড়িতে প্যাসেঞ্জার তোলাকে কেন্দ্র করে বাসস্ট্যান্ডের টোটো চালকদের সঙ্গে বচসা হয়। তাঁদের অভিযোগ, কালনা নৃসিংহপুর ফেরিঘাটের নৌকা থেকে যাত্রীরা নামলে পরে টোটো চালকরা হাক দিয়ে কিংবা একপ্রকার হাত ধরে টেনে যাত্রীদের টোটোতে বসিয়ে দিচ্ছেন। চিরঞ্জিত বিশ্বাস-এর প্রতিবাদ করার জন্যেই এরপর এলাকারই দুই টোটো চালক চিরঞ্জিতকে বেধড়ক মারধর করে। এরপর চিরঞ্জিত অচৈতন্য অবস্থায় পরে থাকে এবং চিরঞ্জিতের পরিবারের লোক তাঁকে রাতে উদ্ধার করে এবং হাসপাতালে ভর্তি করলে সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় চিরঞ্জিত বিশ্বাসের। ঘটনায় বাস কর্মীদের নিরাপত্তার অভাব এবং তাঁদেরকে নিত্যনৈমিত্তিক মারধরের প্রতিবাদে শান্তিপুর থানায় বাস কর্মীদের নিরাপত্তা সুনির্দিষ্ট করা, অপরদিকে চিরঞ্জিত বিশ্বাস-এর মৃত্যুর ঘটনায় জ।তি দোষীদের চিহ্নিতকরণ, গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক স্বস্তির দাবিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত বাস কর্মচারীদের। যতদিন না পর্যন্ত দোষীরা গ্রেফতার হচ্ছে ততদিন তাঁরা আংেদালন চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন বাস কর্মচারীরা। ঘটনায় দুর্ভোগে নিত্য যাত্রীরা। অন্যদিকে, বাস বন্ধের কারণে বেজায় মুশকিলে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। শান্তিপুর নৃসিংহপুর বাসস্ট্যান্ডে প্রতিনিয়ত বহু মানুষ নিত্যদিন চলাচল করেন। এমনকী গঙ্গা পেরিয়ে কালনা থেকেও বহু নিত্যযাত্রী শান্তিপুর নৃসিংহপুর বাসস্ট্যান্ডে এসে সেখান থেকে বাস ধরে বিভিন্ন গন্তব্যে যান। আকস্মিক বাস ধর্মঘটের কারণে সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। তাঁরা জানাচ্ছেন প্রশাসন দ্রুত এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ করুন এবং শীঘ্রই এই সংসার সমাধান হোক।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এলএইচএস-১৮-৬-সি-ই, তারিখ ১০.০৬.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং এসডিএসটিই-এলএইচএস-১৮-৬-সি-ই-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ০৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে।** বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিসন - সংযুক্ত সিগন্যালিং কাজ - শিডিউল এ১ - এইএন/কেডব্লুএই-র অধিকারক্ষেত্রে অননুমোদিত অনুপ্রবেশের স্থানের পরিবর্তে পিটিএই-এজিএই স্টেশনের মধ্যে কিমি নং ৮৯/২১-২৩-তে গেট নং ১৮/৬/সি/ই-তে এলএইচএস নির্মাণের সিগন্যালিং ব্যয়। শিডিউল এ২ - এইএন/কেডব্লুএই-র অধিকারক্ষেত্রে অননুমোদিত অনুপ্রবেশের স্থানের পরিবর্তে পিটিএই-এজিএই স্টেশনের মধ্যে কিমি নং ৮৯/২১-২৩-তে গেট নং ১৮/৬/সি/ই-তে এলএইচএস নির্মাণের টেলিকম ব্যয়। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ১,৮৩,৭৯,৪৮০.৬৫ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৩,৬৭,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **অফারের বৈধতা** : ৬০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ** : ১২ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ২২.০৬.২০২৬।

(HWH-147/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Short Notice Inviting Tender
No- 06 of 2026-27

Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for VVIP Programme at Tarakeswar. Tender submission Closing Date 15.06.2026 up to 04.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/-
Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

The undersigned is invited NIT No. 02/2026-27,dt. 10.06.2026, NIT No. 03/2026-27, dt. 10.06.2026. Last date of Bid submission 17.06.2026 at 2 pm. NIT No. 01/2026-27, dt. 10.06.2026 and NIT No. 04/2026-27, dt. 10.06.2026. Last date of Bid submission 23.06.2026 at 2 pm. For more details please visit: **http://tenders.wb.gov.in.**

Sd/-
Superintendent
Children Home for Girls, Nadia.

পুরুলিয়া অ্যাণ্ড খড়গপুর ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড

নোটিস ইনভাইটিং টেণ্ডার (NIT)

"কাজের সুযোগে সংজ্ঞায়িত অনুসারে যোগাযোগ প্রণালীর জন্যে জরিপ, পরিকল্পনা, ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সরবরাহ, নির্মাতার কার্যস্থলে পরীক্ষা করা, পরিবহন, আর্থওয়্যার এবং এর অ্যাক্সেসরীজ সরানো, সাইটে আনলোড এবং ডেলিভারী করা, যাতে শামিল আছে বিমা ও মজুতকরণ, লাইভ লাইন অবস্থাতে OPGW এবং এর অ্যাক্সেসরীজের ইনষ্টলেশন এবং তত্ত্বাবধান, যাতে শামিল আছে সমস্ত জড়িত কাজ, স্প্লাইসিং, টার্মিনেশন, পরীক্ষা করা, প্রশিক্ষণ ও গ্রহণযোগ্যতার জন্যে প্রদর্শন, কমিশনিং এবং দস্তাবেজ করণের" নিমিত্ত।

পুরুলিয়া অ্যাণ্ড খড়গপুর ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড, ISTS লাইন-:400 kV D/C খড়গপুর-চাইবাসা ট্রান্সমিশন লাইনের ওপর অপ্টিক্যাল ফাইবার লিঙ্কসের কমিশনিংয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় অ্যাক্সেসরীজ এবং প্রয়োজনীয় ফাইবার অপ্টিক টার্মিনাল ইক্যুপমেন্টের (FOTE) সঙ্গে একত্রে OPGW (48F)-এর সরবরাহ তথা ইনষ্টলেশনের জন্যে নিলাম-ডাক আহ্বান করছে। এই লাইনকে NCT দ্বারা তার 3৪তম সভায়, সিঙ্গেল ষ্টেজ টু এনভেলপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, কম্যুনিকেশন স্কীম হিসাবে অনুমোদন করেছে। আগ্রহী নিলাম-ডাককারীগণ 12.06.2026 থেকে কার্যকর আমাদের ওয়েবসাইট www.indigrid.co.in-এ পাওয়া যাওয়া বিডিং ডক্যুমেন্টস দেখতে এবং ডাউনলোড করতে পারেন।

আগ্রহী পক্ষগণ বিডিং ডক্যুমেন্টে প্রদান করা বিবরণ অনুসারে অ-ফেরৎযোগ্য টাঃ10,000 (টাকা দশ হাজার মাত্র) + 18% জিএসটি পেমেন্ট করার ওপর নিজেদের নিলাম-ডাক দাখিল করতে পারেন। এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমা নিম্নরূপ :

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রাঞ্জলকরণ চাওয়ার জন্যে শেষ তারিখ	নিলাম-ডাক দাখিলের জন্যে শেষ তারিখ	নিলাম-ডাক ওপেনিং-ফার্ষ্ট এনভেলপের জন্যে তারিখ
1	ISTS লাইন-: 400 kV D/C খড়গপুর-চাইবাসা ট্রান্সমিশন লাইনের ওপর (লাইন দৈর্ঘ্য : 161.67 কিঃমিঃ) অপ্টিক্যাল ফাইবার লিঙ্কসের কমিশনিংয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় অ্যাক্সেসরীজ এবং প্রয়োজনীয় ফাইবার অপ্টিক টার্মিনাল ইক্যুপমেন্টের (FOTE) সঙ্গে একত্রে OPGW (48F)-এর সরবরাহ তথা ইনষ্টলেশন	18.06.2026	25.06.2026, 15:00 ঘণ্টা (IST) পর্যন্ত	25.06.2026, 15:30 ঘণ্টায় (IST)

বিডিং ডক্যুমেন্টের প্রতি সকল শুদ্ধিপত্র, অভিযোজ্য, সংশোধনী, সময় প্রসারণ ইত্যাদি আমাদের ওয়েবসাইট www.indigrid.co.in-এ উত্থাপিত হবে। নিজেদের আপডেট রাখতে নিলাম-ডাককারীগণকে নিয়মিতরূপে আমাদের ওয়েবসাইট দেখতে হবে।

পুরুলিয়া অ্যাণ্ড খড়গপুর ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড
ইউনিট নং 101, ফার্ষ্ট ফ্লোর, উইণ্ডসোর,
গ্রাম কোলেকল্যাণ, অফ্ সিএসটি রোড, বিদ্যানগরী মার্গ,
কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই - 400098
ই-মেইল : rtmtenders@indigrid.com, prachi.punyatoya@indigrid.com, anuj.gupta@indigrid.com, rahul.kesarwani@indigrid.com

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এলএইচএস-এলসিজি-৪০-বিডিসি, তারিখ ১০.০৬.২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং এসডিএসটিই-এলএইচএস-এলসিজি-৪০-বিডিসি-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ০৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে।** বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিসন - সংযুক্ত সিগন্যালিং কাজ - শিডিউল এ১ - এইএন/বিডিসি-র অধিকারক্ষেত্রে আরএসএলআর-পিএলএই স্টেশনের মধ্যে কিমি নং ৮৮/২৬-২৮-তে গেট নং ৪০-তে এলএইচএস নির্মাণের সিগন্যালিং ব্যয়। শিডিউল এ২ - এইএন/বিডিসি-র অধিকারক্ষেত্রে আরএসএলআর-পিএলএই স্টেশনের মধ্যে কিমি নং ৮৮/২৬-২৮-তে গেট নং ৪০-তে এলএইচএস নির্মাণের টেলিকমিউনিকেশন ব্যয়। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ১,৩১,১৬,১৭৩.২৫ টাকা। **বায়নামূল্য:** ২,৬২,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **অফারের বৈধতা** : ৬০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ** : ১২ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ২২.০৬.২০২৬।

(HWH-148/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

রঙিয়া ডিভিশনে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ১১-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ০৯-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং : ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** লেভেল ক্রসিং গেট এনএন/১৬৫-কে লেভেল ক্রসিং গেট এনএন/১৬৪-এর সাথে একীভূত করে উক্ত লেভেল ক্রসিং গেটটি অপসারণের উদ্দেশ্যে রাস্তা নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৮১,২০,৩০৬.২৭/-টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,৬২,৪০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **৩০-০৬-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Mahatma Gandhi NREGA Section
Office of the District Magistrate, Cooch Behar
Notice inviting e-Quotation (in brief)

Following e-quotation notice is hereby invited on behalf of Mahatma Gandhi NREGA Section, Office of the District Magistrate, Cooch Behar for finalization of rate of Items in SECURE Soft i.c.w. execution of Schemes under Mahatma Gandhi NREGA Vide NIQ No: **05** for which the last date of on-line submission of Technical & Financial Bid is **19.06.2026 up to 11 a.m.** For all details the website **https://tenders.wb.gov.in** may be accessed.

Sd/
District Nodal Officer
Mahatma Gandhi NREGA,
Cooch Behar

ইষ্ট-নর্থ ইন্টারকানেকশন কোম্পানী লিমিটেড

নোটিস ইনভাইটিং টেণ্ডার (NIT)

"কাজের সুযোগে সংজ্ঞায়িত অনুসারে যোগাযোগ প্রণালীর জন্যে জরিপ, পরিকল্পনা, ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সরবরাহ, নির্মাতার কার্যস্থলে পরীক্ষা করা, পরিবহন, আর্থওয়্যার এবং এর অ্যাক্সেসরীজ সরানো, সাইটে আনলোড এবং ডেলিভারী করা, যাতে শামিল আছে বিমা ও মজুতকরণ, ইরেকশন/ইনষ্টলেশনের তত্ত্বাবধান, লাইভ লাইন অবস্থাতে OPGW এবং এর অ্যাক্সেসরীজের ইনষ্টলেশন, যাতে শামিল আছে সমস্ত জড়িত কাজ, স্প্লাইসিং, টার্মিনেশন, পরীক্ষা করা, প্রশিক্ষণ ও গ্রহণযোগ্যতার জন্যে প্রদর্শন, কমিশনিং এবং দস্তাবেজ করণের" নিমিত্ত।

ইষ্ট-নর্থ ইন্টারকানেকশন কোম্পানী লিমিটেড, 400 kV D/C বঙ্গাইগাঁও-আলিপুরদুয়ার-শিলিগুড়ি ট্রান্সমিশন লাইনের জন্যে OPGW (48F) এবং তার সঙ্গে একত্রে প্রয়োজনীয় অ্যাক্সেসরীজ সরবরাহ তথা ইনষ্টলেশনের জন্যে নিলাম-ডাক আহ্বান করছে। এই লাইনকে NCT দ্বারা তার 3৪তম সভায়, সিঙ্গেল ষ্টেজ টু এনভেলপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, কম্যুনিকেশন স্কীম হিসাবে অনুমোদন করেছে। আগ্রহী নিলাম-ডাককারীগণ 12.06.2026 থেকে কার্যকর আমাদের ওয়েবসাইট www.indigrid.co.in-এ পাওয়া যাওয়া বিডিং ডক্যুমেন্টস দেখতে এবং ডাউনলোড করতে পারেন।

আগ্রহী পক্ষগণ বিডিং ডক্যুমেন্টে প্রদান করা বিবরণ অনুসারে অ-ফেরৎযোগ্য টাঃ10,000 (টাকা দশ হাজার মাত্র) + 18% জিএসটি পেমেন্ট করার ওপর নিজেদের নিলাম-ডাক দাখিল করতে পারেন। এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমা নিম্নরূপ :

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রাঞ্জলকরণ চাওয়ার জন্যে শেষ তারিখ	নিলাম-ডাক দাখিলের জন্যে শেষ তারিখ	নিলাম-ডাক ওপেনিং-ফার্ষ্ট এনভেলপের জন্যে তারিখ
1	400 kV D/C বঙ্গাইগাঁও-আলিপুরদুয়ার-শিলিগুড়ি ট্রান্সমিশন লাইনের (লাইন দৈর্ঘ্য : 218.78 কিঃমিঃ) জন্যে প্রয়োজনীয় অ্যাক্সেসরীজের সঙ্গে একত্রে OPGW (48F)-এর সরবরাহ এবং ইনষ্টলেশন	18.06.2026	25.06.2026 15:00 ঘণ্টা (IST) পর্যন্ত	25.06.2026 15:30 ঘণ্টায় (IST)

বিডিং ডক্যুমেন্টের প্রতি সকল শুদ্ধিপত্র, অভিযোজ্য, সংশোধনী, সময় প্রসারণ ইত্যাদি আমাদের ওয়েবসাইট www.indigrid.co.in-এ উত্থাপিত হবে। নিজেদের আপডেট রাখতে নিলাম-ডাককারীগণকে নিয়মিতরূপে আমাদের ওয়েবসাইট দেখতে হবে।

ইষ্ট-নর্থ ইন্টারকানেকশন কোম্পানী লিমিটেড
ইউনিট নং 101, ফার্ষ্ট ফ্লোর, উইণ্ডসোর,
গ্রাম কোলেকল্যাণ, অফ্ সিএসটি রোড, বিদ্যানগরী মার্গ,
কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই - 400098
ই-মেইল : rtmtenders@indigrid.com, prachi.punyatoya@indigrid.com, anuj.gupta@indigrid.com, rahul.kesarwani@indigrid.com

রঙ্গিয়া মণ্ডলের বহুমূখী ষ্টল সম্পদের জন্যে ই-নিলাম

রঙ্গিয়া মণ্ডলের ৯ টি বহুমূখী ষ্টল সম্পদের (এমপিএস) জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. আরএনওয়াই-এমপিএস-০৯

এসইকিউ সংখ্যা	এলওটি নং./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিএনজিএন-এমপিএস- ৩১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "এ" শ্রেণীর বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম- ২ এ মহিলার জন্যে সংরক্ষিত বহুমূখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/২	এমপিএস-আরএনওয়াই-এনএলভি-এমপিএস- ২৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ডি" শ্রেণীর নলবাড়ি রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ অসংরক্ষিত শ্রেণীর জন্যে বহুমূখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৩	এমপিএস-আরএনওয়াই-এসবিই-এমপিএস- ২৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ই" শ্রেণীর সরভোগ রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ২ এ অসংরক্ষিত শ্রেণীর জন্যে বহুমূখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৪	এমপিএস-আরএনওয়াই-ডিকেজিএন-এমপিএস- ২২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ই" শ্রেণীর ডেকারগাঁও রেলওয়ে ষ্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় ওবিসির জন্যে সংরক্ষিত বহুমূখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৫	এমপিএস-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-এমপিএস- ৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "বি" শ্রেণীর নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম -৪ এবং ৫ এ মহিলার জন্যে সংরক্ষিত বহুমূখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৬	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিএনজিএন-এমপিএস- ৩২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "এ" শ্রেণীর বঙ্গাইগাঁও রেলরে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ১ এ অসংরক্ষিত শ্রেণীর জন্যে বহুমূখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৭	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-এমপিএস- ১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "এ" শ্রেণীর বরপেটা রোড রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২ এ এসসির জন্যে সংরক্ষিত বহুমূখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৮	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-এমপিএস- ২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "এ" শ্রেণীর বরপেটা রোড রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২ এ এসটির জন্যে সংরক্ষিত বহুমূখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৯	এমপিএস-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-এমপিএস-২৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ডি" শ্রেণীর গোয়ালপারা টাউন রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ অসংরক্ষিত শ্রেণীর জন্যে বহুমূখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৬-০৬-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘন্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার সময়ঃ** ১৩.৫০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইরানকে ব্যান করার দাবিতে উত্তাল লস অ্যাঞ্জেলস

সংবাদ সংস্থা, লস অ্যাঞ্জেলস, ১১ জুনঃ ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ শুরুর আগে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলসে ইরানি-আমেরিকান কিছু মানবাধিকার কর্মী এবং কয়েক জন প্রাক্তন ফুটবলার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাঁরা ফিফা-র কাছে দাবি জানিয়েছেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের কারণে ইরানকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হোক। বুধবার লস অ্যাঞ্জেলস সিটি হলের বাইরে জড়ো হন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের দাবি, বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলে ইরানের সরকার আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের ভালো ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পারবে। অথচ দেশের ভিতরের পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ২১ বছরের ইরানি-আমেরিকান রায়ান সালামি বলেন, ‘‘ইরানকে এখানে খেলতে দিলে বাইরের পৃথিবীর কাছে সব কিছু শান্ত ও স্বাভাবিক বলে মনে হবে। কিন্তু বাস্তবে সেখানে মানুষের কষ্ট, দমন-পীড়ন এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে।’’ বিক্ষোভে এমন অনেক ক্রীড়াবিদের ছবি দেখানো হয়, যাঁদের সরকারবিরোধী অবস্থানের কারণে নিগৃহীত করা হয়েছে বা হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগ রয়েছে বলে আন্দোলনকারীরা দাবি করেন।

বিশ্বকাপের টিকিটের আকাশছোঁয়া দাম, বিতর্কে মুখ খুললেন ফিফা প্রেসিডেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন

২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের টিকিটের দাম নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকের অভিযোগ, ম্যাচ দেখতে গেলে খুব বেশি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এই সমালোচনার জবাব দিয়েছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। তাঁর মতে, বর্তমান বাজারের পরিস্থিতি বিচার করলে টিকিটের এই দাম অস্বাভাবিক নয়। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচের টিকিটের দাম শুরু হয়েছিল ১৪০ মার্কিন ডলার থেকে। অন্য দিকে, ১৯ জুলাই নিউ ইয়র্কে হতে চলা ফাইনাল ম্যাচের সাধারণ আসনের টিকিটের দাম পৌঁছে যায় ৮,৬৮০ মার্কিন ডলারে। গেস্ট প্যাকেজের দাম ছিল সর্বোচ্চ ৭৩,২০০ মার্কিন ডলার। এর পর ফাইনালের টিকিটের দাম আরও বাড়িয়ে ১০,৯৯০ ডলার এবং পরে ৩২,৯৭০ ডলার করা হয়। এই বিপুল মূল্যবৃদ্ধির কারণে সমর্থকদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এর পর ফিফা সাধারণ দর্শকদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়। বিভিন্ন দেশের ফুটবল সংস্থার মাধ্যমে ৬০ ডলারের টিকিট দেওয়া শুরু হয়। ইনফান্তিনো জানিয়েছেন, এই প্রকল্পে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টিকিট রাখা হয়েছে। টিকিটের দাম এত বেশি কেন, সেই প্রশ্নের জবাবে ইনফান্তিনো বলেন, ‘‘আমরা যদি ভুল করে থাকি, তা হলে উত্তর আমেরিকায় যারা টিকিট বিক্রি করছে, তারাও একই ভুল করছে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা যদি টিকিট কম দামে বিক্রি করতাম, তা হলে অনেকেই সেগুলি কিনে পরে অনেক বেশি দামে বিক্রি করত। এতে ফুটবলের কোনও লাভ হতো না। বরং সেই অতিরিক্ত টাকা কালোবাজারি ও টিকিট পুনরায় বিক্রির সঙ্গে জড়িত লোকজনের কাছে চলে যেত।’’

ইনফান্তিনোর দাবি, পুরো টুর্নামেন্টে টিকিটের গড় মূল্য ৫০০ ডলারের নিচে রয়েছে। তাঁর মতে, আমেরিকার অন্যান্য বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নকআউট পর্বের টিকিটের দামের সঙ্গে তুলনা করলে এই মূল্য খুব বেশি কিছু নয়। ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক এবং টেক্সাসের কর্তৃপক্ষ টিকিট বিক্রির বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। তবে তা নিয়ে কোনও উদ্বেগ নেই বলে জানিয়েছেন ইনফান্তিনো। তিনি বলেন, ‘‘যে কোনও তদন্তকে আমরা স্বাগত জানাই। আমাদের কাছে সব তথ্য রয়েছে এবং আমরা সেগুলি দেখাতে প্রস্তুত। কয়েক মিলিয়ন টিকিট বিক্রির আগে আমরা বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করেছি।’’ এ দিন সোমালিয়ার রেফারি ওমর আরতানকে আমেরিকায় প্রবেশ করতে না দেওয়ার বিষয়েও কথা বলেন তিনি। আরতানের বিশ্বকাপে প্রথম সোমালি রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালনের কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তা যাচাই সংক্রান্ত কিছু উদ্বেগের কারণে মিয়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেই তাঁকে আটকে দেওয়া হয়। দেশে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এই বিষয়ে ইনফান্তিনো বলেন, ‘‘আমরা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমরা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করি, সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্ত বা নিরাপত্তা বাহিনীর সিদ্ধান্ত বদলানোর ক্ষমতা আমাদের নেই।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘বর্তমা সময়ে নিরাপত্তার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত নেয়, সেটিকে সম্মান করতে হয়। আমরা পর্দার আড়ালে বিষয়টি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।’’

ভারত ‘এ’ দলের হয়ে ঝোড়ো ইনিংস বৈভবের

সংবা সংস্থা, কলম্বো, ১১ জুনঃ অভিষেক ম্যাচে ব্যর্থ হলেও খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। ভারত ‘এ’ দলের হয়ে দ্বিতীয় ম্যাচেই আবার নিজের পরিচিত আগ্রাসী মেজাজে দেখা গেল বৈভব সূর্যবংশীকে। শ্রীলঙ্কায় চলা সিরিজে আফগানিস্তান ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে মাত্র ২২ বলে ৪৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছে ১৫ বছরের এই ক্রিকেটার। এর আগে শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে ১৪ রান করে আউট হলেও আফগানিস্তানের বিপক্ষে শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাটিং করেছে বৈভব। পেসারদের বিরুদ্ধে একের পর এক আকর্ষণীয় শট খেলতে দেখা যায় তাকে। মাত্র ২১ বলেই ৯টি চার মেরে হাফসেঞ্চুরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল বাঁহাতি তারকা। তবে ইনিংস বড় করার আগেই থামতে হয়। আবদুল্লা আহমেদজাইয়ের বলে থার্ড ম্যান অঞ্চলে খেলতে গিয়ে ব্যাটের কানায় লেগে বল উইকেটরক্ষক ইশাক রহিমির হাতে জমা পড়ে। ২২ বলে ৪৪ রানের ইনিংস শেষ হলেও তাঁর ব্যাটিং ভারতীয় শিবিরকে স্বস্তি দিয়েছে। হাফসেঞ্চুরির দিকে এগোলেও নিজের ভুলের খেসারত দিতে হল বৈভবকে। সপ্তম ওভারে

আহমেদজাইয়ের অফ স্টাম্পের বাইরের একটি বাউন্সারকে ব্যাকফুটে গিয়ে র‍্যাম্প শট খেলার চেষ্টা করে সে। তবে বলটিতে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ২০০ স্ট্রাইক রেটে রান করে আউট হওয়ার পর বৈভবকে বেশ হতাশ দেখায়। যেভাবে আউট হতে হয়েছে, তা হয়তো বিশ্বাস করতে পারছিল না নিজেই। একেবারে হতবাক হয়ে যায় সে। পরে মাথা ঝাঁকিয়ে হতাশ মুখেই সাজঘরের পথে হেঁটে যায় তরুণ এই ব্যাটার। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, এমনভাবে আউট হওয়ায় একেবারেই সন্তুষ্ট ছিল না। চলতি বছরে বৈভবের দুর্দান্ত ফর্ম শুরু হয়েছিল আইপিএল থেকেই। পুরো টুর্নামেন্টে সর্বাধিক রান করে কমলা টুপি জিতেছে সে। পাশাপাশি সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট এবং সবচেয়ে মূল্যবান ক্রিকেটারের পুরস্কারও উঠেছে তার হাতে। চলতি মরশুমে ৭২টি ছক্কা মেরে আইপিএলের ইতিহাসে এক আসরে সর্বাধিক ছক্কার নতুন নজির গড়েছে বৈভব। ভেঙে দিয়েছে ক্রিস গেইলের ৫৯ ছক্কার পুরনো রেকর্ড। আইপিএলে তার অসাধারণ পারফরম্যান্সের পর থেকেই জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার দাবি জোরাল হয়েছিল। সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে আসন্ন আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সিরিজের পাশাপাশি এশিয়ান গেমসের দলেও জায়গা পেয়েছে বৈভব। আয়ারল্যান্ড সিরিজে যদি তার আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়, তবে সচিন তেণ্ডুলকরের রেকর্ড ভেঙে ভারতের হয়ে সবচেয়ে কম বয়সে অভিষেক করা ক্রিকেটার হবে সে। তার আগে এই ঝোড়ো ইনিংস নিঃসন্দেহে আরও আত্মবিশ্বাস জোগাবে তরুণ প্রতিভাকে।

ব্রাজিলের অনুশীলনে এখনও অনুপস্থিত নেইমার

বিশ্বকাপের জন্য যেখানে অনুশীলনে ঘাম ঝরাচ্ছেন ব্রাজিলের সতীর্থরা, সেখানে নেইমার লড়ছেন ভিন্ন আরেক লড়াই। চোট থেকে সেরে উঠতে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন তিনি। তারকা এই ফরোয়ার্ডকে ছাড়াই প্রস্তুতির আরেকটি দিন কাটিয়েছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

সংবা সংস্থা, রিও দি জেনেইরো, ১১ জুনঃ আগামী রবিবার নিউ ইয়র্কে মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপে ষষ্ঠ শিরোপার অভিযান শুরু করবে ব্রাজিল। সেই লড়াইয়ে নামার আগে নিউ জার্সির মরিসটাউনে এখন নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছেন দলটির ফুটবলাররা। সেখানে বুধবারের অনুশীলনেও দেখা যায়নি নেইমারকে। গত মাসে সান্তোসের হয়ে ম্যাচ খেলার সময় চোট পান নেইমার। ব্রাজিলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার দিন পরীক্ষায় নিশ্চিত হয়, গ্রেড-২ মাসল টিয়ার তার। পায়ের এই মাংসপেশির সেই চোট কাটিয়ে উঠতে নিবি। পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন ব্রাজিলের ইতিহাসের সফলতম গোলস্কোরার। উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপের নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেইমারকে পাবে না ব্রাজিল, এটা একরকম নিশ্চিত। এমনকি হাইতি ও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের পরের ম্যাচগুলোতেও তার খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। তবে এবারের দলকে নিয়ে বেশ আশাবাদী ব্রাজিলের সাবেকরা। ১৯৯৪ বিশ্বকাপ জয়ে অবদান রাখা মিডফিল্ডার জিনহো বলেন,

‘‘ব্রাজিল এবার টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় ফেভারিট নয়, তবে দলে ভালো কয়েকজন খেলোয়াড় আছে যারা একসঙ্গে দারুণ একটি দল গ।তে পারে। আমার মনে হয় তাদের ভালো সুযোগ রয়েছে।’’ বুধবার ছিল ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তির ৬৭তম জন্মদিন। দলটির দীর্ঘ ২৪ বছরের অপেক্ষা ঘুচিয়ে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ ট্রফি এনে দেওয়ার দায়িত্বে থাকা এই ইতালিয়ান কোচকে ঐতিহ্যবাহী ‘গার্ড অব অনার’ দিয়ে সম্মান জানান ফুটবলাররা। বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড রাফিনিয়া মজা করে বলেন, প্রথাগত উদযাপনের চেয়ে কোচের বেলায় কিছুটা নরম ছিলেন তারা। ‘‘তিনি এর মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেছেন, কিন্তু তাকে কেউ স্পর্শ করেনি।’’

মোহনবাগানের অনুশীলনে চনমনে মেজাজে সায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুনঃ চলতি মাসের শুরুতেই সায়ন বন্দোপাধ্যায়ের যোগদানের কথা জানিয়ে দেয় মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। পূর্বে এই বাঙালি ফুটবলারকে ঘিরে ব্যাপক সরগরম ছিল কলকাতা ময়দান। শেষ কয়েক সিজন ধরে ইমামি ইস্টবেঙ্গল দলের হয়ে খেলেছিলেন এই বাঙালি ফুটবলার। জুনিয়র দলের পাশাপাশি সিনিয়র দলের হয়ে ও সকলের নজর কাড়তে শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ মরসুমে বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানে কলকাতা ফুটবল লিগে খেললেও সেভাবে সুযোগ পাননি সিনিয়র দলে। তাই নয়া মরসুমে সায়নের দল বদলের বিষয়টি জোড়ালো হয়েছিল ব্যাপকভাবে। মনে করা হচ্ছিল পড়শী ক্লাব অর্থাৎ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে যোগদান করতে চলেছে সায়ন। সেটাই হয় শেষ পর্যন্ত। গত ৪ঠা জুন নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে তাঁর যোগদানের কথা জানিয়ে দিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যে ঘোষণার অপেক্ষাতেই ছিল সকলে। মনে করা হচ্ছিল সব ঠিকঠাক থাকলে খুব শীঘ্রই দলের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিতে দেখা যাবে এই ফুটবলারকে। সেটাই হয় গত বুধবার। প্রথমবারের মতো সবুজ-মেরুনের অনুশীলনে যোগদান করেন এই ফুটবলার। যা নিঃসন্দেহে নজর কেড়েছে সকলের। পরবর্তীতে অর্থাৎ অনুশীলন শেষে সতীর্থ দীপেন্দু বিশ্বাসের সাথেই ফিরে যেতে দেখা যায় সায়নকে। পূর্বে লাল-হলুদ জার্সিতে যখনই সুযোগ পেয়েছেন নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এই বাঙালি ফুটবলার। এবার নিজের প্রাক্তন দলের হয়ে কতটা জ্বলে উঠতে পারেন সেটাই দেখার। একটা সময় কালীঘাট মিলন সংঘ থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগদান করেছিলেন এই বাঙালি ফুটবলার। বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানে যুবদলে যথেষ্ট নজড় কাড়ায় পরবর্তীতে আর খুব একটা অসুবিধা হয়নি এই তরুণ প্রতিভার। তবে এবার তাঁর দিকে তাকিয়ে মোহনবাগান সমর্থকরা।

দেশে টানা ২ জয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারল পর্তুগাল

দারুণ এক গোলে শুরু করলেও, সেই ব্যবধান বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারল না পর্তুগাল। অনেক সুযোগ নষ্টের পর, আরেকটি চমৎকার গোলে ব্যবধান গড়ে দিলেন ফ্রান্সিসকো কনসেইকাও। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পর্বে এবার নাইজেরিয়াকে হারাল রবের্তো মার্তিনেজের দল।

সংবাদ সংস্থা, লেইরিয়া, ১১ জুনঃ লেইরিয়ায় বুধবার রাতে পর্তুগালের জয় ২-১ গোলে। পেদ্রো নেতো আয়োজকদের এগিয়ে নেওয়ার পর, নাইজেরিয়াকে সমতায় ফেরান অ্যাডামস। তবে বিরতির পর আর পর্তুগিজদের তেমন চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেননি বিশ্বকাপে উঠতে ব্যর্থ আফ্রিকান দলটি। চিলির বিপক্ষে একই স্কোরলাইনে জেতা প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচের শুরুর একাদশে সাতটি পরিবর্তন এনে খেলতে নামা পর্তুগাল অষ্টম মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু ডি-বক্সে গোলরক্ষককে একা পেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো! পরের মিনিটে উল্টো গোল খেতে বসেছিল পর্তুগাল। তবে নাইজেরিয়ার স্ট্রাইকার অ্যাডামসের শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে গেলে বেঁচে যায় তারা। ২৩তম মিনিটে পেদ্রো নেতোর দারুণ গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। দিয়োগো দালোতের কাটব্যাক পেয়ে কোনাকুনি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন চেলসি উইঙ্গার। জাতীয় দলের হয়ে এটি তার তৃতীয় গোল। ব্যবধানটা অবশ্য বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি তারা। ৩৭তম এক পাল্টা আক্রমণে পর্তুগিজ রক্ষণ ভেঙে নাইজেরিয়ার দুই জন ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন, তখন সেখানে আয়োজকদের কেবল একজন ডিফেন্ডার ছিলেন। একরকম বিনা বাধা নিচু শটে সমতা টানেন অ্যাডামস। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে নেতোর বদলি নামার দুই মিনিটের মধ্যে গোল পেতে পারতেন জোয়াও ফেলিক্স, তবে তার বুলেট গতির শট কোনোমতে আটকান গোলরক্ষক। কর্নারের পর ফেলিক্সের আরেকটি জোরাল শট ক্রসবার কাঁপায় এবং পরক্ষণে আরেকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন রোনাল্ডো। ৬৪তম মিনিটে রোনাল্ডোকেও তুলে নেন কোচ, তার জায়গায় মাঠে নামেন গন্সালো রামোস। গোলরক্ষক ছাড়া বাকি ১০ খেলোয়াকেই ওই সময়ের মধ্যে পরিবর্তন করেন রবের্তো মার্তিনেজ। এর ১০ মিনিট পর আরেকটি দারুণ গোলে আবার এগিয়ে যায় পর্তুগাল। ত্রিনকাওয়ের বদলি নামা কনসেইকাও ডান দিক থেকে ডি-বক্সে একগাদা খেলোয়াড়ের মাঝ দিয়ে নিখুঁত কোনাকুনি শটে গোলটি করেন। আগামী বুধবার ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে পর্তুগাল। ‘কে’ গ্রুপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তান ও কলম্বিয়া।

ইতালিকে ছাড়া আরেকটি বিশ্বকাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন

‘পাদ ইতালিয়ে’-সার্বো-ক্রোয়েশিয়ান ভাষায় কথাটির অর্থ ‘ইতালির পতন’। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ‘দ্য ফল অব ইতালি’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নির্মিত এই ছবির একটি পোস্টার বেশ অন্য রকম। ইংরেজি ‘আই’ অক্ষরটা একদিকে হেলানো, যা দিয়ে মূলত ইতালির পতনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গ ভিন্ন হলেও ইতালির ফুটবল যেন এখন ‘দ্য ফল অব ইতালি’র সেই হেলানো আইয়ের মতো। তবে আরেকটু গভীরভাবে দেখলে লর্দান জাফরানোভিচের সিনেমার সেই ‘আই’ ইতালির ফুটবলে এসে আর হেলানো নেই, একরকম ধসে পড়েছে। ওপরের আলাপটা রূপক, কিছুটা সহনীয়ও। কিন্তু বাস্তবতা অতটা নয়। ইতালির ফুটবলের এমন পতন ইতালিয়ান তো বটেই, যেকোনো ফুটবলপ্রেমী মানুষের জন্যই বেদনাদায়ক। ২০১৮ বিশ্বকাপে প্রথমবার যখন এই বিপর্যয় ঘটে, বিস্ময় ও বিহ্বলতায় হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন অনেকে। এমন কিছু যে ঘটতে পারে, সেটা বিশ্বাস করতেই লেগেছে কয়েক দিন। সম্ভবত কিংবদন্তি সাহিত্যিক কাফকার ‘মেটামোরফসিস’ গল্পে গ্রেগর সামসার ঘুম থেকে উঠে পোকা হয়ে যাওয়াও এর চেয়ে কম বিস্ময়কর ছিল। বারবার মনে হচ্ছিল, অদ্ভুতুড়ে কোনো দুঃস্বপ্ন হয়তো হবে, ঘুম ভাঙলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সেদিন আর কে জানত, এই বিস্ময় ও বিহ্বলতা অন্তত এক যুগ স্থায়ী হতে যাচ্ছে। প্রথমবার যেটিকে মনে হয়েছিল আকস্মিক কোনো ঝড়, সেই ঝড়ই এখন অভ্যাস। যা চার বছর পরপর নিয়ম করে ঘটে চলেছে। এমনকি ইতালির বিশ্বকাপ খেলতে না পারার হতাশা এত এত বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়েছে, যেকোনো বিশেষণই এখন ক্লিশে মনে হবে। পরিচিত একজনকে অনেক আগে থেকে ইতালিকে সমর্থন করতে দেখতাম। ইতালি প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে না পারার কষ্টে তিনি দল বদলে আর্জেন্টিনায় চলে গিয়েছিলেন। এরই মধ্যে উনি আর্জেন্টিনার সমর্থক হিসেবে বিশ্বকাপ জেতার স্বাদও পেয়ে গেছেন কিন্তু সেই ইতালি আর বিশ্বকাপে ফিরতে পারেনি। এভাবে কত শত সমর্থক গত ১২ বছরে নীল বেদনায় লীন হয়ে দল বদলে ফেলেছেন, তার হিসাবই বা কে রেখেছে! ফলে টানা তৃতীয়বারের মতো ইতালি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ায় এবার আর কোথাও ছন্দপতন হয়নি। যেন এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এমনটা মোটেই হওয়ার কথা ছিল না। ফুটবলের প্রতি ইতালিয়ানদের দীর্ঘ ভালোবাসার গল্পগুলোর দিকে তাকালে তেমনটাই মনে হবে। আজ থেকে বহু বছর আগে ফ্লোরেন্সের লোকেরা আদর করে খেলাটির নাম দিয়েছিল ‘কালসিও’। এ নামকেই আপন করে নিয়েছিল

গোটা ইতালি। ইতালির অমর চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ছিলেন ফুটবল-অন্তপ্রাণ। প্রখ্যাত দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি নিজে ফুটবল খেলতে ভালোবাসতেন। তাঁদের সেই ভালোবাসা এখন ছাই হয়ে গেছে। ইতালি যেন কখনো ফুটবল খেলতই না! এবার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে-অফ ফাইনালে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার কাছে হেরে বিদায়ের পর ইতালিয়ান দৈনিক কুরিয়েরে দেল্লা সেরা শিরোনাম করেছিল, ‘দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ কার্স’। আহা! চারবারের বিশ্বকাপজয়ী দলটার কাছেই বিশ্বকাপ এখন অভিশাপ। নাকি এটা কোনো অভিশাপের ফল? ইতালি বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার পর যেমন অনেকে জিনেদিন জিদানের ঢুস প্রসঙ্গ সামনে এনেছেন। ২০০৬ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে জিদানকে গালি দিয়ে ঢুস খেয়েছিলেন মার্কো মাতারেজ্জি। সেই ঢুসে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় জিদানকে, তাতে ফসকে যায় ফ্রান্সের বিশ্বকাপও। কারও কারও ধারণা, জিদানকে সেদিন এভাবে বিশ্বকাপবঞ্চিত করার ফলটাই এখন পাচ্ছে ইতালি। ‘অভিশাপের’ মতো বায়বীয় বিষয় নিয়ে হয়তো অনেক কিছু লেখা যায়, খুঁজলে এমন অভিশাপের গল্প আরও অনেক পাওয়া যাবে। তাই বাস্তবতার মাঝেই কারণ অনুসন্ধান করা বরং ভালো। ইতালি জাতীয় দলের ব্যর্থতাকে ইতালির ক্লাব ফুটবলের পারফরম্যান্সের লেন্স দিয়েও দেখা যায়। ২০০৯-১০ মরসুমে ইন্টার মিলানের পর ইতালির কোনো ক্লাব চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে পারেনি। মাঠের খেলাও একেবারে মুগ্ধ হওয়ার মতো নয়। এবার তো ইতালির কোনো ক্লাব চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালেও যেতে পারেনি। সাদা চোখে ধরা না প।লেও, এসব কারণ একটি আরেকটির পিঠে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। যার বিস্ফোরণ আমরা গত তিন বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে দেখেছি। ইউরোপের অন্য শীর্ষ লিগগুলোর সঙ্গে তুলনায়ও ইতালির ফুটবল বেশ পিছিয়ে আছে। অর্থনীতি, কৌশলগত কিংবা ব্র্যান্ডিং-কোনো ক্ষেত্রেই অন্যদের সঙ্গে সেভাবে পেরে উঠছে না ‘আজ্জুরি’রা। এমনকি ক্লাবগুলোতে বড় তারকার উপস্থিতিও সেভাবে নেই। বরং লুকা মদরিচ কিংবা কেভিন ডি ব্রুইনার মতো তারকারা নিজেদের সেরা সময় পার করে এখন ইতালির ফুটবলে যোগ দিয়েছেন। বড় তারকার অনুপস্থিতির পাশাপাশি নিজেরাও খেলোয়াড় তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। অথচ একসময় স্থানীয় ফুটবলারদের দাপট ছিল, যা এখন আর নেই। সব মিলিয়ে যোগ্যতা ও সামর্থ্যে পিছিয়ে পড়াও দেশটির ফুটবলে বেশ নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। অবকাঠামোগত দিক থেকেও ইতালির ফুটবল বেশ পিছিয়ে পড়েছে। একাডেমি ও ট্রেনিং ব্যবস্থাপনাও মানের দিক থেকে অসম ও সেকেলে। ইংল্যান্ড বা জার্মানির মতো আধুনিক একাডেমিভিত্তিক উন্নয়ন ইতালিতে বড় পরিসরে হয়নি। বড় ক্লাবগুলোর নতুন স্টেডিয়াম বা উন্নয়ন প্রকল্পও প্রায়ই আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে যায়। যেমন মিলানের নতুন স্টেডিয়াম প্রকল্প বছরের পর বছর ঝুলে আছে। ইতালির কোচিং সংস্কৃতিও একরকম ধসে পড়েছে। ইতালিতে কোচদের ওপর স্বল্পমেয়াদি ফলের চাপ খুব বেশি বেড়ে গেছে। খারাপ ফল করলে চাকরি চলে যাচ্ছে। দীর্ঘ মেয়াদে কোচরা কাজ করার সুযোগই পাচ্ছেন না। যে কারণে কোচরাও এখন আর ঝুঁকি নিতে চান না। তাঁরা তরুণদের সুযোগ না দিয়ে অভিজ্ঞদের খেলাচ্ছেন। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা ধৈর্য ধরে দল গড়ার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে বললেই চলে। ইতালির ফুটবল ধসে পড়ার অন্য কারণটা ট্যাকটিক্যাল। ইতালির ঐতিহ্য ছিল রক্ষণভিত্তিক বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবল। একসময় এটি খুব সফলও ছিল। কিন্তু আধুনিক ফুটবল এখন দ্রুতগতি, প্রেসিং ও অ্যাথলেটিসিজমের দিকে চলে গেছে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ইতালি দেরি করেছে। ফলে তাদের পুরোনো শক্তিই এখন দুর্বলতায় পরিণত হয়েছে। খুঁজতে গেলে এমন অনেক কারণ বেরিয়ে আসবে। তবু চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের খেলতে না পারাকে বোধ হয় কোনো কারণ দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে এমন ব্যাখ্যাতীত ঘটনা কদাচিই ঘটে। ওই যে গ্রেগর সামসার মানুষ থেকে পোকা হয়ে যাওয়ার মতোই। কিন্তু সেই পোকাটির মতো ইতালির ফুটবলও এখন আর নিজের আপন শরীরে ফিরতে পারছে না।--

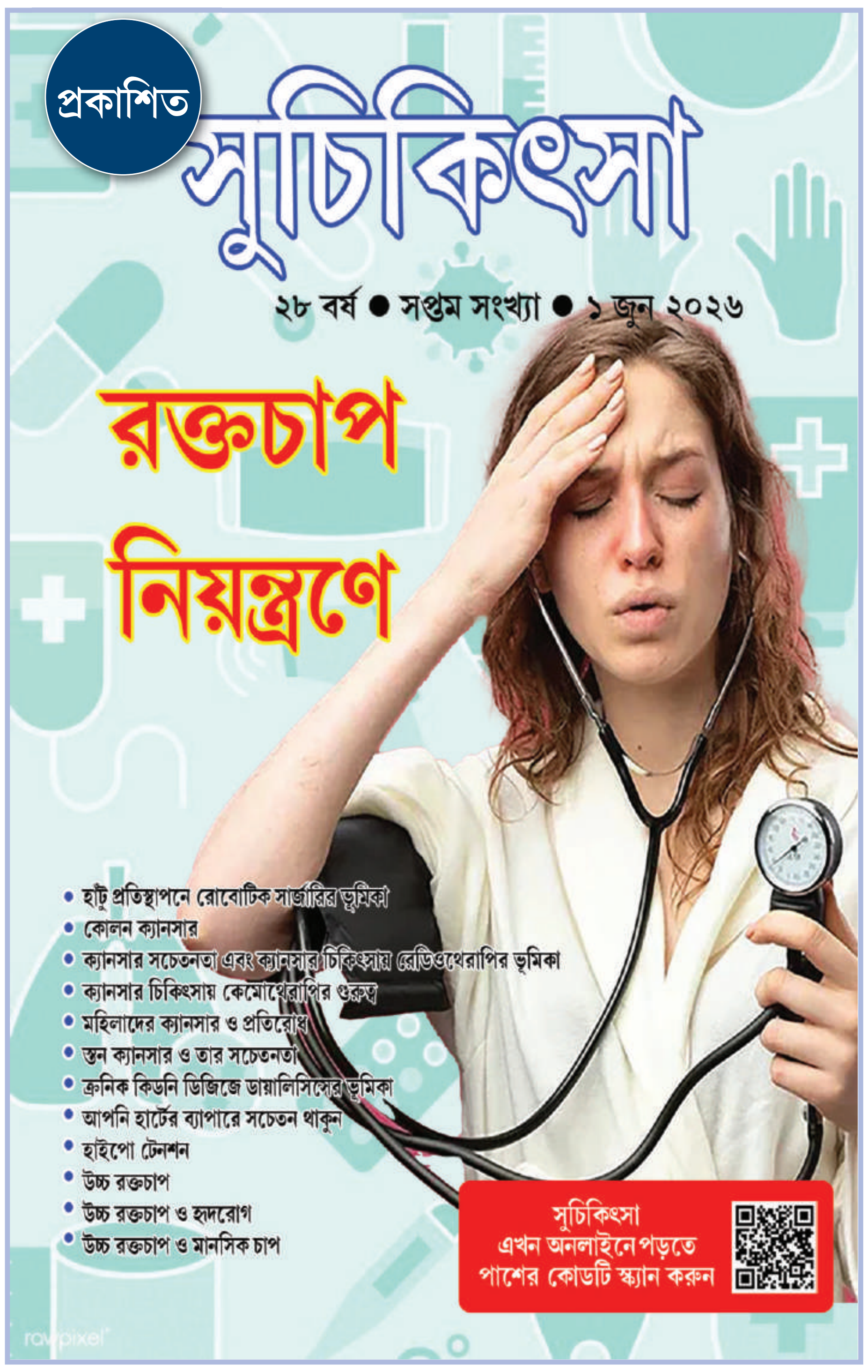

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com